আর্য্য

সমাজ-সংস্করণ।

অর্থাৎ

[illegible]রতবর্ষীয় আর্য্যসমাজের সংস্করণ এবং আর্য্যজাতির
সনাতন-ধর্ম্ম রক্ষা ও প্রচার বিষয়ক প্রস্তাব।

"সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাং।"
"সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।"

ঋগ্বেদসংহিতা।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যসমাজের জনৈক সভ্য

[illegible]সুরেন্দ্রদেব গুপ্ত মজুমদার কর্ত্তৃক প্রণীত।

ARYAN

SAMÁJA-SANSKARANA.

[illegible]w hints and suggestions regarding the reformation of the
[illegible]Aryan Society of India and the conservation and
promulgation of the Aryan Religion,—

'THE SANÁTANA-DHARMA.'

"UNITY IS STRENGTH."

"Though features harsh and figures rude,
May with dislike at first be viewed,
How oft' within such forms we find
The lasting beauties of the mind."

BY

[illegible]NDRA DEVA GUPTA MAZUMDÁRA, M. A. S. I.

Calcutta:

PRINTED BY GOPAL CHANDRA NEOGI, AT THE
NABABIBHAKAR PRESS,
34, Beniatolah Lane.

[illegible]ublished by the Somprakash Depository, 97, College Street.
1885.

বিজ্ঞাপন।

প্রায় দশ বৎসর অতীত হইল, আমি এই পুস্তক লিখিতে বা এই পুস্তকের লিখিত চিন্তা ও যুক্তি সকল একত্র পুস্তাকাকারে প্রকটিত করিতে আরম্ভ করি। আমি একজন সামান্য ব্যক্তি। অদৃষ্ট-চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর-পশ্চিম, পঞ্জাব ও হিমাচল প্রভৃতি ভারতের যে যে প্রদেশে যে যে স্থানে উপস্থিত হইয়াছি, সেই সেই স্থানে যাইতে যাইতে বা তথায় উপনীত হইয়া ও অবস্থিতি করিয়া, দেশের ও সমাজের যে সকল দুর্দ্দশা এবং আর্য্যজাতির যে সকল অবনতির লক্ষণ প্রত্যক্ষ অবলোকন করিয়াছি—যাহা দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছি—সেই সকল দুঃখের কাহিনী, তজ্জনিত চিন্তা, এবং সেই দুঃখ-ভার, ক্লেশ-ভার, দুর্দ্দশার ভার অপনোদনের জন্য সেই সেই চিন্তা-প্রসূত যে সকল প্রস্তাবনা (Suggestions) মনোমধ্যে উদিত হইয়াছে, এই পুস্তকে কেবল তাহাই একত্রিত করিয়া সাধারণের গোচরার্থ একস্থানে সমাবেশ করিয়াছি মাত্র।

অধুনা সমাজ-সংস্করণ সম্বন্ধীয় নানাবিধ বক্তৃতা, রচনা, প্রবন্ধ ইত্যাদি বিবিধ সংবাদ ও সাময়িক পত্রে এবং অনেকানেক গ্রন্থমধ্যে প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, সে সমুদায় একপ্রকার অরণ্যে রোদন মাত্র। কারণ সেই শ্রেণীর বক্তা ও লেখকগণ কেবল সমাজের অভাব, দুর্দ্দশা ও ক্রুটী ইত্যাদির উল্লেখ মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন; কিন্তু কি উপায়ে তাহার অপনয়ন হইতে পারে, তাহা কেহই বলিয়া দেন না। বিশেষতঃ সমাজ-সংস্করণের কথায় অনেকে বহুবিধ তর্ক বিতর্ক উপস্থিত করিয়া প্রকৃত কার্য্যের সম্পূর্ণ ব্যাঘাত ঘটাইয়া থাকেন; কেহ কেহ আবার উপহাস পর্য্যন্তও করিতে ক্রুটি করেন না। এরূপ স্থলে সমাজের সংস্কার ও তৎসহ দেশের মঙ্গল প্রত্যাশা করা নিতান্ত বাতুলের

কার্য্য জানিয়াও, মনের উচ্ছ্বসিত আবেগ মনে মনে সংবরণ করিতে অক্ষম হইয়া আর্য্য-সমাজে তাহার কিয়দংশ পরিব্যক্ত করণাশয়ে এবং সমাজের যে যে অভাব, যে যে ক্লেশ, যে যে দুর্দ্দশা, যে যে রূপে বিদূরিত হইয়া সমাজের মূল পুনরায় দৃঢ়রূপে সংগঠিত ও সংরক্ষিত হইতে পারিবে তাহার সম্ভবমত উপায় দেখাইয়া, আমি এই ক্ষুদ্র রচনাখানি আর্য্যসমাজস্থ জনগণের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। এক্ষণে শ্রদ্ধাস্পদ দেশহিতৈষী আর্য্য মহোদয়গণ ইহার আদ্যোপান্ত মনঃসংযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া—দেশের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, যদি দেশের ও সমাজের দুরবস্থার কোনরূপ প্রতিকার করিতে যত্নশীল হয়েন, তাহা হইলেই 'অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতং।' ইতি

কলিকাতা;
তারিখ ২রা চৈত্র।
শকাব্দা ১৮০৬।

শ্রীগ্রন্থকারস্য।
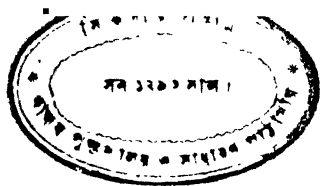
কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

রচনার পরিচয় দিয়া সাধারণের তৃপ্তিসাধন করিব, এরূপ আশা মাদৃশ স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে দুরাশা মাত্র। কেবল নিম্নলিখিত মহোদয়গণের উৎসাহে ও যত্নে আমি এতাদৃশ গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছি।

এই পুস্তক প্রণয়নের সূত্রপাতকালে (ইংবাজী ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে) হাই-কোর্টের 'অনুবাদক (Translator, High Court)'হিন্দুমহিলা নাটক' প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু বিপিন মোহন সেন গুপ্ত মহাশয় আমার উদ্যমের প্রথমাবস্থায় যোগদান করিয়া বিশেষ সহায়তা করেন। ১৮৭৬ সালে, কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের বর্ত্তমান অধ্যাপক (Professor,Presidency College) শ্রীযুক্ত বাবু বিপিন বিহারী গুপ্ত, এম এ, মহোদয় এ বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান ও সাহায্য করেন; এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, মহোদয় এই পুস্তকের তৎকালীন লিখিত অংশ আদ্যোপান্ত দেখিয়া উৎসাহ প্রদান ক্রেরেন। ১৮৮১ সালে যখন ইহার লিখিত বিষয় প্রায় অধিকাংশই একত্র সন্নিবিষ্ট হয়, তখন বিখ্যাত 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহোদয় ইহার কতক অংশ এবং তন্মহাত্মাত্মজ শ্রীযুক্ত বাবু ভূপেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয আদ্যোপান্ত দেখিয়া দেন। পরিশেষে পুস্তক মুদ্রাঙ্কণ কালে উপরি উক্ত শাস্ত্রী মহাশয় ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ 'নববিভাকর' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্র-মোহন সেন গুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় ইহার আদ্যোপান্ত প্রায় সমস্তই দেখিয়া দিয়াছেন। এবং সোমড়া সাধারণ পুস্তকালয়ের স্থাপনকর্ত্তা ও সম্পাদক (Founder and Honorary Secretary) ও 'কোণের বউ' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধ লেখক শ্রীযুক্ত বাবু সতীপ্রসাদ সেন গুপ্ত মহাশয় ইহার সূত্রপাত কাল হইতে শেষ পর্য্যন্ত অতি যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত আমার বিশেষ সহ-

যোগিতা করিয়াছেন। এ পুস্তকের ভাষার জন্য আমি তাঁহার নিকট বিশেষ ঋণী। ইহাঁদিগের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।

এই স্থলে আমি 'নববিভাকর' প্রেসের কিঞ্চিৎ প্রশংসাবাদ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাঁহাদের সদ্ব্যবহার, সুচারুকার্য্যসম্পাদন-প্রবৃত্তি ও কার্য্যের প্রতি আন্তরিক যত্ন ইত্যাদি গুণ আমাকে স্বতই তাঁহাদের প্রশংসাবাদে বাধ্য করিতেছে; নতুবা কোনরূপে অনুরুদ্ধ হই নাই। বস্তুতঃ আমি বলিতে পারি, 'নববিভাকর' প্রেস না হইলে এ পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য এত যত্নের সহিত, এত শীঘ্র ও এত সুচারুরূপে আর কোথাও হইত কি না সন্দেহ। কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ রায় বি এ, মহাশয় এবং প্রিণ্টার শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র নিয়োগী প্রভৃতি সকলেই যেরূপ যত্নের সহিত ইহার কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছেন, তাহা নিতান্ত প্রশংসনীয়। ইহাঁদিগের কাহারও সহিত আমার পরিচয় ছিল না এবং এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কণ করিতে আসিয়া আমি কোনরূপ বাধ্যবাধকতায় বাধ্যও হই নাই, অথচ ইহাঁরা কার্য্যের প্রতি এত যত্ন করিয়াছেন। আমি সকলকে অনুরোধ করি, যদি কেহ উচিত মূল্যে, স্বল্পায়াসে, সুন্দর, পরিষ্কার কার্য্য এবং ভদ্র ব্যবহার চাহেন, তবে নববিভাকর প্রেসে আসুন। ইতি

শ্রীসুরেন্দ্রদেব গুপ্ত, মজুমদার।

সূচীপত্র।

উদ্দেশ ও উদ্দেশ্য।

——oo——

যেষামার্য্যস্বরীতি-নীতি-চরিতজ্ঞানেঽস্তি কৌতূহলং
যেষাং বা প্রথিতার্য্য নামকথনে সঞ্জায়তে গৌরবং।
তেষাং লোচনসচ্চকোরনিকরৈঃ পেয়া মুদা চন্দ্রিকা
সদ্যপ্রীতিকরী সদা ভবতু নন্বেষার্য্যবিজ্ঞপ্তিকা॥

"What I want to see in India is the rising of a national spirit, and an honest pride in our past history—with a determinate effort to make our future better and brighter than even our past."

ভারতবর্ষীয় আর্য্যবংশাবতংশ শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ
শ্রীশ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর তথা সমাজস্থ ভদ্র ও আধুনিক
শিক্ষিতসম্প্রদায় মহোদয়গণ সমীপে—
বহু সম্মান পূর্ব্বক বিজ্ঞপ্তিরিয়ং—

মনুষ্য যে চতুষ্পদ পশু হইতে বিভিন্ন হইয়া আত্মগৌরব প্রকাশে সমর্থ হইয়াছেন, ধর্ম্ম ও জ্ঞানই তাহার একমাত্র কারণ। এই ধর্ম্ম আবার দেশ ও কাল ভেদে নানা স্থানে নানা রূপ ধারণ করিয়া চলিয়া আসিতেছে। ধর্ম্মের সমাজ স্বরূপ একটী স্নেহময় ভ্রাতা আছে, ঐ ভ্রাতার হস্ত ধারণ ভিন্ন ধর্ম্ম কুত্রাপি গমন করিতে পারে না, অর্থাৎ ধর্ম্ম এবং সমাজ এতদুভয়ের পরস্পর এত দৃঢ় সম্বন্ধ যে, উহা অতিক্রম করিয়া কেহ কখন কোন কর্ম্মই করিতে সমর্থ হয়েন না। এস্থলে নানা লোকে নানা আপত্তি করিতে পারেন, হয়ত কুতর্ক-প্রিয় ব্যক্তিগণ বলিবেন, সমাজের সঙ্গে ধর্ম্মের যদি এতই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা হইলে সমাজ-বহির্ভূত পরমহংসগণের ধর্ম্মচর্চ্চা হয় কিরূপে?

আপাততঃ তত উচ্চ দরের ধর্ম্ম সমালোচনা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। সামাজিক বিষয়ই ইহার সমালোচ্য এবং সমাজান্তর্গত ধার্ম্মিক মহাত্মাদিগের আচরিত ধর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া এস্থলে উল্লেখ করা হইল। যাহাই হউক, সমাজ যে ধর্ম্মকে ত্যাগ করিয়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না, তাহা আর প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই। দেশ-কাল-ভেদে ধর্ম্ম নানারূপ ধারণ করিয়াছে, যাহা উপরে বলা হইল তাহা ধর্ম্মের সারাংশকে উদ্দেশ করিয়া বলা হয় নাই, বাস্তবিক তাহা (ধর্ম্মের সারাংশ) স্থিরতর অপরিবর্ত্তনীয়; সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বিনাশ প্রাপ্ত হইলেও তাহা অপরিবর্ত্তনীয় থাকিবে। তবে এস্থলে যাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইতেছে তাহা সামাজিক ধর্ম্ম। তর্কের জন্য যাহা ইচ্ছা তাহাই বলা যাইতে পারে, কিন্তু সমাজ যে সূর্য্যের সম্বন্ধে ছায়া যেরূপ, সেইরূপ ধর্ম্মানুগামী, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সূর্য্য অপরিবর্ত্তনীয় থাকিলেও অবস্থা বিবেচনায় বৃক্ষের ছায়ার যেরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনায় মঙ্গলার্থ সামাজিক রীতিনীতিও তদ্রূপ পরিবর্ত্তনের যোগ্য।

সমাজ পদ্ধতি যে জগতের সর্ব্বত্র প্রচলিত এবং উহাই যে জাতীয় উন্নতি সাধনের একটী মূল ও ভিত্তি স্বরূপ সে পক্ষে একেবারেই সন্দেহাভাব। সমাজ পদ্ধতি ব্যতিরেকে কোন জাতিই কোন কালে এই বিশ্ব সংসারে সভ্যতারূপ বৃক্ষের ফলভোগী হইতে পারে নাই। এক দেশে, এক নগরে, এক গ্রামে বা এক শ্রেণীভুক্ত হইয়া এক জাতি মধ্যে বহু সংখ্যক লোক একত্রিত বাস করিতে গেলে, কোন রূপ নিয়মাধীনে অর্থাৎ সমাজ বন্ধনে থাকা ও এক মতাবলম্বী হইয়া চলা যে কতদূর আবশ্যক এবং সুখকর তাহা বোধ হয় আবাল বৃদ্ধ-বনিতা কাহারই অবিদিত নাই। তথাপি আমাদিগের মধ্যে যে

আজ কাল সামাজিক নিয়মের সমূহ বিশৃঙ্খলতা ঘটিতেছে, তাহার কারণ এই, যে আমাদিগের মধ্যে অনেকে—বিশেষ বঙ্গবাসীগণ—নিতান্ত যথেচ্ছাচারী, স্বার্থপর, অনুকরণ-প্রিয় এবং অদূরদর্শী। আমাদিগের জাত্যভিমান, বিদ্যাভিমান, পদাভিমান প্রভৃতি কতিপয় দোষও বিলক্ষণ জন্মিয়াছে। আমাদিগের মনের কিছুমাত্র দৃঢ়তা নাই; কার্য্যের স্থিরতা নাই; সামাজিক একতা নাই; ধর্ম্ম-কর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা নাই; জাতীয় চরিত্রের (Nationality) প্রতি দৃষ্টি নাই; এবং সকলেই স্ব স্ব প্রধান। এ সমস্ত দোষের প্রতীকার বা মোচন আমাদিগেরই ইচ্ছা, চেষ্টা ও যত্নের অধীন। কিঞ্চিৎ চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলে আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারি যে, আমাদিগের মন ও মনোবৃত্তি সকল যেরূপ পরিবর্ত্তনশীল এবং সমাজপদ্ধতির প্রতি আমরা যেরূপ শিথিল-যত্ন, ইংরাজ বা অপরাপর জাতির সেরূপ কখনই নহে। অধুনা আমাদিগের দেশে বাণিজ্য ব্যবসায় উপলক্ষে এবং ইংরাজ রাজপুরুষদিগের শাসন-প্রণালীর গুণে পৃথিবীর চতুঃসীমা হইতে কত শত বিভিন্নজাতীয় লোকের সমাগম হইতেছে, কিন্তু অদ্যাবধি এরূপ কিছুই দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায় নাই যে, ঐ সকল বিদেশীয় সম্প্রদায় মধ্যে কেহ কখন কোনরূপে তাহাদিগের নিজ নিজ দেশীয় আচার, ব্যবহার বা সামাজিক নিয়মের পরিবর্ত্তে আমাদিগের এদেশীয় আচার, ব্যবহার, পরিচ্ছদ বা ধর্ম্ম কর্ম্মাদির কোন অংশ অতি উৎকৃষ্ট থাকিলেও তাহার কিছুমাত্রগ্রহণ বা নিজ নিজ দেশাচারের কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে। কিন্তু আমরা উহার সম্পূর্ণ বিপরীতাচারী, অনুকরণ-প্রিয় হইয়া ঐ সকল বিদেশীয়দিগের সদাচারিতা ও পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সখ্য-ভাব বা জাতীয় উন্নতির কারণ বাণিজ্যার্থ দেশ বিদেশে গমনাগমন ইত্যাদি সদ্গুণের কিছুমাত্র অনুকরণ করিতে সক্ষম নহি। কেন না সে

সমুদায় নিতান্ত ব্যয় বাহুল্য, এবং বল বুদ্ধির পরিচালনা ও সাধারণের একতা ভিন্ন হইবার নহে। অনুকরণের মধ্যে কেবল বিদেশীয়দিগের কতকগুলি জঘন্য চাল চলন গ্রহণ করিয়া আর্য্য-সমাজ-বিগর্হিত কার্য্যে আমরা অনায়াসে প্রবৃত্ত হইতেছি, এবং তৎসূত্রে সমাজকেও দিন দিন বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিতেছি। মনুষ্য মধ্যে সমাজ-গ্রন্থি, জাতীয় উন্নতির যে একটী অতি-শুভকর সোপান, বর্ত্তমান আর্য্যসন্তান-গণ বোধ হয় সে পক্ষে একেবারেই চেতনা রহিত বা চক্ষু থাকিতে অন্ধ। পূর্ব্বে আমাদিগের দেশে সমাজ-পদ্ধতি যে পরিমাণে দৃঢ়তর ছিল, এক্ষণে আবার ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রবল স্রোতে ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল প্রতাপে ততোধিক ছিন্ন ভিন্ন হইয়া একেবারে উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। উহার কোনরূপ প্রতিকার বিধান না হইলে আমাদিগের ভাবী উন্নতির আশা কোন ক্রমেই সম্ভবে না।

আধুনিক সভ্য-সম্প্রদায় যদি ভারতের অতীত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিতেন বা ইহার আদ্যোপান্ত ঘটনাবলীর কোনরূপ অনুসন্ধান রাখিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় ভারতীয় আর্য্যসমাজের কখনই এতাদৃশ শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইত না; এবং মাদৃশ স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তির অতি সঙ্কীর্ণ হৃদয়কেও ব্যথিত ও বিলোড়িত করিতে পারিত না। আহা! যে ভারতের পুরাবৃত্ত পাঠে মনুষ্যের লৌকিক জ্ঞান পরিপুষ্ট ও স্বাধীনতার ভাব প্রবল হয়; যাহার বিজ্ঞান পাঠে বহির্জগতের উপর মনুষ্যের সর্ব্বতোমুখী প্রভুত্ব জন্মে; যাহার দর্শন পাঠে অন্তর্জগতের উপর মনুষ্যের শক্তি প্রচুর পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হয়; এবং যাহার উচ্চতর গণিত শাস্ত্রের আলোচনায় বুদ্ধি বৃত্তি বিশেষরূপে পরিমার্জ্জিত হয়; এক্ষণে সেই ভারতের কি শোচনীয় অবস্থাই উপস্থিত হইয়াছে! বোধ হয়, "ভারত" নাম পৃথিবী হইতে একেবারেই লুপ্ত হইবে, এবং সংসর্গ দোষে ভারত-

বাসীরাও একেবারে বিনষ্ট হইবেন। যেদিকে নেত্রপাত করি, সেই দিকেই দেখি, যেন শৃগাল, গৃধিনী, শকুনী, কুক্কুরগণ বিকটমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভারতবাসীদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে; চতুর্দ্দিক ভারত সন্তানদিগের হাহাকার রবে আকুলিত হইতেছে, এবং বহুকালব্যাপী দাসত্বে তাহাদিগের দেহ, মন, একেবারে জর্জ্জরীভুত হইয়াছে। হায়! কিরূপে যে এই ভগ্নোৎসাহী ভারত সন্তানদিগের পুনরুদ্ধার সাধিত হইবে—কিরূপে ইহাঁরা প্রত্যেকে স্বাধীনতার মূল্য বুঝিতে পারিয়া আপনাদিগের প্রাকৃতিক স্বত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন—কিরূপে আপনাদিগের দুরবস্থা জানিতে পারিয়া তাহার দূরীকরণ সাধনে কৃতসংকল্প হইবেন, এবং কিরূপেই বা সমস্ত ভারতবাসী এক মতাবলম্বী ও এক পরামর্শানুযায়ী হইয়া স্বদেশের মঙ্গল-সাধন-ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিতে শিক্ষা করিবেন, তত্তাবৎ চিন্তা করিতে গেলে মন একেবারে নিরাশা-সাগরে নিমগ্ন হয়, চারিদিক অকুল পাথার দেখিতে হয়, হৃদয়গ্রন্থি সমস্ত শিথিল হইয়া পড়ে; বোধ হয় যে, ইহার উপায় নাই, ঔষধ নাই বা কোন প্রতীকারও নাই; কিন্তু যত্ন, পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষণায় না করিতে পারে এমন কি আছে? বড় বড় দুঃসাধ্য কার্য্যও সাধিত হইয়া থাকে! আমাদিগের ভারতমাতার উদ্ধার কি আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করিলে হইবে না? অবশ্যই হইবে—

১

"মিলে সবে ভারত সন্তান
একতান মন প্রাণ
গাও ভারতের যশোগান,

২

ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান?
কোন অদ্রি হিমাদ্রি সমান?

ফলবতী বসুমতী, স্রোতঃস্বতী পুণ্যবতী,
শত খনি রত্নের নিধান ॥
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয় ॥

৩

রূপবতী সাধ্বী সতী, ভারত ললনা,
কোথা দিবে তাদের তুলনা ?
শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিরতা,
অতুলনা ভারত ললনা ॥
হোক্ ....

৪

বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ,
বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন,
বাল্মীকি বেদব্যাস, ভবভূতি কালিদাস,
কবিকুল ভারত ভূষণ ॥
হোক্ ....

৫

বীর-যোনি এই ভূমি বীরের জননী,
অধীনতা আনিল রজনী,
সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির,
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি,
হোক্ ....

৬

ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ,
পৃথুরাজ আদি বীরগণ ?

ভারতের ছিল সেতু, যবনের ধূমকেতু,
আর্ত্তবন্ধু দুষ্টের দমন ॥
হোক্ ....
৭
কেন ডর ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,
যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়,
ছিন্ন ভিন্ন হীন বল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়?
হোক্ .... ”

শ্রদ্ধাস্পদ দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত এই স্বদেশানুরাগোদ্দীপক সুললিত সংগীতটীই অত্র প্রস্তাবের মূল এবং প্রস্তাব রচয়িতার বল, বুদ্ধি, সাহস ও একমাত্র আশ্রয়। ইহার আভ্যন্তরিক গুণাবলীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যদি আমাদিগের দেশীয় মহানুভবেরা উৎসাহিত হৃদয়ে তাঁহাদিগের মস্তিষ্কের কিঞ্চিৎ চালনা করেন, তাহা হইলে ভারতের বর্ত্তমান দুরবস্থার কোনরূপ উপশম নিশ্চয়ই হইতে পারে, সন্দেহ নাই। অতএব হে সুহৃদ্বর ভারত ভ্রাতাগণ! আপনারা আর অধিক কাল মোহনিদ্রায় অভিভূত না থাকিয়া যাহাতে আপনাদিগের পূর্ব্বপ্রচলিত সনাতনধর্ম্মের পুনঃ প্রবল প্রচার হয়—যাহাতে আপনারা সমস্ত ভারতবাসিদিগকে পরস্পর ভ্রাতৃভাবে বিলোকন করিতে শিখেন—যাহাতে আপনাদিগের আভ্যন্তরিক সমাজ দিন দিন দৃঢ় হইয়া তৎক্ষমতা পরিচালনে সক্ষম হয়—যাহাতে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ও সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত এই বিস্তীর্ণ ভারতস্থ জনগণ এক সহানুভূতি সূত্রে সম্বদ্ধ হইতে শিখেন; যাহাতে আপনারা সমস্ত আর্য্যবংশোদ্ভব সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী ভ্রাতাগণে এক মন, এক চিত্ত ও এক সমাজভুক্ত হইয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হয়েন—যাহাতে

ভারতভুমির পূর্ব্বাবস্থা শনৈঃ শনৈঃ উদ্ধার হইয়া আর্য্য নামের গৌরব পুনরায় পৃথ্বীতলে ব্যাপ্ত হইতে থাকে এবং যাহাতে এই সমস্ত কার্য্য অতি সুপ্রণালী সহকারে নির্ব্বাহ হইতে পারে, তত্তাবতের আলোচনায় ও যতদূর সম্ভব নিয়ম নিরূপণে আপনারা সকলে সমবেত হইয়া যথোচিত যত্নবান হউন; লোকালয় বিশেষে একটী মূল সমাজ এবং দেশে দেশে শাখা সমাজ সংস্থাপন করিয়া সামাজিক ক্রিয়াকলাপ সুচারুরূপে পর্য্যবেক্ষণ ও তদ্দ্বারা দেশের ও সমাজের নানাপ্রকার অভাব মোচন করিয়া আপনাদিগের বহুকালব্যাপী দাসত্বজীর্ণ কলেবরে প্রকৃত বলাগমের উপায় বিধান করুন; পরে ক্রমে ক্রমে কৃষি ও বাণিজ্য কার্য্যের উন্নতি দ্বারা আপনাদিগের অবস্থার পরিবর্ত্তন করুন; দর্শনাদি নানা শাস্ত্রালোচনায় ভারতের পূর্ব্ব ভাণ্ডারগৃহে যাইবার পথ উন্মুক্ত করুন; ভারতমাতার মাতৃভাষা শিক্ষা করিয়া বিলুপ্ত-প্রায় সংস্কৃত ভাষা সর্ব্বত্রে প্রচলিত করুন; যবন কৃত নানা উপদ্রবে যে সমস্ত বহুমূল্য পুস্তক অপহৃত ও বিলুপ্ত-প্রায় হইয়াছে, তত্তাবতের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করুন; এবং নানা মহতী কীর্ত্তি সম্পাদন ও অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতি নিরুপায় নিঃসহায় ব্যক্তিবর্গের হিতসাধন করিয়া আপনাদিগের দেশের ও জাতির বিলুপ্ত মহিমার যথাকথঞ্চিৎ উদ্ধার করিতে যত্নবান হউন; অবশেষে ভারতমাতার বর্ত্তমান ও ভুত ভবিষ্যৎ অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় ভারতবর্ষীয় আর্য্য-সমাজের পুনঃসংস্কার করিয়া ভারত মধ্যে একতা ও ভ্রাতৃভাব সংস্থাপন পুর্ব্বক ভারতমাতার প্রকৃত সন্তান বলিয়া সর্ব্বত্রে আত্ম নামের পরিচয় প্রদানে সক্ষম হউন। ইহাই অত্র প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং যতদূর সম্ভব তত্তাবতের উপায় নির্দ্ধারণেরও প্রস্তাবনা মাত্র।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা।

—————oo—————
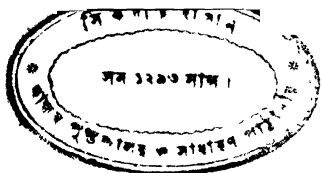
" ভারত-কিরণে জগতে কিরণ,
ভারত-জীবনে জগত জীবন,
আছিল যখন শাস্ত্র আলোচন,
আছিল যখন ষড়দরশন,
ভারতের বেদ, ভারতের কথা,
ভারতের বিধি, ভারতের প্রথা,
খুঁজিত সকলে, পূজিত সকলে,
ফিনিক্, সিরীয়, যুনানী মণ্ডলে,
ভাবিত অমূল্য মাণিক্য যথা।"
কবিতাবলী।

ভারতবাসী আর্য্যভ্রাতৃগণ! আপনারা একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া কেবল দাসত্বই জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র স্থির-উপায় জানিয়া দেশস্থ সমস্ত লোকে এক ভাবেই নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন; মনের অসীম গতিকে এক দাসত্ব কার্য্যেই আবদ্ধ রাখিয়াছেন; ভ্রমেও ভাবিতেছেন না যে, আপনারা কি ছিলেন, কি হইয়াছেন এবং পরিণামেই বা আপনাদিগের, আপনাদিগের দেশের এবং সমাজের কিরূপ অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইবে? আপনারা কেবল নিজ নিজ সুখান্বেষণেই ব্যস্ত; দেশের উন্নতির চেষ্টা করা যে মনুষ্য-জন্মের একটী নিতান্ত কর্ত্তব্য কার্য্য এবং তদ্দ্বারা যে সৃষ্টিকর্ত্তার নিয়ম রক্ষা, স্বদেশের ও স্বজাতির ধন, প্রাণ, ধর্ম্ম ও মান রক্ষা এবং পূর্ব্ব পুরুষদিগের গৌরব ইত্যাদি সমস্তই রক্ষা হইয়া থাকে, ইহা ত মনুষ্যমাত্রেই বিদিত আছেন! কিন্তু দেখিতেছি, আপনারা সে পক্ষে একেবারেই বিবেচনাশূন্য ও শিথিল-

যত্ন; এরূপ শিথিলতা বা নিরুৎসাহের কারণ আপনাদিগের আত্ম-বিস্মৃতি ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। মনুষ্যের অতীত অবস্থার পর্য্যালোচনাই বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতি-সাধনের একটী অতি সুগম পথ, কিন্তু আপনারা সে পথানুগমনে সম্পূর্ণ বিরূপ, ভ্রমেও সে পথে পদার্পণ করিতে ইচ্ছা করেন না! আপনারা যদি ভারতীয় পূর্ব্ব ঘটনাবলীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত বা কখন তাহার আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেন যে, আপনারা যথার্থই আত্ম-বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু হায়! ভ্রমেও ভাবিয়া দেখেন না যে, আপনাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা কতদূর সুসভ্য ও নীতিবিশারদ ছিলেন এবং কত বড় উচ্চ বংশে আপনাদিগের জন্ম! ভারতের পূর্ব্ব কীর্ত্তির অণুমাত্রও যদি আপনাদিগের স্মরণ পথে উদিত হইত এবং স্বর্গীয় মহাপুরুষদিগের কৃত ও সঞ্চিত শাস্ত্রাদির—আপনাদিগের পৈত্রিক সম্পত্তির—প্রতি যদি আপনাদিগের বিশেষ শ্রদ্ধা থাকিত, তাহা হইলে আর্য্যসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা কখনই এতদূর শোচনীয় হইয়া উঠিত না। আপনাদিগের জাতীয় চরিত্র সমভাবে সংরক্ষিত হইত; সামাজিক ক্রিয়াকলাপও পদ্ধতিক্রমে চলিয়া আসিত; আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা সভ্যতার উচ্চতম মঞ্চে যে কতদূর আরূঢ় হইয়াছিলেন তাহাও তৎসূত্রে বিলক্ষণ উপলব্ধি হইতে পারিত। কেবল এক দাসত্ব চিন্তায় মগ্ন থাকিয়াই আপনারা সে সমস্ত বিষয় হইতে একেবারে অপসৃত হইয়া রহিয়াছেন; এবং আপনাদিগেরই শিথিলতা প্রযুক্ত ভারত-চন্দ্রিমা দিন দিন মলিন ভাব ধারণ করিতেছেন।

পূর্ব্ব কালে আপনাদিগের এই হতভাগিনী ভারতমাতার অবস্থা এতাদৃশ মন্দ ছিল না। তৎকালে ভারতে রাজাও ছিল, রাজকার্য্যও অতি সুপ্রণালী সহ নির্ব্বাহ হইত। বিলাস-প্রিয় যবনাধিপতিগণের

অভ্যুদয়াবধিই ভারতের এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। ভারতের রাজা-দিগের ন্যায় প্রজাবৎসল শাসনকর্ত্তা বোধ হয় অদ্যাবধি পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন নাই; তাঁহারা প্রজার জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও প্রজারঞ্জন করিতেন। ভারতের তুল্য শাসনপ্রণালী জগতে আর হইবে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মহাভারতীয় সভা-পর্ব্বে দেবর্ষি নারদ রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্নচ্ছলে যে সকল রাজনৈতিক উপ-দেশ দিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় বিজ্ঞবর পাঠকবর্গ মধ্যে অনে-কেই পরিজ্ঞাত আছেন; প্রাচীন ভারতে রাজনীতি কতদূর উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই সমস্ত উপদেশই তাহার প্রকৃত পরিচয়। মুসলমান বা আধুনিক ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা আর্য্যেরা যে রাজ-নীতিতে বিজ্ঞতম ছিলেন, তাহাও ঐ সমস্ত উপদেশ পাঠ করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমক এবং আধুনিক ইউ-রোপীয়গণ কিম্বা অন্য কোন জাতিই এ পর্য্যন্ত তাদৃশী উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষীয় আর্য্য রাজারা যে অন্যান্য সকল জাতির অপেক্ষা অধিককাল আপনাদিগের গৌরব রক্ষা করিয়া-ছিলেন, ঐ রাজনীতিজ্ঞতাই তাহার এক প্রধান কারণ। যদিও আর্য্য রাজাদিগের পর্য্যায়ক্রমিক রীতিমত ইতিবৃত্ত নাই, তথাপি তাঁহা-দিগের কৃত কার্য্যের যে কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতেই আর্য্য-জাতির পূর্ব্ব গৌরবের অপরিসীম মহিমা জগতে চিরদিনের জন্য দেদীপ্যমান রহিবে। শ্রীরামচন্দ্রের প্রজানুরাগ, ভরতের নিঃস্বার্থতা, ভীষ্মের সারগ্রাহিতা, যুধিষ্ঠিরের সত্যনিষ্ঠা, ভীমার্জ্জুনের বীরত্ব, কর্ণের উদারতা ও দানশীলতা, বাল্মীকির কোমল প্রকৃতি, বশিষ্ঠের ক্ষমা এবং শঙ্করাচার্য্যের তপোপ্রভাব ইত্যাদি ভারতবাসী মাত্রেরই হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত রহিয়াছে, কখনই বিলুপ্ত হইবার নহে। মগধাধিপতি রাজা চন্দ্রগুপ্তের বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া দেখিলে বোধ

হয় অনেকেই জানিতে পারিবেন যে, তৎসমসাময়িক অন্যান্য সুবি-খ্যাত প্রতাপশালী রাজাদিগের অপেক্ষা তিনি কোন অংশেই নিকৃষ্ট ছিলেন না। আকবরসাহ সমস্ত উত্তর ভারত একচ্ছত্রী করিয়া "দীল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" বলিয়া জনসমাজে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় তাঁহাকে দুর্দ্ধর্ষ গ্রীক্ জাতির হস্ত হইতে স্বদেশোদ্ধার করিতে হয় নাই। চন্দ্রগুপ্ত আলেক্জণ্ডরের বিজিত ভারতাংশের পুনরুদ্ধার করিয়া তক্ষশিলা হইতে তাম্রলিপ্তি পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়া মহতী-কীর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইহাঁর নিকট ভুবনবিখ্যাত যবন রাজা-ধিরাজ 'সিলিউকস্'ও এক সময়ে লাঘব স্বীকার করিয়াছিলেন।

নেপোলিয়ান্, ওয়েলিংটন প্রভৃতি ইউরোপীয় যোদ্ধাদিগের নাম শুনিয়া আপনারা 'কতই আশ্চর্য্য বোধ করেন, কিন্তু যদি ভাবিয়া দেখেন তাহা হইলে ভীম, অর্জ্জুন আদি মহা মহা বীরেরা যে তাঁহা-দিগের অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। আপনারা যে নিউটন ও গালিলিওর নামের একান্ত ভক্ত, ভাস্করাচার্য্য, আর্য্যভট্ট, বরাহ, মিহির ও ব্রহ্মগুপ্তের অপেক্ষা তাঁহারা কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ নহেন। যে সেক্সপিয়র, মিল্টনের প্রশংসা করিতে আপনারা গদগদ, বোধ হয় তাঁহারা বাল্মীকি, কালিদাস, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি কবিদিগের নিকট দাঁড়াইবার যোগ্য নহেন। মহাকবি কালিদাস প্রণীত শকুন্তলার তুল্য সুপ্রসিদ্ধ নাটক বোধ হয় পৃথিবীর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। মহাত্মা সার উইলিয়ম জোন্স্ উক্ত গ্রন্থের ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গকে রস-ভাবা-লঙ্কারাদি পরিপুরিত অমৃতময় সংস্কৃত ভাষানুশীলনে প্রবর্ত্তিত করেন, এবং সেই অবধিই সংস্কৃত ভাষার প্রতি ইউরোপীয়দিগের শ্রদ্ধা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। ইংরাজি অনুবাদ দৃষ্টে অচির-

কাল মধ্যেই শকুন্তলার অনুবাদ ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মাণিক, ডেনিস্, সুইডিস্ ও ইতালিক প্রভৃতি ভাষায় প্রচারিত হইয়া সমুদায় ইউরোপখণ্ড শকুন্তলার সৌন্দর্য্যে একেবারে বিমোহিত হইয়া রহিয়াছে! সুবিখ্যাত জার্ম্মাণ কবি গেটী (Gœthe) "ইতালিদেশ ভ্রমণ" নামক তদীয় গ্রন্থে শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছেন,—শকুন্তলে! একমাত্র তোমার নাম উচ্চারণ করিলেই বসন্তের ফুল, অসময়ের ফল প্রভৃতি জগতে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মনোহর সকলই বুঝায়। শকুন্তলা পাঠ করিয়া ইউরোপীয় ইতিহাসবেত্তা, শব্দ-শাস্ত্রজ্ঞ ও দার্শনিক পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, যে ভাষা শকুন্তলারূপ অমূল্যরত্ন প্রসব করিয়াছে, সে ভাষার অভ্যন্তরে যে অনন্ত রত্ন নিহিত আছে তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সার উইলিয়ম জোন্স্ বলেন,— "More pure than Greek and more copious than Latin." এবং এরূপ অনন্তরত্নের আকর স্বরূপ সংস্কৃত ভাষার প্রগাঢ় অনুশীলনে যে জগতের মঙ্গল সাধিত হইবে তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগের দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছে। অতএব হে ভারতবাসী আর্য্যভ্রাতৃগণ! এরূপ অমৃতময় সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনে আপনারাই বা কেন নিরস্ত থাকেন? ইহা আপনাদিগেরই মাতৃভাষা! ইহার একমাত্র শকুন্তলা গ্রন্থের অনুবাদেই দেখুন, সমস্ত ইউরোপখণ্ড একেবারে মোহিত হইয়া রহিয়াছে, এবং ইহারই জন্য আপনাদিগের খ্যাতি দেশ বিদেশে অদ্যাবধি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট ও প্রাচীনভাষা জগতে আর দ্বিতীয় নাই। যখন এই সংস্কৃত ভাষানুশীলনশীল আর্য্যেরা জ্ঞান ও সভ্যতায় জগৎ সমুজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন, তখন অধুনাতন ইউরোপীয় সভ্যজাতিরা চীরধর হইয়া বনে বনে ভ্রমণ, বৃক্ষের বল্কল পরিধান ও বন্যপশুর আম-মাংস ভক্ষণ দ্বারা জীবন ধারণ করিতেন। তাঁহাদিগের সভ্যতার প্রবর্ত্তক

গ্রীক্ ও রোমীয়েরা তখন কেবল জ্ঞান ও সভ্যতা সোপানে পদার্পণ করিতেছিলেন মাত্র ! অতএব এতাধিক প্রাচীন ভাষার অনুশীলন যাহাতে বহুল পরিমাণে প্রচলন হয়, তৎপক্ষে আপনারা বিশেষ মনোযোগী হউন, ইহাতে আপনাদিগেরও মঙ্গল এবং দেশের ও জাতিরও সম্পূর্ণ মঙ্গল। পরকীয় ভাষা অপেক্ষা ইহাতে জ্ঞান ও সভ্যতা অধিকতর পরিবর্দ্ধিত হইবে, সন্দেহ নাই। আজ কাল এদেশে যে প্রণালীতে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন হইতেছে উহা নিতান্ত অর্থকরী বলিতে হইবেক।

ইউরোপীয় সমস্ত ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় খনা, লীলাবতীর তুল্য একটীও স্ত্রীলোক পাওয়া যায় না। ভারতের মনোবিজ্ঞান ও ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত পৃথিবীর কোন দেশেরই তুলনা হয় না। ভারতের এক ষড়দর্শনের নিকট সমস্ত দেশের মনোবিজ্ঞান খর্ব্ব হইয়া রহিয়াছে। ভারতের ভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় যে ব্যাকরণশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে, যাহা পাঠ করিলে একেবারে সমগ্র ভাষার উপর ব্যুৎপত্তি জন্মে, এপর্য্যন্ত আর কোন ভাষায় কখন সেরূপ ব্যাকরণ হয় নাই ; এক পাণিনিই তাহার উত্তম দৃষ্টান্ত। মনুর বৈষয়িক ও রাজনৈতিক আইনের মত আইন প্রায় কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। (সার উইলিয়ম জোনস্ সাহেবের মতে প্রায় ৩১০০ বৎসর গত হইল মনুসংহিতা লিখিত হইয়াছে।) ভারতবাসী আর্য্যদিগের মত ধর্ম্মপরায়ণ পৃথিবীতে আর জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। ধর্ম্ম ও পুণ্যের জন্য তাঁহারা সর্ব্বস্বান্ত হইলেও কদাচ বিপথগামী হইতেন না। বলিরাজা দান করিয়া পাতালে গিয়াছিলেন ; শ্রীরামচন্দ্র মাতৃ পিতৃ আজ্ঞা পালনার্থ রাজ্য ত্যাগ পূর্ব্বক বনবাসী হইয়াছিলেন ; রাজা যুধিষ্ঠির সত্য নিষ্ঠার জন্য কতই না ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন ; ভীষ্ম পিতৃসন্তোষের কারণ রাজ্যত্যাগী এবং দারপরিগ্রহেও

পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন ; এরূপ কত সহস্র উদাহরণ আছে, যাহার উল্লেখ এস্থলে অনাবশ্যক।

ডফ্ সাহেব যে দিবস কলিকাতা মহানগরীতে তাঁহার স্কুল স্থাপনা করেন, সে দিবস বক্তৃতা করেন যে, "তোমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা এককালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের অপেক্ষা অনেক গুণে সভ্য ও বিদ্বান্ ছিলেন, সে সময়ে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এদেশের বাঘ ভালুকের ন্যায় বনে বনে বেড়াইতেন ; এখন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা তোমাদিগের অপেক্ষা অনেক বিদ্যালাভ করিয়াছি ইত্যাদি।" এলফিনষ্টোন্ প্রণীত ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত শ্রীযুক্ত কাওয়েল সাহেব সটীক প্রকাশ করিয়াছেন, উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে যে, সেকেন্দরসাহের সমভিব্যাহারে আরিয়ান্ নামক জনৈক গ্রীক্ পণ্ডিত ভারতবর্ষে আগমন করেন, তিনি তাঁহার প্রণীত "ইণ্ডিকা" নামক পুস্তকে এতদ্দেশীয় লোকের চরিত্র সম্বন্ধে অনেক প্রশংসা করিয়াছেন ; তিনি বলেন যে, "ভারতবাসীগণ আসিয়ার অন্যান্য জাতির অপেক্ষা অধিকতর সাহসী।" উক্ত পুস্তকের দ্বাদশ অধ্যায়ে স্পষ্টই লেখা আছে যে, "কোন ভারতবাসীকে কখন মিথ্যা বলিতে দেখা যাইত না" ইত্যাদি। এরূপ স্থলে হতভাগ্য ভারতবাসী আর্য্য-বান্ধবগণ যে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম, গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব একেবারে বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছেন, এবং দিন দিন ভারতের পূর্ব্বকীর্ত্তি সমস্ত লোপ পাইতেছে দেখিয়াও নিশ্চিন্তভাবে কাল অতিবাহিত করিতেছেন, ভ্রমেও ভাবিয়া দেখিতেছেন না যে, দেশের ও সমাজের দশা কিরূপ হইতেছে বা হইবে, সে সমস্ত কেবল তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ মূঢ়তা ও চিরজীবন কষ্ট ভোগ করিবার হেতু। ইহাঁরা সংসারের মধ্যে দাসত্ব কার্য্যই সার জানিয়াছেন, এবং তাহারই অনুরোধে পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকের কৃপা-পাত্র হইয়া রহিয়াছেন। এই ভার-

তের ধন লইয়া কত শত বিদেশীয় জাতি তাহাদিগের দেশকে উন্নত করিয়া পৃথ্বীতলে মান্য, গণ্য ও ধন্য হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু ইহাঁরা সেই ফলবতী রত্নগর্ভা ভারতমাতার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াও নিজ নিজ জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য নিতান্ত পরপ্রত্যাশী হইয়া বিদেশীয়-দিগের উপর আত্মসমর্পণ পুর্ব্বক মনুষ্য জন্মের সমস্ত চিন্তা হইতে অবসর লইয়া বসিয়া আছেন!

অস্মদ্দেশে ইদানীন্তন পাশ্চাত্য বিদ্যা ও পাশ্চাত্য সভ্যতাসহকারে যাহা কিছু জ্ঞান সমুদ্ভুত ও পুরাবৃত্ত পাঠ সাধিত হইতেছে, তদ্দারায় জানিতে পারা যায় যে, ইজিপ্ট অর্থাৎ মিশর দেশ ও ফিনিসিয়া, তৎপরে গ্রীস্ এবং তদনন্তর রোম প্রভৃতি রাজ্য ক্রমশঃ সভ্যতা ও বাণিজ্যাদি বিষয়ে বিখ্যাত হইয়াছিল, কিন্তু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে উক্ত ইতিহাসাদি কিছুই বলিতে পারে না। উহা আধুনিক ইতিবৃত্ত মাত্র; প্রাচীন ভারতের কথা কি জানিবে? বস্তুতঃ এদেশীয় আর্য্যশাস্ত্র, আর্য্যজাতির ইতিবৃত্ত, ভাষা ও বিজ্ঞানাদি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ভারতের অপেক্ষা পুরাতন সভ্য-সমাজ জগতে আর ছিল কি না সন্দেহ। যখন মহাত্মা বেদব্যাস বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করেন, তখন কতকগুলি তারকা নভোমণ্ডলের যে নিরূপিত স্থানে অবস্থিত ছিল, তত্তাবতের বর্ত্তমান গতি ও অব-স্থিতি স্থান গণনায় ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতদিগের মতে তৎ-কাল হইতে চারি সহস্র বৎসরের অধিককাল গত হইয়াছে; তাহাতে খ্রীষ্ট জন্মিবার দ্বিসহস্রাধিক বৎসর পুর্ব্বে যে বেদ উক্ত চারিভাগে বিভক্ত হইয়া ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব নামে খ্যাত হইয়াছে তৎপক্ষে সন্দেহাভাব। অতএব আধুনিক ও পুরাতন প্রমাণ দ্বারা বিধিমতে প্রতীত ও প্রতিপন্ন হইবে যে ভারতমাতার যৌবনাবস্থায় অপরাপর বহু পুরাতন রাজ্যাদির উৎপত্তিও হয় নাই, বোধ হয় জঙ্গলাচ্ছাদিত

হইয়া তত্তাবৎ রাজ্য পশু পক্ষীর আবাসস্থান ছিল মাত্র। অতএব ভারতবর্ষের পূর্ব্বাবস্থার সভ্যতা, ভব্যতা, সামাজিকতা, বাণিজ্যের উন্নতি, * রাজনীতিতে পারদর্শীতা, জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা এবং দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলন ইত্যাদি বিষয়ে কি লিখিতে চেষ্টা করিব? প্রত্যুত তদ্বিষয়ে লেখনী চালনা করিতে গেলে ইহা একখানি দীর্ঘাকার পুস্তকে পরিণত হয়; সুতরাং ভারতবর্ষ যে সর্ব্বপ্রাচীন ও এই স্থানেই সভ্যতা ও সামাজিকতা সর্ব্বাগ্রে প্রচলিত, এবং বাণিজ্য ব্যবসায়ের সম্যক্ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহা সর্ব্ব প্রকারেই অনুমোদনীয়।

আধুনিক ইতিবৃত্ত লেখকদিগের মতে ফিনিসীয়া ও মিশর আদি দেশেই সভ্যতা ও বাণিজ্যের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল, গ্রীকেরা তাহাদিগের হইতে সভ্য ও জগন্মান্য হইয়াছিলেন। গ্রীক্দিগের সভ্যতা ও বিদ্যা শিক্ষা করিয়া রোমরাজ্যের উন্নতি এবং বিস্তৃতি সাধন হইয়াছিল। ইংলণ্ড তৎকালে ঘোর অসভ্যতা তিমিরাবৃত। কালচক্রে সেই জগদ্বিখ্যাত রোমরাজ্যের অধঃপতন ও শোচনীয় ধ্বংশের পর ব্রিটীস সৌভাগ্য-সূর্য্যের অভ্যুদয় আরম্ভ হইল। ব্রিটনবাসিরা সেই আলোকে আপনাদিগের অন্ধকার বিদূরিত করিয়া ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যে ইংলণ্ডীয়গণ অল্পকাল পূর্ব্বে ঘোর অসভ্যাবস্থায় কালযাপন করিতে

---

* মান্যবর শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদিত— "Mookerjee's Magazine" নামক মাসিক পত্রিকা মধ্যে "A voice for the Commerce and Manufactures of India" প্রস্তাবটী পাঠ করিলে প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যাদি সম্বন্ধে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। "Rajasthan" by Colonel Todd and "Isis Unveiled" by Madam H. P. Blavatsky, প্রভৃতি ইংরাজী গ্রন্থেও ভারতের পূর্ব্ব গৌরব-বৃত্তান্ত যথেষ্ট লিখিত আছে।

ছিলেন; তাঁহারাই আবার এক্ষণে নিজ নিজ বুদ্ধি ও বিদ্যাবলে এবং উদ্যম, একতা, সাহস ও অধ্যবসায়ের গুণে, বাণিজ্য ও রণতরির প্রবল প্রতাপে জগন্মান্য এবং করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপাকণায় আমাদিগের অধীশ্বর হইয়া ভারতসাম্রাজ্য শাসন করিতেছেন, এবং তৎসহ আমাদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থার প্রতি করুণা-কটাক্ষ করিয়া ক্রমশঃ আমাদিগকে তাঁহাদিগের ভাষায় শিক্ষিত ও অন্যান্য প্রকারে সুসভ্য করিতেছেন। কাল-মাহাত্ম্যে ইংরাজেরা জগৎ মধ্যে সর্ব্বপ্রকারেই শ্রেষ্ঠ ও মান্য গণ্য হইয়া উঠিতেছেন, এবং আমরা দিন দিন হীন হইয়া নিতান্ত দীনভাবে তাঁহাদিগের পদ সেবায় অহরহঃ নিযুক্ত রহিয়াছি। প্রাণান্তেও মস্তিষ্কের চালনা করিব না; বর্ত্তমান দুরবস্থা অপনোদনের চেষ্টা পাইব না; দেশীয় পূর্ব্ব ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিব না; পূর্ব্বপুরুষদিগের কৃত শাস্ত্রাদির আলোচনায় বা তত্তাবতের উদ্ধার সাধনে যত্নশীল হইব না; এক সমাজভুক্ত ভ্রাতৃগণে পরস্পর সখ্যভাব অবলম্বন করিব না; তবে আমাদিগের অবস্থা দিন দিন হীন ব্যতিরেকে আর কি হইবার সম্ভাবনা? আপনাদিগেরই অমনোযোগিতা প্রযুক্ত আপনারা বিধিমতে বিনষ্ট হইতেছি ও বিদেশীয়দিগের শরণাগত হইয়া কায়-ক্লেশে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপরে যাহা কিছু লিখিত হইল, তাহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, ভারতীয় স্বর্গবাসী আর্য্যমহাত্মারা এ জগতে সভ্যতা, বিদ্যা ও বাণিজ্যাদি বিষয়ে যেরূপ উন্নতি করিয়া গিয়াছেন, তদ্রূপ আর কোন কালে কোন দেশে হইবে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ফলতঃ ভারতই এ জগতে সভ্যতা মার্গের নেতা, এবং এই ভারতভূমিই জগতের সমস্ত সুখের আকর স্থান; এই ভারতই সভ্যতা, ভব্যতা, সামাজি-

কতা, বিদ্যা ও বাণিজ্য ইত্যাদি সাংসারিক সমস্ত সুখকর বিষয়ের আদি উৎপত্তি স্থান; এবং ইহারই রীতি নীতি শিক্ষা করিয়া অপরাপর বহু সংখ্যক রাজ্য বা প্রদেশ সভ্য বলিয়া জনসমাজে পরিগণিত। অতএব হে সুহৃদ্বর ভারত ভ্রাতৃগণ! আপনারা আর নিশ্চিন্ত ভাবে বৃথা কালাপহরণ না করিয়া যাহাতে ভারতের পূর্ব্বাবস্থা পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হয় তৎপক্ষে সকলে সমবেত হইয়া যত্নবান হউন। এই রত্নগর্ভা ভারতমাতার প্রিয় সন্তান হইয়া, মাতৃ ধনে সন্তুষ্ট থাকিয়া, দেশীয় বহু পুরাতন শাস্ত্রাদির মত শিরোধার্য্য করিয়া, এই সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীকে আর্য্যগৌরবে পুনরায় গৌরবান্বিত করিতে বিধিমতে চেষ্টা ও যত্ন করুন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন যে, আপনাদিগের তুল্য সুসভ্য, নিষ্ঠাপর, মর্য্যাদাসম্পন্ন, বিনয়ী ও ধর্ম্মপরায়ণ জাতি জগতে আর দ্বিতীয় নাই। এইরূপে সমস্ত আর্য্যজাতি একমতাবলম্বী হইয়া চলিতে পারিলে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা একতাও অচিরাৎ আসিয়া আপনাদিগকে আশ্রয় দিবেন সন্দেহ নাই। অধুনা দেশীয় শাস্ত্রাদির রীতিমত আলোচনা না থাকাতে অনেকেই তাহার গুরুত্ব না বুঝিয়া ভাবিয়া থাকেন যে, সে সমুদয় কতকগুলা সেকেলে পুরাতন ও সামান্য সামাজিক মত ব্যতীত আর কিছুই নহে, অথবা ঊনবিংশতি শতাব্দীর সভ্যসমাজের একেবারেই অনুপযুক্ত! এরূপ স্থলে ভারতীয় আর্য্যসমাজের যে দিন দিন অবনতি হইবে, আশ্চর্য্য কি? পরকীয় ভাষায় কিঞ্চিন্মাত্র অধিকার হইতে না হইতেই স্বদেশীয় ভাষার প্রতি অশ্রদ্ধা এবং শাস্ত্রাদির অনুসন্ধান বা চর্চ্চা না রাখিয়াই তত্তাবতের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করা এখন এদেশীয় লোকদিগের এক প্রকার স্বভাবসিদ্ধ ও সংক্রামক রোগস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে! এরূপ অবস্থায় ইহাঁদিগের দেশের উন্নতি বা সমাজের পুনঃসংস্কার হওয়া নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে! কিন্তু যাহাই হউক

সাধারণের সাহায্য, অধ্যবসায় ও আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলে এরূপ সুমহৎ ব্যাপার যে একেবারে অসম্পাদ্য থাকিবে, তাহাও বলা যাইতে পারে না।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের বর্ত্তমান অবস্থা।

পূর্ব্বকালে ভারতবাসী আর্য্যগণ যেরূপ দেশ বিদেশে খ্যাত ও জনসমাজে পূজনীয় হইয়াছিলেন, এবং যাঁহাদিগের নাম ও গৌরব অদ্যাবধি জগতে জাগরূক রহিয়াছে, বর্ত্তমানে আবার সেই সমস্ত মহামান্য মহাত্মাদিগেরই বংশধরগণের হীনবুদ্ধিতা প্রযুক্ত তাঁহাদিগের সেই অকলঙ্ক নামে কলঙ্কারোপ হইতে আরম্ভ হইয়া ভারতের যে কতই অনিষ্ট সাধন হইতেছে, তাহা বর্ণনাতীত। স্বর্গীয় মহাপুরুষদিগের বল, বীর্য্য ও শৌর্য্যের কথা স্মরণ করিতে গেলে বর্ত্তমান মহাত্মারা যে তাঁহাদিগেরই বংশধর এরূপ কখনই বিবেচিত হয় না; কেন না, পৈতৃক গুণের শতাংশের একাংশও যদি ইহাঁদিগের শরীরে বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে কখনই ভারতের এতদূর শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইত না। ইহাঁদিগের গুণের মধ্যে ভারতমাতার সন্তান বলিয়া মাতার ন্যায় সহিষ্ণুতা গুণটুকু বিলক্ষণ জন্মিয়াছে। ভারতমাতা যেরূপ অটলভাবে বিবিধ বিদেশীয় জাতির উপদ্রব ক্রমাগত সহ্য করিয়া আসিতেছেন, ইহাঁরাও তদ্রূপ অধীনতার ভার

পুরুষানুক্রমে বহন করিয়া পরাধীন ও পরপ্রত্যাশী হইয়া কষ্টে সৃষ্টে দিনপাত করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে কিছুমাত্র লজ্জিত বা ক্ষুব্ধ না হইয়া বরং তাহারই জন্য লালায়িত এবং তাহাতেই দেহ, মন ও প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া নিজ নিজ সুখাভিলাষে ব্যস্ত রহিয়াছেন। আত্ম সুখে রত থাকাই ইহাঁদিগের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, এবং স্বার্থপরতাই ইহাঁদিগের অঙ্গের আভরণ; দেশের ও সমাজের অবস্থা ভালই হউক বা মন্দই হউক, সে পক্ষে ইহাঁরা একেবারেই অন্ধ। ইহাঁরা যদি স্বার্থপরতা, অনুদারতা ও স্বেচ্ছাচারীতা দোষে দূষিত না হইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বর্ত্তমান সভ্য জগতের অগ্রগণ্য হইতেন! অতএব যতদিন পর্য্যন্ত এদেশীয় লোকদিগের মন হইতে উক্ত কতিপয় দোষ দূরীভূত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত এদেশের মঙ্গলোদয় কোন প্রকারেই সম্ভবনীয় নহে। সাধারণের শুভাকাঙ্ক্ষী যে জাতি, তাহারাই ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করিতে সমর্থ হয়, এবং এ জগতে তাহারাই ধন্য। বর্ত্তমান ব্রীটিস রাজপুরুষগণ এ বিষয়ের যথার্থ উপমা স্থল।

অধুনাতন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, বর্ত্তমান রাজকীয় ভাষার অনুশীলনে ভারতবাসীগণ দিন দিন সভ্যতার সোপানে অধিরূঢ় হইতেছেন ও তৎসহ দেশেরও বিলক্ষণ উন্নতি হইতেছে। কিন্তু হায়! কালসহকারে সকলই বিপরীত দেখা যাইতেছে। ভারতের আদিমবাসীদিগের তুল্য সভ্যজাতি কি আর কুত্রাপি ছিল? না অদ্যাবধি হইয়াছে? যাঁহারা যতই সভ্য হউন না কেন, সকলই এই হতভাগ্য ভারতবাসী আর্য্য জাতিদিগের অনুকরণ মাত্র! এদেশের পক্ষে সভ্যতা যে এক নূতন সৃষ্টি, তাহা কখনই নহে; বরং আধুনিক সভ্যতার প্রচলনে এদেশের যথেষ্ট অনিষ্টই ঘটিতেছে। অভক্ষ্য ভক্ষণ, অপেয় পান ইত্যাদি

যাহা কিছু সমাজ ও ধর্ম্মবিগর্হিত জুগুপ্সিত ব্যাপার তাহাই আধুনিক সভ্যতার পরিচায়ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে! এবং যাঁহারা স্বদেশের ও সমাজের গৌরব সাধন করিতে সক্ষম, তাঁহাদিগেরই কর্ত্তৃক নানা ঘৃণিত কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে; অতএব আধুনিক সভ্যতা প্রকৃত প্রস্তাবে সভ্যতাই নহে। ইহাই আমাদিগের দেশ ও সমাজ নাশের মূলীভূত কারণ। আজ কাল মদগর্ব্বিত ধনশালী যথেচ্ছাচারী ব্যক্তি-গণই বর্ত্তমান সভ্যসমাজের সভ্য বলিয়া পরিগণিত।

ইংরাজী শিক্ষা ও আচার ব্যবহার, রীতি নীতি ইত্যাদি প্রচলিত হওয়াতে এদেশের সর্ব্ববিষয়ে যে বিশেষ উপকার হইয়াছে, এমত কখনই বলা যাইতে পারে না। কতকগুলি বিষয়ে উপকার দর্শিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে বহুল অনিষ্টও ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। যে সকল উপকার হইয়াছে, তাহা না হইলেও আমাদিগের সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহিত হইতে পারিত, কিন্তু যে সকল অপকার হইয়াছে ও হইতেছে তাহাতে আমাদিগকে প্রায় সংসারের অনুপযুক্ত করিয়া তুলিতেছে! সাহেবেরা যদি এদেশে না আসিতেন, ইংরাজী শিক্ষা-প্রণালী যদি বিস্তারিত না হইত, ইংরাজী আচার ব্যবহার যদি এদেশীয়দিগের হৃদয় অধিকার না করিত, শিক্ষা বিধান যদি বর্ত্তমান প্রণালীতে প্রচলিত না হইত, এত বিচারালয় যদি স্থাপিত না হইত, এবং বাণিজ্য কার্য্য যদি এত অধিক পরিমাণে প্রচলিত না হইত, তাহা হইলে এত অল্প কাল মধ্যে আমাদিগের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় এত অবনতি বোধ হয় কখনই হইত না। দেশের উন্নতি সম্বন্ধে আমাদিগের নব্য সভ্য সম্প্রদায়ে যাহা কহিয়া থাকেন, তাহা বোধ হয় তাঁহাদিগের নিতান্ত ভ্রম! কেন না, যে ভারত এক সময়ে আর্য্যজাতির প্রদীপ্ত প্রতিভার বিলাসভূমি; রাম, ভার্গব, ভীম ও অর্জ্জুনাদি মহা মহা বীরের বিচিত্র বীর্য্য প্রদর্শনাঙ্গন;

ব্যাস, বাল্মীকি ও কালিদাস, ভবভূতির কবিত্ব-সরোজ-সরোবর; শঙ্কর, ভাস্করের ক্রীড়াস্থল; মনু, পরাশর ও বুদ্ধ চৈতন্যের জন্ম-ভূমি; লীলাবতীর ন্যায় রমণী-কুসুমের লীলা স্থল; বেদের জননী এবং সমস্ত মানবকুলের উপদেশ-দাত্রী ও জগতের আরাধ্যা বলিয়া খ্যাত ছিল, এক্ষণে কি তৎপরিবর্ত্তে অনৈক্য, পরাধীনতা, মূর্খতা, নাস্তিকতা, ভীরুতা, ধর্ম্মবিপ্লবতা, যথেচ্ছাচারিতা ও অপরিণামদর্শীতা ইত্যাদি সেই হতভাগ্য ভারতের উন্নতির নিদর্শন স্বরূপ? না,পাশ্চাত্য সভ্যতা সহকারে স্বেচ্ছাচারই তাহার উৎকর্ষ সাধনের সোপান? অতএব কিরূপে যে দেশের উন্নতিসাধন হইতেছে বলিয়া তাঁহাদিগের মনোমধ্যে প্রতীতি জন্মিয়াছে, কিছুই বলিতে পারি না! বরং বর্ত্তমান রাহুর গ্রাসে ভারতচন্দ্রিমার প্রতিভা দিন দিন হ্রাস হইয়া একেবারে তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে! ভারতের অধিবাসীরা ক্রমে ছোট বড় সকলেই অধীনতাশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া হাহাকার রবে ক্রন্দন করিতেছেন। রাজাই হউন বা বাদ্সাহই হউন, সকলেরই সুখসূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে; জীবন এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত পরহস্তে নির্ভর করিতেছে; কোনরূপে কাহারও মস্তক উত্তোলন করিবার সামর্থ্য নাই; এবং বার ভূতে দেশ লুণ্ঠন করিতেছে, কাহারও কিছু বলিবার বা করিবার ক্ষমতা নাই।—

"দিনের দিন, সবে দীন, ভারত হয়ে পরাধীন।
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা জ্বরে জীর্ণ,
অনশনে তনু ক্ষীণ॥

সে সাহস বীর্য্য নাহি আর্য্যভূমে,
পূর্ব্ব গর্ব্ব সর্ব্ব খর্ব্ব হলো ক্রমে,
চন্দ্র সূর্য্য বংশ অগৌরবে ভ্রমে,
লজ্জা রাহু মুখে লীন্।

অতুলিত ধন রত্ন দেশে ছিল,
যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল,
কেমনে হরিল কেহ না জানিল.
এম্নি কৈল দৃষ্টি হীন।

তুঙ্গদ্বীপ হতে পঙ্গপাল এসে,
সার শস্য গ্রাসে, যত ছিল দেশে,
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভুষি শেষে,
হায় গো রাজা কি কঠিন ॥"

হরিশ্চন্দ্র নাটক।

ভারতের প্রত্যেক নগর হইতে প্রতি মাসে অসংখ্য অসংখ্য মুদ্রা দেশান্তরে প্রেরিত হইতেছে। ক্ষুদ্র সূচিকা ও সামান্য দীয়াশলাই হইতে পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত সমস্ত আবশ্যকীয় গৃহ-সামগ্রী বিদেশ হইতে আসিতেছে, এবং সেই সমস্ত দ্রব্যাদির জন্য সম্পূর্ণ পরপ্রত্যাশী হইয়া হতভাগ্য ভারতবাসীদিগকে প্রতিদিন কোটী কোটী মুদ্রা বিদেশীয়দিগের চরণে অঞ্জলি প্রদান করিতে হইতেছে।

"ছুঁই সূতা পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে,
দীয়াশলাই কাটি, তাও আসে পোতে,
প্রদীপটী জ্বালিতে; খেতে, শুতে, যেতে,
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন॥"

হরিশ্চন্দ্র নাটক।

আবার এদিকে ভারতের শিল্পী ও কৃষকেরা অন্নাভাবে তনু ত্যাগ করিতেছে; মধ্যশ্রেণীর ভদ্র সন্তানেরা আধুনিক সভ্যতার চাল চলন রক্ষা করিতে গিয়া ক্রমে দারিদ্রভরে রসাতলে যাইতেছেন; উচ্চশ্রেণীভুক্ত মহোদয়গণ রাজভক্তি প্রদর্শনে এবং রাজপুরুষদিগের তুষ্টিবিধানে প্রচুর পরিমাণে অর্থব্যয় করিয়া ক্রমে কৌপীন্ সার

হইতেছেন; এবং সর্ব্বোপরি দেশীয় আচার ব্যবহার, রীতি, নীতি ও ধর্ম্ম কর্ম্মের লোপ হইয়া আর্য্যসমাজ একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে। হায়! যে ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা এক সময়ে আপনাদিগের বীরদর্পে মেদিনী বিকম্পিত করিয়াছিলেন,—যাঁহাদিগের দর্শন, যাঁহাদিগের বিজ্ঞান, যাঁহাদিগের সাহিত্য, যাঁহাদিগের গণিত এবং যাঁহাদিগের জ্যোতিষ শাস্ত্রাদি উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক এখনও পর্য্যন্ত জগতের বিস্ময়োদ্দীপক হইয়া রহিয়াছে, সেই আর্য্যজাতির বংশধরগণ এক্ষণে ম্লেচ্ছ কর্ত্তৃক পরাভুত হইয়া ও ম্লেচ্ছদিগের সংসর্গাধীনে থাকিয়া কতই যে ক্লেশ ভোগ করিতেছেন, তাহা বলিতে গেলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। দাসত্ব ও অপমান এক্ষণে ইহাঁদিগের অঙ্গের আভরণ এবং শ্বেতপুরুষদিগের চরণরেণু ইহাঁদিগের শিরোভূষণ স্বরূপ হইয়াছে। ইহাঁরা এক্ষণে জীবন্মৃতবৎ হইয়া 'ঈশ্বরের দোহাই' দিয়া কায়-ক্লেশে দিনাতিপাত করিতেছেন, এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া উচ্চাভিলাষের আশা একেবারেই পরিত্যাগ করিয়া বসিয়া আছেন! কোনরূপে দেশের বা সমাজের জন্য দায়ী থাকিতে বা হইতে ইচ্ছা করেন না। সকলেই আপন আপন কার্য্যে বিব্রত। অতএব এরূপ স্থলে ভারতের মঙ্গল যে কি প্রকারে সাধিত হইবে, তাহা বলিতে পারি না। তবে যদি কখন পূর্ব্বপুরুষদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, উৎকর্ষ, ধর্ম্ম, মহত্ব, পদ, মান, সম্ভ্রম, শৌর্য্য, বীর্য্য, গৌরব, খ্যাতি এবং কীর্ত্তি ইত্যাদি স্মরণ করিয়া ভারতবাসী অচেতন আর্য্যসন্তানগণের হৃদয়ে কিঞ্চিন্মাত্র চেতনার উদ্রেক হয়, তাহা হইলে কোন না কোন সময়ে ভারতের ভাবী উন্নতির আশা নিশ্চয়ই ফলবতী হইতে পারিবে। অধ্যাপক মোক্ষমূলর (Professor Maxmüller) বলেন:—

"A people that could feel no pride in the past,

in its history and literature, lost the mainstay of its national character. When Germany was in the very depth of its political degradation, it turned to its ancient literature, and drew hope for the future from the study of the past."

বঙ্গবাসী আর্য্যদিগের অবনতি

আজ কাল নব্য সভ্য বঙ্গীয় যুবকদিগের কাপুরুষতা, চঞ্চলতা, ভীরুতা, আলস্য ও স্বজাতিদ্রোহিতা প্রভৃতি উপদ্রবে এতদ্দেশীয় —বিশেষ বঙ্গীয়—আর্য্যসমাজ একেবারে অপবিত্রতা ও ক্রূরতায় আচ্ছন্ন হইয়া দিন দিন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে। স্বধর্ম্মের প্রতি ইহাঁদিগের আস্থা নাই; স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধা নাই; স্বজাতির প্রতি স্নেহ নাই; পিতা মাতার প্রতি ভক্তি নাই; সাধুতার প্রতি দৃষ্টি নাই; এবং গুরুজনের পরামর্শ ইহাঁদিগের একেবারেই অগ্রাহ্য। ইহাঁরা সদাই আত্ম সুখে রত ও সম্পূর্ণ স্বার্থপর। ইহাঁরা স্ব স্ব প্রধান হইয়া ইচ্ছামত আহার, ইচ্ছামত বিহার, ইচ্ছামত পরিধান, ইচ্ছামত দেশ বিদেশ ভ্রমণ ও ধর্ম্ম কর্ম্ম অবলম্বন ইত্যাদি যাহা কিছু ধর্ম্ম ও সমাজ বিগর্হিত কার্য্য সকলই করিতেছেন; এবং তৎসহ সমাজেরও সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ও অবনতি ঘটাইতেছেন। পরিশেষে ঘৃণিত দাসত্বের

ভার বহন করিয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের অকলঙ্ক নামে কলঙ্কার্পণ ও আপনাদিগের ভাবী উন্নতির আশায় জলাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন। স্বাতন্ত্র্য ও স্বাবলম্বনের ভাব ইহাঁদিগের মনে কখন উদয় হয় না। ইংরাজী সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ইতিহাস প্রভৃতিতে সম্যকরূপে শিক্ষিত হইয়া যাঁহারা উহার উচ্চ ভাব সমুদয় হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে দুই চারিজন ব্যতীত সকলেই সেই উচ্চ ভাব সমুদায় বিসর্জ্জন দিয়া অন্যবিধ হইতেছেন। ইংরাজী সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ইতিহাস পাঠে মনুষ্যকে স্বাধীনতা-প্রিয়তা, স্বাবলম্বন, সহানুভূতি, স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রেম শিক্ষা দিয়া থাকে, কিন্তু দেখিতেছি, আমাদিগের শিক্ষিত সম্প্রদায় হইতে তাহার বিপরীত ফল উৎপন্ন হইতেছে! স্বাধীনতা-প্রিয়তার পরিবর্ত্তে পরাধীনতা, স্বাবলম্বনের পরিবর্ত্তে পরগলগ্রহ হওয়া, সহানুভূতির পরিবর্ত্তে বিদ্বেষভাব, স্বদেশানুরাগের পরিবর্ত্তে বৈদেশিক দ্রব্যে আনুরক্তি ও স্বজাতি-প্রেমের পরিবর্ত্তে স্বজাতিদ্রোহিতাতে উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতেছেন—শিক্ষিত কেন?—ইহাঁদিগের প্রত্যেক কার্য্যের প্রতিভায় তাহা প্রকাশিত হইতেছে। আর এক সম্প্রদায় লোক আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই মূর্খতায় আচ্ছন্ন; তাঁহারা কেবল আহার, বিহার, পরনিন্দা, পরহিংসা, পরদ্বেষ, বিবাদ, কলহ, সামান্য গল্প ও তাস পাশা ক্রীড়া প্রভৃতিতে লিপ্ত থাকিয়া দিন কাটান। যাহা নিত্য করেন, যাহা চিরদিন করিয়া আসিতেছেন, তাহাই তাঁহাদিগের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, চিন্তা ও জ্ঞানের সীমা। এই সীমার বাহিরে তাঁহাদিগের জ্ঞান নাই। অন্য বিষয় তাঁহারা বুঝেন না, বুঝিবার চেষ্টাও করেন না। ইহাঁদিগের নিকট হইতে সাধারণ বা সমাজ সম্বন্ধে কোনরূপ উন্নতির কার্য্য প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা মাত্র—কারণ ইহাঁরা সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যত্ব-হীন ও জড়বৎ। বরং

ইহাঁদিগের কর্ত্তৃক পদে পদে বিঘ্নের ভয় করিতে হয়! এরূপ স্থলে জাতীয় উন্নতি বা পরস্পর ঐক্য ও সখ্য ইত্যাদির দ্বারা পরস্পর ভ্রাতৃত্বসূত্রে সম্বদ্ধ হইতে যে কত শত বৎসরের প্রয়োজন তাহার আর ইয়ত্তা নাই। তবে ভরসার মধ্যে এই যে, আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাদিগের প্রাকৃতিক স্বত্ত্ব উপলব্ধি করণাশয়ে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, এবং তাঁহাদিগের মধ্যে কোন কোন অধ্যবসায়শালী যুবক নিজ নিজ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা দ্বারা দুই একটী নূতন নূতন (তৈল, ময়দা ও বস্ত্র প্রস্তুত করণ) শিল্পযন্ত্রের আবিষ্ক্রিয়া করিয়া, কেহ কেহ বা সাবান, দীয়াশলাই, কালি ইত্যাদি প্রস্তুত দ্বারা তাঁহাদিগের স্বাধীনবৃত্তির পরিচয় প্রদান করিতেছেন। অতএব এরূপ চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি ও তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক এতদ্দেশে স্বাধীনবৃত্তির বিস্তৃতি ও উন্নতি সাধন হইতে থাকিলে যে অত্র প্রস্তাবের উদ্দেশ্য সাধন হওয়া নিতান্ত কঠিন হইবে, এরূপ বিবেচিত হয় না। স্বাধীনবৃত্তির অনুগামী হইলে বোধ হয়, ইহাঁদিগের বুদ্ধিবৃত্তিও স্বাধীন ভাবে পরিচালনা হইতে পারিবে ও তৎসহ মনের কুপ্রবৃত্তি সমস্ত দূরীভুত হইয়া ক্রমে ইহাঁরা স্বাধীনতার মূল্য বুঝিতে পারিবেন, এবং অচিরকাল মধ্যে স্বাধীনভাবে পরস্পরের প্রতি পরস্পরে স্নেহ, মমতা ও অনুরাগ প্রদর্শন করিতে শিখিবেন; পরস্পরের দুঃখে পরস্পরে দুঃখ ও পরস্পরের সুখে পরস্পরে সুখ অনুভব করিবেন; পরস্পরের বিপদে পরস্পরে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া পরস্পরের মঙ্গল চেষ্টা করিবেন। অবশেষে পরস্পরে এক সহানুভুতি সূত্রে আবদ্ধ হইয়া ক্রমে দেশের ও সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতিকার বিধানে বিশেষ যত্নশীল হইতেও পারিবেন। এক্ষণে সুহৃদ্বর বঙ্গবাসী আর্য্যবান্ধবগণের নিকট সবিনয়ে প্রার্থনা যে

তাঁহারা বিদ্যাভিমান, ধনাভিমান, পদাভিমান ও জাত্যভিমান প্রভৃতি নানাপ্রকার দোষে দূষিত না হইয়া ও পরস্পরের প্রতি সাভিমান বিদ্বেষ দৃষ্টি না করিয়া পরস্পরে সখ্যভাব অবলম্বন করেন এবং দাসত্বরূপ কারাগার হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিয়া দেশের ও সমাজের মুখোজ্জ্বল করিতে যত্নবান হয়েন। পরে ক্রমে ক্রমে আপনাদিগের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উপরি উক্ত মতে পরস্পরে একমতাবলম্বন পূর্ব্বক দেশের ও জাতির উন্নতি সাধনে বিশেষ উদ্যোগী হয়েন।

আজ কাল দাসত্বের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়া পড়িয়াছে; এবং দেশস্থ সমস্ত লোকেই প্রায় ঐ দাসত্বব্রতে ব্রতী হইয়া যার পর নাই ক্লেশ ভোগ করিতেছেন। অনেকে আবার ঐ দাসত্বের জন্য লালায়িত এবং উহারই আরাধনায় ব্যস্ত; তাঁহারা জানেন যে দাসত্বই সংসারের সর্ব্বসুখদাতা দেবতা বিশেষ। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে নিশ্চয়ই জানা যাইতে পারে যে, ঐ দাসত্বের পরবশ হইয়াই এতদ্দেশীয় অদূরদর্শী আর্য্যদিগের শোণিত শুষ্কপ্রায়, দেহ মৃত প্রায় ও মন ভগ্নপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে, এবং উহারই প্রভাবে ইহাঁরা দিন দিন বল হীন, বুদ্ধি হীন, তেজ হীন ও সাহস হীন হইয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতির ঘৃণাস্পদ হইয়া রহিয়াছেন। ইহাঁদিগের দাসত্ব-প্রবৃত্তি কি ভয়ানক প্রবল হইয়া উঠিয়াছে! ইহাঁরা নানা স্থানে নানা মত অপমান ও কষ্ট সহ্য করিয়াও উহার ভার বহন করিতে পরাঙ্মুখ নহেন!

"হংসপুচ্ছ সার, করেছি এবার,
অভাগার পোড়া পেটের দায়ে।"

সত্য বটে পেটের দায়ে সবই করিতে হয়। কিন্তু এক হইতে বহু পর্য্যন্ত সমস্ত জাতির—সমস্ত বাঙ্গালীর—দাসত্ব ভিন্ন কি অন্য

উপায়ে পেটের দায় নিবারণ হইতে পারে না? এই ভারতের অন্যান্য দেশেও কি লোক নাই? তাঁহারা কি আগাগোড়া সকলেই দাসত্ব করেন? তাঁহাদের কি উদর নাই, না উদরের জ্বালা নাই? অন্য উপায়ে কি উদর পুর্ত্তি হয় না? "নওকরি কুকুরী" যে প্রবাদ আছে, তাহার সত্যতা কে অস্বীকার করিতে পারেন! অন্য উপায় থাকিতে—সকলের পক্ষে না হউক, আজ কাল অনেকের পক্ষে অন্য উপায় থাকিতে—কেন সকলে দাসত্বকে চরম ধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া তাহারই উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন! দাসত্বে যে মন সঙ্কীর্ণ, প্রবৃত্তি নীচ, মানসম্ভ্রম পদদলিত এবং উচ্চ আশা সকল একেবারে মন হইতে বিদূরিত হয়, তাহা কি কেহ অনুভব করিতে পারেন না! যাঁহারা দাসত্বে পটু, তাঁহারা ইহা বিলক্ষণ অবগত আছেন! তাই বলি, হে নব্য সভ্য বঙ্গবাসী আর্য্যভ্রাতৃগণ! দাসত্বের মোহিনী মায়া হইতে মুক্ত হইবার আশা কি আপনাদিগের মনোমন্দিরে ভ্রমেও উদয় হয় না? কি আশ্চর্য্য আপনাদিগের মনোবৃত্তি! আপনারা নানা মতে সুশিক্ষিত ও সুসভ্য হইয়াও তাহার অনুরূপ কার্য্য কিছু-মাত্র করিতে সক্ষম নহেন! প্রগাঢ় অধ্যয়নশীল হইয়া বহুল পরি-মাণে বিদ্যোপার্জ্জন করিতেছেন সত্য, কিন্তু সকলই সেই একমাত্র দাসত্বে গিয়া বিলীন হইতেছে! দাসত্বই আপনাদিগের ধ্যান, দাসত্বই আপানাদিগের জ্ঞান এবং দাসত্বই আপনাদিগের আরাধ্য ধন হইয়া পড়িয়াছে!! আপনাদিগের জীবন, যৌবন, মান, সম্ভ্রম বা সাংসারিক ক্রিয়াকলাপ সমস্তই ঐ দাসত্ব মধ্যে নিহিত হইয়া গিয়াছে!!! দাসত্ব চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া আপনাদিগের মধ্যে যাঁহারা স্বভাবতঃ চিন্তাশীল (Speculative) ও যাঁহাদিগের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের বহুল প্রকার স্বাধীন উপায় অনায়াসে উদ্ভাবিত ও আবিষ্কৃত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, তাঁহারা, তাঁহাদিগের সেই স্বাভাবিক বা ঈশ্বরদত্ত

গুণের কিছুমাত্র সদ্ব্যবহার করিতে সক্ষম হয়েন না। এ দোষ আবার সর্ব্বথা আপনাদিগকেও দিতে পারি না। ইহা সমাজের দোষ। যাঁহারা চিন্তাশীল তাঁহাদিগকে সকল চিন্তা হইতে নিরস্ত রাখিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা সমাজের ও বাণিজ্যের উন্নতি করাই সমাজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাঁহাদিগের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের ভারও সমাজকেই বহন করা উচিত। কিন্তু সমাজ কাহাকে লইয়া? আপনাদিগকে লইয়াই সমাজ। আপনারাই সমাজের সভ্য। কাজেই দোষ গিয়া আপনাদিগের উপরই পড়িতেছে! অতএব সে দোষ ক্ষালন জন্য এ সময়ের আবশ্যক কি? আবশ্যক, সমাজের বিধি ও সমাজের নিয়ম ইত্যাদি পরিবর্ত্তন—সমাজ সংস্করণ। চিন্তাশীল (Speculative) ব্যক্তিদিগের প্রতিপালন ভার সমাজকে স্বহস্তে গ্রহণ করা উচিত; নতুবা অনেক সময়ে অনেক মার্জ্জিতবুদ্ধি, আবিষ্ক্রিয়াশীল ব্যক্তির কার্য্যক্ষমতা ও মেধা আমরা হেলায় হারাইয়া থাকি। তাঁহাদের আবিষ্ক্রিয়াশক্তি ও তদ্দ্বারা সমাজের এবং দেশের উন্নতি—ভবিষ্যৎ সুখের সোপান—একেবারে অঙ্কুরেই লয়প্রাপ্ত হয়।—

"Full many a gem of purest ray serene,
The dark unfathomed caves of ocean bear:
Full many a flower is born to blush unseen,
And waste its sweetness on the desert air."

Gray.

"How many a superior mind has been lost to the world—how many hundreds of geniuses!!"

এই সকল কারণেই অপরাপর দেশে চিন্তাশীল (Speculative) ব্যক্তিদিগকে সংসার চিন্তা হইতে নিবৃত্ত রাখিবার জন্য সমাজ বা রাজভাণ্ডার হইতে ভরণ পোষণের পদ্ধতি প্রচলন আছে। পূর্ব্বে

শাস্ত্রালোচনার জন্য আমাদিগের দেশেও ঐরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল—তাহার প্রমাণ এদেশীয় টোলধারী ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক ইত্যাদি।

বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্থোপার্জ্জন ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে, মনে এরূপ ধারণা থাকা অথবা তাহাই লক্ষ্য করিয়া সন্তানগণকে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া অনুচিত হইলেও, কার্য্যে তাহাই ঘটিতেছে। কি বিদ্বান্, কি ধনী, কি নির্ধন, কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকলেই চাকৃরীর মহাপিপাসা নিবারণার্থ নানা পথে ধাবমান হইতেছেন। ঐ চাকৃরীর আস্বাদন কেহ যে জানেন না, এমত নহে; অনেকেই চাকৃরী-রাক্ষসীর মহামোহিনী-মায়াতে মুগ্ধ হইয়া অশেষবিধ জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন, এবং চাকৃরীকে শিরোরত্ন জ্ঞানে শিরোধার্য্য পূর্ব্বক পুরস্কারের প্রয়াসে কি কঠোর অবস্থাতেই পতিত না হইতেছেন! তথাচ দেখা যাইতেছে, তাঁহারা নিজ নিজ সন্তানগণকে আবার সেই সুখে সুখী করণাশয়েই নিজ নিজ পদবীর অনুসরণ করাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাকেন। সঙ্গতিশালীদিগের ত কথাই নাই; নিতান্ত যোত্রহীন ব্যক্তিরাও তাঁহাদিগের স্ত্রী পরিবারের অঙ্গের আভরণ পর্য্যন্ত আবদ্ধ রাখিয়া অর্থ সংগ্রহ করতঃ প্রতিভু (Deposit) রাখিয়া সেই ঘৃণিত দাসত্বের জন্য লালায়িত! আহা! নিদারুণ দাসত্ব যন্ত্রণায় অবসন্ন হইয়া বঙ্গমাতা কি শোচনীয় মূর্ত্তিই, ধারণ করিয়াছেন!

এক সময়ে এই বাঙ্গালার কার্পাস রোমসম্রাটের পরিচ্ছদ রূপে পরিণত হইত—এক সময়ে এই হতভাগ্য বাঙ্গালাদেশ-সৃষ্ট নীলবর্ণের বস্ত্র বিলাতবাসী বর্ত্তমান বিলাস-প্রিয়া বিবিগণের শীত নিবারণ করতঃ বক্ষের আচ্ছাদন রূপে সাদরে ব্যবহৃত হইত। হায়! সেই নীল-বস্ত্র প্রস্তুতকারী বঙ্গীয় তন্তুবায়গণ এক্ষণে তাঁত ছাড়িয়া

অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছে! এতদপেক্ষা শোকের ও বিস্ময়ের বিষয় আর কি হইতে পারে!!

"তাঁতি, কর্ম্মকার করে হাহাকার,
সুতা, জাঁতা টেনে অন্ন মেলা ভার,
দেশী বস্ত্র অস্ত্র, বিকায় নাকো আর,
হ'লো দেশের কি দুর্দ্দিন!"

হরিশ্চন্দ্র নাটক।

স্বাধীনতার কি অমৃতময় ফল! বাণিজ্যের কি স্বতঃপ্রসূত কার্য্য! এবং কালেরই বা কি কুটিল গতি! এক্ষণে সেই ইংরাজজাতির ম্যান্‌চেষ্টার-যন্ত্র-প্রসূত পাটের বস্ত্রে বঙ্গীয় যুবক যুবতীদিগের অঙ্গ আচ্ছাদিত হইতেছে! এবং ইংরাজদিগের দেশীয় যে কিছু দ্রব্য সামগ্রী, সকলই এদেশীয়দিগের অতি সুখভোগ্য ও প্রীতিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে! এমন কি, অনেক বাবু বিলাতী বস্ত্র ভিন্ন ব্যবহার করেন না; বিলাতী কথা ভিন্ন কহিতে চান না; বিলাতী জল ভিন্ন পান করিয়া তৃপ্ত হন না; বিলাতী জুতা ভিন্ন পরিধান করেন না; বিলাতী কলম ভিন্ন লিখিতে চাহেন না; বিলাতী পুস্তক ভিন্ন অন্য পুস্তক তাঁহাদিগের মনে লাগে না; বিলাতী মনুষ্য ভিন্ন কাহাকেও মান্য করিতে জানেন না; এবং বিলাতী মুখ ভিন্ন অন্য কাহাকেও ভয় করেন না! পরিশেষে বিলাতী লোকের অধীনে চাকরী করাকেই সুখের পরাকাষ্ঠা জ্ঞান করেন ও তাহাতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলে জীবনের মহীয়সী আশা ফলবতী হইল ভাবিয়া থাকেন। যদি কখন বাবুদিগের 'আজানুলম্বিত-সেলামকে' মনিবসাহেব কিঞ্চিৎ করুণা-কটাক্ষে চাহিয়া দেখেন, কিম্বা 'গুড্ বায়' (Good bye) শব্দ প্রয়োগ করেন, অমনি বাবুগণ আপনাদিগকে কৃতার্থম্মন্য মনে করিয়া অশেষ সুখসাগরে পতিত ও আপনা-

দিগকে ভাগ্যবান জ্ঞান করিয়া আনন্দে গদগদ হইতে থাকেন। কিন্তু আবার সময়ে সময়ে 'কিল খেয়ে কিল চুরি' করিতেও হয় —বিশেষ যাঁহারা বড় চাকুরে! যিনি যত বড় চাকুরে তাঁহাকে প্রায় মনিবের ততোধিক তোষামোদ করিয়া চলিতে হয়—কটু-কাটব্যও শুনিতে হয়, এবং নানামতে অপমানও সহ্য করিতে হয়!! নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারীদিগকে সাহেবেরা এক প্রকার ঘৃণাই করিয়া থাকেন; উহাদিগকে নিতান্ত কুলি মজুরের মধ্যে গণ্য করেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আবার যাঁহারা দুই হাজার চারি হাজার ঘরের টাকা জমা দিয়া একটু সম্ভ্রান্ত চাকুরী স্বীকার করেন, তাঁহা-দিগের দশাও একইরূপ। ঘরের টাকা জমা দিয়া এরূপ লাঞ্ছনা স্বীকার করিবার দরকার কি?—চাকুরীপেষা বাবুদিগের প্রায় সর্ব্ব-ত্রেই এইরূপ দুর্দ্দশা! অধীনতা, গোলামী অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়াছে!! কোন কোন আফিসে কর্ম্মচারীবাবুদিগের শৌচ, প্রস্রাব ও ধূমপানাদি আরামের কার্য্য সকলই সাহেববাহাদুর-দিগের হুকুমের উপর নির্ভর করে! কর্ম্মচারীদিগের বিশ্রামের ঘরে—কখন কখন আফিসেরও ঘরে—তালা বন্ধ থাকে; কোন নির্দ্ধারিত সময়ে বাবুদিগের আরামের জন্য তালা মুক্ত করিয়া দেওয়া হয় ও জনেক প্রহরী দ্বারদেশে অপেক্ষিত থাকে; পরে নিয়মিত সময় পূর্ণ হইবার অনতিপূর্ব্বে হইতে চাপরাসী বাবুদিগকে সতর্ক করিতে থাকে, এবং উক্ত সময় পূর্ণ হইবামাত্র চাপরাসী বা প্রহরী বাবুদিগের কিছু-মাত্র খাতির না করিয়া সাহেবের হুকুম অনুযায়ী বিশ্রামগৃহের তালা বন্ধ করিয়া চাবিটী সাহেবের মেজের উপর রাখিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করে। সুতরাং বাবুদিগের জলযোগ ইত্যাদি সমাপ্ত হউক বা নাই হউক, সাহেবের হুকুম বজায় রাখিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া—কেহ কেহ আহারীয় দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া—আপন আপন কার্য্যের স্থানে

ধাবিত হইতে থাকেন। কোন কোন দিন আবার সাহেববাহাদুর দূর হইতে লুক্কায়িতভাবে দেখিয়া থাকেন যে, চাপরাসী তাঁহার অনুমতি মতে কার্য্য করিতেছে কি না। এরূপ ঘটনাও সময়ে সময়ে হইতে দেখা গিয়াছে যে, কোন কোন বাবু অবধারিত সময় মধ্যে জলযোগ ইত্যাদি সমাপনে অক্ষম হওয়ায়, চাপরাসী হুকুম অনুযায়ী বিশ্রাম-ঘরে তালা বন্ধ করিয়া প্রস্থান করে, বাবুরা ঘরের মধ্যেই বদ্ধ থাকেন; পরে সাহেবের আজ্ঞানুসারে তাঁহারা তালামুক্ত ও সাহেব কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া নিতান্ত বোবা জন্তুর ন্যায় নীরবে আপন আপন কার্য্যে প্রত্যাগত হয়েন!! হায়! ইহা অপেক্ষা হত-ভাগ্য বঙ্গবাসীদিগের দূরবস্থা আর কি হইতে পারে? ইহাঁরা যথার্থ 'কয়েদীর' অপেক্ষাও হীন হইয়া দাসত্বের ভার বহন করিতেছেন। মান, সম্ভ্রম দূরে থাকুক, নিজের সর্ব্বনাশ হইলেও ইহাঁরা চাক্‌রীর মায়া ত্যাগ করিতে পারেন না।—

"চাক্‌রীর মুখে ছাই, ছাড়িতে না পারি ভাই,
বিষকৃমি সম হয়ে আছি।"

ভারতচন্দ্র।

আরও দেখা গিয়াছে যে, এই চাক্‌রীর উমেদারী করিতে গিয়া কোন কোন আফিস হইতে বাবুরা পুলিষের পাহারাওয়ালা কর্ত্তৃক 'ধনঞ্জয়' সহ বহিষ্কৃত হইয়াও থাকেন! একটা ১৫৲ টাকার চাক্‌রী খালি হইলে, ন্যূনাধিক হাজার উমেদার গিয়া জনতা করেন। অগ্রে দরখাস্ত পেশ করিবেন বলিয়া সকলেরই ইচ্ছা, কাজে কাজেই গোলমাল হইয়া পড়ে, এবং গোল থামাইবার জন্য পুলিষের সাহায্য আবশ্যক হয়; সুতরাং অনেককেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দক্ষিণাসহ বাটী প্রত্যাগমন করিতে হয়!! এতদূর পরাধীন ও ঘৃণিত ব্যবসায়ী হইয়া ইহাঁরা আবার স্বাধীন ব্যবসায়ীদিগকে সামান্য দোকানদার

বলিয়া ঘৃণা করেন। কি ভয়ানক আহাম্মুকী!! ইহাঁদিগের তুল্য মূঢ় ও অজ্ঞ বোধ হয় জগতে আর দ্বিতীয় নাই!! ইহাঁরা যদি কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখেন, তাহা হইলে অনায়াসেই জানিতে পারেন যে, বাণিজ্যাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া এই হতভাগ্য ভারতসন্তান-দিগের মধ্যে বোম্বাই প্রদেশবাসী উচ্চাভিলাষী স্বাধীনতাপ্রিয় অধ্য-বসায়শালী মহোদয়গণ তাঁহাদিগের দেশের ও জাতির কতদূর উন্নতি-সাধন ও স্বজাতি বিজাতির নিকট মান্য গণ্য হইয়া যথার্থ ভারতমাতার গর্ভজাত কৃতজ্ঞ সন্তানের ন্যায় কার্য্য করিতেছেন; এবং ভারত মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া উন্নতিশীলের মুখপাত স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। বঙ্গবাসী বাবুগণ এ সম্বন্ধে 'চোক থাকিতে অন্ধ!' ইহাঁরা জানেন যে, জগতে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় "একমেবাদ্বিতীয়ম্" স্বরূপ এক দাসত্ব মাত্রই সার!! আক্ষেপের বিষয় এই যে, ইহাঁরা ভারতের অন্যান্য অধিবাসীদিগের অপেক্ষা বুদ্ধিজীবী হইয়াও কার্য্যে তাহার এক কপর্দ্দকও করিতে সক্ষম নহেন—ইহাঁরা 'কাজে কুড়ে, ভোজনে দেড়ে, বচনে মারেন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে' প্রবাদটীর প্রকৃত উপমাস্থল। ইহাঁদিগের বিষয় আমাদিগের নব্য কবি শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় তদীয় "অবসর-সরোজিনী" নামক গ্রন্থে যাহা কিছু বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকটিত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। যদিও অনেকে তাঁহাকে 'ঘরের ঢেঁকী কুমির' বলিয়া মনে মনে ভাবিতে পারেন, তত্রাচ আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থার প্রকৃত বর্ণনা এবং এস্থলের নিতান্ত উপযোগী বিবেচনায় তাহা উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হই-লাম। সারগ্রাহী পাঠকবর্গ ইহার পক্ষপাতী হইবেন সন্দেহ নাই।—

১

"রবির কিরণে, চাঁদের কিরণে,

আঁধারে জ্বালিয়া মোমের বাতি।

সবে উচ্চ রবে, যা'রে তা'রে ক'বে ;—
ভূতলে বাঙ্গালি অধম জাতি !

২

যদি বল, কেন বলছে এমন ?
কেন বলি ?—তা'র আছে যে কারণ ;
কোন্ জাতি বল, এদের মতন
অলসতা পাঁকে ডুবিয়া রয় ?
কোন্ জাতি, ছাড়ি বাণিজ্য ব্যবসা,
ঘৃণিত দাসত্বে করে রে ভরসা,
কাজেতে অলস, অকাজে বচসা,
শির পাতি' পর-পাদুকা বয় ?

৩

শত্রু দেয় গালি, লয় কর পাতি',
শত্রু মারে লাথি,—পেতে দেয় ছাতি,
পর-পদ সেবা করি দিবা রাতি
কোন্ জাতি করে জীবন ক্ষয় ?
কোন্ জাতি, বল, বাঙ্গালির মত,
ভালবাসে হ'তে পর-পদানত ?
কলুষিত করি' জীবনের ব্রত,
পাশব জীবনে সুখিত হয় ?

৪

বনের বরাহ—সেও সুখে থাকে,
স্বাধীন করিয়া রাখে আপনাকে,
জীবন গেলেও তথাপি কাহাকে
হইতে দেয় না জীবন-প্রভু।
নব জিলণ্ডের অসভ্য জাতিরা,
(অসভ্য কে বলে ?—সুসভ্য তাহারা)

তাদের জীবনে স্বাধীনতা হীরা,
পর-পদ পূজা করে না কভু।

৫

কিন্তু হায় হায়, কি লজ্জার কথা!
বাঙ্গালিরি শুধু দেহের ক্ষীণতা,
বাঙ্গালিরি শুধু মনের হীনতা,
বাঙ্গালি-জীবন কলঙ্কময়!
বাঙ্গালি জাতিই বিহীন ভরসা,
তা'ই ইহাদের এত দুরদশা;
এদের মতন কুকাজে লালসা
কাদের? এ হেতু বলিতে হয়;-

৬

রবির কিরণে, ...

৭

একতা এদের অণুমাত্র নাই;
তা যদি থাকিত, তা'হ'লে সদাই
এ জাতিরে কেন দেখিবারে পাই
গৃহ-বিসম্বাদে হইতে রত?
একতা না হ'লে কিছুই হয় না,
একতা না হ'লে শকতি রয় না,
একতা হইলে হৃদয়ে সয় না,
শত্রু-পদাঘাত, হইয়া নত!

৮

একটা যবন যদি রেগে উঠে,
শতটা বাঙ্গালি প্রাণ-ভয়ে ছোটে;
ঘুসির প্রহারে ভূমিতলে লোটে,
'দে রে জল' বলি' কাতর হয়!

অনেক বাঙ্গালি যদি মার খায়,
শতেক বাঙ্গালি দেখি' হাসে তা'য়,
শত্রু-গালিগুলা লাগে সুধাপ্রায়,
চকে কানে মনে অনা'সে সয়!

৯

এরাই আবার বড় হ'তে চায়!
জোনাকি যেন রে বিধু ছুঁতে ধায়!
এরাই আবার গলা ছেড়ে গায়;—
উন্নতি-সোপানে উন্নীত বলে!
এরাই আবার লেখনী চালায়!
এরাই আবার হুমুরি ফলায়!
এরাই আবার সুসভ্য বলায়!
গরবে ভূতল কাঁপা'য়ে চলে!

১০

সাধে কি বলি—
রবির কিরণে,.................

১১

গিয়া দেখ দেখি অর্ণবের কুলে,
কত জল যানে শ্বেতপাল তুলে,
সাহসিক চিতে, ভয় ডর ভুলে,
বিদেশীরা চলে ব্যবসা তরে।
অন্য দূরে থাক্; ভারত-গরিমা
বোম্বায়ের দেখ বাণিজ্য-মহিমা,
বাঙ্গালিরা তা'র ঘেঁসেনা ত্রিসীমা,
অথচ উন্নতি-গরব করে!

১২

বিদ্যা কিছু বটে বাঙ্গালির আছে,
অবিদ্যা এবে তা' বাণিজ্যের কাছে;

অগ্রে ব্যবসায়, বিদ্যা তা'র পাছে,
বাঙ্গালা বোম্বাই প্রমাণ তা'র।
তবুও বাঙ্গালি—অসার বাঙ্গালি!
(সাধে নিন্দা করি?—সাধে দিই গালি?)
বাণিজ্যে অলস, কাটে চিরকালি
বহিয়া দাসত্ব-আলস্য-ভার!

১৩

চেয়ে দেখ দেখি ইংলণ্ডের পানে,
উঠেছে কেমন উন্নতি-সোপানে;
জয়ধ্বনি উঠে গগণ বিতানে,
ক্ষমতা প্রকাশে পৃথিবী যুড়ে;
ইংলণ্ড-শাসন দূরপ্রসারিত,
ক্ষণ তরে রবি হয় না স্তিমিত,
যশের প্রবাহ ধরা-প্রবাহিত,
বিজয়-নিশান আকাশে উড়ে।

১৪

কি ছিল ইংরাজ, জান ত সকলে,
ঢাকিত শরীর গাছের বাকলে,
অসভ্যের শেষ আছিল ভূতলে,
কাঁচা মাস খে'ত, পূজিত ভূত;
সেই জাতি এবে বাণিজ্যের বলে,
উঠেছে উন্নত উন্নতি-অচলে,
প্রকাশ করেছে খ্যাতি ধরাতলে,
সাহসেতে যেন শমন-দূত।

১৫

বাণিজ্যের বলে, কে না জানে বল?
করেছে ভারত নিজ পদতল!

বাণিজ্যের বলে বাঙ্গালি সকল
'নেটিব্ নিগার' ওদের কাছে।
বাণিজ্য-প্রসাদে, দেখ না চাহিয়া,
'রুল ব্রিটনীয়া' গগণ ছাইয়া,
ছাড়ি'ছে হুঙ্কার ঘোর গরজিয়া ;
কি আর ক্ষমতা এ হ'তে আছে ?

১৬

অনুকৃতিপ্রিয় বাঙ্গালি নাকি ?
'নাকি' কেন ?—তা'র কি আছে বাকী ?
পিতৃ পিতামহে দিয়াছে ফাঁকি !
বিলাতি ব্যভারে উঠেছে মাতি !
বিলাতি আসন, বিলাতি বাসন,
বিলাতি অশন, বিলাতি বসন,
সকলি বিলাতি, বাঙ্গালি এখন,—
খেতে ভালবাসে বিলাতি লাথি !!

১৭

অনুকরণেতে এত যদি আশ,
অনুকরণেতে কাটে বারমাস ;
অনুকরণেতে রক্ত হাড় মাস ;
বাঙ্গালি জাতির গিয়াছে মিশে !
তবে কেন আজো আছে ঘুমাইয়া ?
আলস্য-শয়ন এখনি ত্যজিয়া,
ইংরাজ জাতির নিকটে যাইয়া,
বাণিজ্য ব্যাপারে কেন না পশে ?

১৮

হেন অনুকৃতি—অনুকৃতি-সার—
ত্যজিয়া বাঙ্গালি, অনুকৃতি ছার

ভালবাসে ! ছি ছি, একিরে বিচার !
বাঙ্গালির একি বিচিত্র মতি !
বিদ্যাশিক্ষা বুঝি দাসত্বের তরে ?
আজীবন বুঝি পূজিতে অপরে,
নিশি জাগি' মজ্জা আলোড়ন করে,
ছাড়িয়া স্বাধীন ব্যবসা-গতি ;

১৯

রবির কিরণে......................

২০

বাঙ্গালি ভায়ারা ! করি নিবেদন,
যোড় করে বন্দি ও রাঙ্গা চরণ ।
যা কিছু বলিনু—ভালরি কারণ !
ভাবি দেখ মনে ; ক'রো না রাগ !
রাগ ত কর না দাসত্ব করিতে,
রাগ ত কর না 'নিগার' হইতে,
পাদুকা বহিতে, অধীন রহিতে
হৃদয়ে লেপিয়া কলঙ্ক দাগ !

২১

এ সব করিতে রাগ যদি নাই !
আমার কথায় রেগো না দোহাই !
বাড়িবে কলঙ্ক আরো তা' হ'লে !
যদি ভাল চাও—বাণিজ্যেতে যাও,
ইংরাজের মত ক্ষমতা দেখাও,
বিদেশী বাণিজ্য, বিদেশে তাড়াও,
দেশী জল যানে পতাকা উড়াও,
নির্জীব হৃদয়ে সাহস জড়াও,
মনোবিহগেরে, একতা পড়াও,

তা' হ'লে দেখিবে—নিশ্চয় দেখিবে,
গণনীয় হবে ধরণীতলে।

২২

নতুবা—
রবির কিরণে ....

ধন্য ইংরাজজাতির বুদ্ধি কৌশল! ধন্য তাঁহাদিগের রাজনীতি-জ্ঞতা! ধন্য তৎসম্পাদিত কার্য্যকলাপ! অতি সামান্য সামান্য ব্যক্তি ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া এতদ্দেশে আগমন করতঃ বাঙ্গালির স্কন্ধে উঠিয়া ও বাঙ্গালিকে 'মুৎসুদ্দি' করিয়া বাঙ্গালির যোগেই আপনাদিগকে কিছুকাল মধ্যে ধনবান ও ভাগ্যবান করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া থাকে! বাঙ্গালি 'মুৎসুদ্দি' হইয়া তাহার কণামাত্রও সুখের ভাগী হইতে সক্ষম হয়েন না; কেবল "ভারবাহীব ক্লেশস্যৈব হি ভাজনম্।"—এদিকে বাল্যকালশ্রুত "তোর ধন তোকে খাইয়ে, রাখাল যায় হাত পা দুলিয়ে" এই বাক্য সার্থক করিয়া সাহেবগণ বহু ধনোপার্জ্জন করতঃ স্বদেশে প্রত্যাগত হয়েন। বাবুরা পূর্ব্ববৎ চাকরীপ্রিয়ই থাকেন। তাঁহাদের ঝকমারি! চাকরী-অনুরাগ জীবন-অনুরাগ অপেক্ষাও প্রবল!!—চাকরীর লোভে পতিত হইয়া এদেশীয় অনেক লোক স্বীয় স্বীয় ব্যবসায়ে অনায়াসে জলাঞ্জলি দিয়া আপনাদিগের 'উপস্থিত অন্নের' উপর আপনারাই হস্তারক ও 'ইতঃভ্রষ্টস্ততোনষ্ট' প্রায় হইয়া দাঁড়াইতেছেন—রজক বস্ত্র প্রক্ষালন পরিত্যাগ করিয়া 'কেরাণী' হইতেছে, অথচ অনেক ভদ্রবংশ-সম্ভূত লোককে আবার বস্ত্রধৌত করন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবনোপায় সংস্থাপনের চেষ্টা করিতে দেখা যাইতেছে। এইরূপে সূত্রধর বাক্স-গঠন পরিত্যাগ করিতেছে—কর্ম্মকার লৌহ-কার্য্য ছাড়িয়া দিতেছে

ও কৃষক চাষে জলাঞ্জলি দিতেছে ইত্যাদি। সুতরাং কি ব্রাহ্মণ, কি বৈদ্য, কি কায়স্থ, কি অপরাপর শূদ্রজাতি সকলেই ছত্র হস্তে আপিসাভিমুখে ধাবিত হইতেছেন ও চাকৃরীর অনুসন্ধানে ব্যতিব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছেন। তাহাতে ফল এই দাঁড়াইতেছে যে, শতাধিক টাকা বেতনের পদ শূন্য হইবার পুর্ব্বেই সহস্রাধিক উমেদার 'জমায়েত' হইতেছে। তখন কাজে কাজেই উক্ত কার্য্যের ধার্য্য বেতন ন্যূনীভুত হইয়া পঞ্চাশৎ অপেক্ষাও অল্প টাকায় অনায়াসে বিলি হইতেছে। এইরূপে চাকৃরীর মূল্য দিন দিন হীন হইয়া সকলের বিশেষ কষ্টের কারণ হইয়াছে। কোন দেশবিখ্যাত সুধী ব্যক্তি লিখিয়াছেন।—" Now a days writers are cheaper than Coolies "—আর হবেই না বা কেন? দেশস্থ সমস্ত লোকই যখন ঐ একমাত্র চাকৃরী অর্থাৎ দাসত্বপথের পথিক, তখন যে উহাঁদিগের দশা দিন দিন হীন হইবে, আশ্চর্য্য কি? আজ কাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের (বা দাসের) সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হইতেছে, চাকৃরীর মূল্যও দিন দিন ততই অল্প হইয়া লোকসমূহের কষ্টের একশেষ হইয়া উঠিতেছে। এম্, এ; বি, এ; উপাধিধারীই হউন—ডাক্তার, উকীল, ইঞ্জিনীয়ার বা ওভারশীয়ার ইত্যাদি (Professional man) হউন—কিম্বা স্বল্প শিক্ষিত লোকই হউন, সকলেরই 'অন্নচিন্তা চমৎকারা' হইয়া উঠিয়াছে; এবং "মুড়ি মিছরির" প্রায় এক মূল্য হইতে বসিয়াছে। যে এম্,এ; বি,এ; উপাধিধারীদিগকে প্রথম 'আমদানীর' মুখে হাকিম্ প্রভৃতি উচ্চদরের পদবীতে নির্ব্বিবাদে নিযুক্ত হইতে দেখা গিয়াছে, এক্ষণে আবার তদনুরূপ উপাধিধারী যুবাদিগকে সামান্য ২০।৩০ টাকা বেতনের কর্ম্মের জন্য লালায়িত হইয়া যে সে ব্যক্তির তোষামোদ করিতে দেখা যাইতেছে। আদালত সম্বন্ধে, কি কলিকাতা হাইকোর্ট, কি মফঃস্বলের কোর্টসমুহ, সর্ব্বত্রেই বি,এ; বি,এল্;

এম্,এ ; বি,এল্ ইত্যাদি উপাধিধারী ব্যক্তিদিগকে এদেশ সেদেশ করিয়া অর্থের জন্য নানা স্থানীয় হইতে হইয়াছে। এইরূপে প্রায় সকল রকম চাকুরী ব্যবসায়ের ভদ্রসন্তান চাকুরে ব্যবসাদারগণ নানা মতে কৃতবিদ্য (ব্যবসাদার ?) হইয়াও একেবারে অকর্ম্মণ্যবৎ হইয়া জীবনোপায়ের জন্য যথা তথা ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। দাসত্ববৃত্তি ব্যতিরেকে অপর কোন বৃত্তির প্রতি ইহাঁদিগের শ্রদ্ধা নাই ! অন্য কোন বৃত্তির অনুগমনে বরং ইহাঁরা অপমান বোধ করিয়া থাকেন। সুতরাং ইহাঁদিগের এরূপ দুর্দ্দশা হওয়া নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ভারত যুড়ে সমস্ত লোকই যখন আপন আপন ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া 'হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়া' ঐ একমাত্র দাসত্বপথের পথিক হইতেছেন, তখন কাজে কাজেই 'অনেক সন্ন্যাসী' হইলে যে ফল, তাহাই ঘটিতেছে ও ঘটিবে ! ইহাঁরা আদৌ ভাবিতেছেন না যে, ভবিষ্যতে কি দুর্দ্দশা ইহাঁদিগের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে ! একেবারেই কাণ্ডজ্ঞান রহিত হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে কাল কাটাইতেছেন ; এবং দিন দিন সর্ব্বপ্রকারে পরাধীন হইয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিতেছেন। খাইবার জন্যও পরাধীন—পরিবার জন্যও পরাধীন—দু-পা চলিবেন তাহাতেও পরাধীন—দু-ছত্র লিখিবেন তাহাতেও পরাধীন—দু-পয়সা উপার্জ্জন করিবেন তাহাতেও পরাধীন—দু-দণ্ড আমোদ করিবেন তাহাতেও পরাধীন !. এইরূপ সমস্ত বিষয়ের জন্য পরাধীন হইয়া ইহাঁরা নিতান্ত কাপুরুষের অপেক্ষাও ঘৃণিত ও বিধি মতে বিনষ্ট হইতেছেন। এবং ইহাঁদিগের সঙ্গে সঙ্গে দেশ, সমাজ ও জাতীয় ধর্ম্মকর্ম্ম সকলই উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। দাসত্ব-বৃত্তিই সর্ব্ব অনিষ্টের মূল হইয়াছে। দাসত্ব কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াই ইহাঁরা সমস্ত সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন, এবং মনিবের আরাধনা ও পূজা করি-

তেই সতত রত ; সুতরাং সময়াভাবে জাতীয় ধর্ম্মকর্ম্ম কি নিত্য-কর্ত্তব্য কার্য্য ইত্যাদি কিছুই রীতিমত হইয়া উঠে না, এবং 'অন-ভ্যাসের ফোটার' ন্যায় ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম কার্য্য করা ইহাঁদিগের পক্ষে নিতান্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি ! বিনা আলোচনায় জাতীয় ধর্ম্মকর্ম্ম সমস্তই লোপ পাইয়া যাইতেছে। ধর্ম্মের কথা দূরে থাকুক, আজ কাল মাতৃ ভাষা পর্য্যন্ত বিনা আলোচনায় লোপ পাইতে বসিয়াছে! অধিক কি, অনেকে কহিয়া থাকেন যে বাঙ্গালা ভাষাটা আজ কাল "Dead Language" হইয়া পড়িয়াছে। উহাতে আর কিছু হয় না! কি কথা কহা—কি লেখা পড়া করা—কি পত্রাদি লেখা—কি সামাজিক আলাপ অভ্যর্থনা ইত্যাদি সকলই প্রায় বর্ত্তমান রাজকীয় ভাষায় প্রচলিত হইয়াছে। 'নমস্কার' 'প্রণাম' ইত্যাদি অভ্যর্থনা-সূচক শব্দনিচয় এক প্রকার অসভ্য প্রণালী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে! জাতি কুলের পরিচয় একেবারে অগ্রাহ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; এবং তাচ্ছিল্য জ্ঞানে সে সমুদয় কেহ কেহ জানিতে ইচ্ছাও করেন না। কুইন্ ভিক্টোরিয়ার চৌদ্দ পুরুষের নাম অনায়াসে মুখস্থ বলিতে পারেন। কিন্তু আপনার পিতামহের নাম বলিতে হইলে মাথা চুলকাইতে বসেন!! আবার কাহাকেও জাতীয় ধর্ম্মকর্ম্ম ও সামাজিক নিয়মের পরতন্ত্র হইয়া চলিতে দেখিলে ব্যঙ্গ পরিহাস বই আর করেন না!!!

বর্ত্তমানে যাঁহারা এম্,এ ; বি,এ ; প্রভৃতি পরিক্ষোত্তীর্ণ হইয়া নানা মতে কৃতবিদ্য হইতেছেন, তাঁহারা যদি তদনুসারে দেওয়ানী (Judicial) কিম্বা ফৌজদারী (Executive) সংক্রান্ত কার্য্যাদির বিবিধ চেষ্টা পাইয়া নিজ দেশের রাজ্যশাসন জন্য, এদেশীয় আচার অনুষ্ঠানানভিজ্ঞ বিদেশীয় রাজপুরুষদিগের সহ উচ্চ পদাবলীতে অভিষিক্ত হইতে পারেন, ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে!

এরূপ চেষ্টা হইতে বিরত হইবার জন্য কহা যাইতে পারে না। প্রত্যুত ঈদৃশ পদ প্রাপ্তি পদে পদে প্রার্থনীয় সন্দেহ নাই। প্রাগুক্তরূপে উচ্চপদাভিষিক্ত হইয়া দেশের ও জাতির মান, মর্য্যাদা পরিবর্দ্ধন পুর্ব্বক সততা, সরলতা এবং ন্যায়ের অনুবর্ত্তী হইয়া আপন আপন কার্য্যসম্পাদনে গৌরবান্বিত হওয়া অপেক্ষা আর কি অভিলষিত হইতে পারে.? কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, দ্বাদশ মুদ্রা পরিমিত বেতনের কার্য্য-বিশেষে (যেমত ডাক্‌ঘরের পেয়াদা ইত্যাদি) প্রবেশিকা পরিক্ষোত্তীর্ণ বাবুগণ নিযুক্ত হইবার জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছেন ! (মান্দ্রাজ অঞ্চলেও এতদপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার মধ্যে মধ্যে সংবাদপত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।) কয়েক বৎসর পুর্ব্বে আলিপুরের কোন নূতন মুন্সেফী আদালতে বাঙ্গালা মুহুরীগিরি কার্য্যে শিক্ষানবিশ (Apprentice) হইবার জন্য জনেক এল্,এ উপাধিধারী বাবু আসিয়া উমেদ্বার হইয়াছিলেন। মুন্সেফবাবু বিচক্ষণ ছিলেন, তিনি কৌশলে উক্ত উমেদারবাবুকে মিষ্ট বাক্যে সদুপদেশ দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। আজ কাল পরিক্ষোত্তীর্ণ বঙ্গীয় যুবকদিগের এরূপ দুর্দ্দশা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে, তত্রাচ স্বাধীন বৃত্তির প্রতি তাঁহাদিগের শ্রদ্ধা নাই। যাঁহারা লেখাপড়া শিখিতেছেন তাঁহাদের যখন এই দুর্দ্দশা, তখন সাধারণ কর্ম্মাকাঙ্ক্ষীদিগের যে আরও অধিক দুর্দ্দশা হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি !—মধ্যে কোন সংবাদপত্রে দেখা গিয়াছিল যে,—"কোন বঙ্গীয়যুবক চাক্‌রী সংঘটন করিতে অসমর্থ হইয়া মনের দুঃখে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছিল।"—বিগত ১৮৭৮।৭৯।৮০ খৃষ্টীয় অব্দে যখন গ্রন্থকার কাবুল রণক্ষেত্রে কোন কর্ম্মোপলক্ষে নিযুক্ত থাকেন, তৎসময়ে জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া আমাদের দেশীয় কতিপয় যুবক দাসত্বের অনুসন্ধানে উক্ত যুদ্ধ স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন! তাঁহাদের

মধ্যে ২।১টীকে তত্রস্থ বাঙ্গালিবাবুরা চেষ্টা দ্বারা কোন কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, অপর কয়েকটীকে জাতীয় প্রেমাকাঙ্ক্ষী মহোদয়গণ কোনরূপে আলিপ্ত করিতে অপারক হওয়ায় সকলে সাহায্য দ্বারা তাঁহাদিগের স্বদেশ প্রত্যাগমনের উপায় করিয়া দেন। দেখুন, চাকৃরীর পিপাসা আমাদিগের মধ্যে কি ভয়ানক প্রবলা হইয়াই উঠিয়াছে!! লোকে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা বা জাতীয় হিতচীকির্ষু হইয়াই প্রাণবিসর্জ্জন দিতে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু আমাদের দেশীয়েরা চাকৃরীর জন্য—সামান্য দাসত্বের জন্য—ভিক্ষার অপেক্ষাও লঘু-বৃত্তি অবলম্বন করিবার জন্য—জগতের সর্ব্বনিকৃষ্ট হেয় কার্য্যের জন্য—প্রাণ দিতে বিলক্ষণ উদ্যত!!! স্বাধীন কার্য্য বা জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষা জন্য বাঙ্‌নিস্পত্তি করিতেও প্রস্তুত নহেন! ইহা অপেক্ষা দুঃখ ও ঘৃণার বিষয় আর কি আছে!! সামান্য পেয়াদার কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন সেও স্বীকার, তত্রাপি ব্যবসায়ের দিকে ঘেঁসিবেন না!—বঙ্গবাসী যুবকবৃন্দ! দাসত্ব করাই যদি আপনাদিগের পক্ষে একান্ত শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে সামান্য চাপ্‌রাসী পেয়াদার কার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ব্যতিব্যস্ত বা যত্নবান না হইয়া বরং যে পদবীতে থাকিলে দেশের, সমাজের ও আপনাদিগের অবস্থার উন্নতিসাধনে সক্ষম হইবেন তাহারই চেষ্টা বিধিমতে করুন; কিন্তু যদি স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের কোনরূপ উপায় অবলম্বন করিতে পারা যায়, তাহারই চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

উপরোক্ত রূপে স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের কথা যাহা উল্লেখ করা হইল, তাহা নিজ নিজ জাতীয় ব্যবসায় এবং বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্য জনিত জীবন-যাত্রা ভিন্ন আর কিছুতেই সম্ভাবনীয় নহে। আমাদিগের দেশে "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি" এই

চির প্রচলিত বাক্য আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা সকলেই জানেন; অথচ উক্ত অমৃতময় বাক্যে কেহই চালিত হয়েন না, অর্থাৎ অধিকাংশ ব্যক্তিকে তদনুগামী হইতে দেখা যায় না। যখন পার্ব্বতীয় প্রদেশ মধ্যেও বিদ্যা বুদ্ধির প্রাখর্য্য প্রযুক্ত তৎ শিখর প্রদেশ হইতে কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইতে দেখা যাইতেছে, তখন আমাদিগের রত্নগর্ভা ভারতমাতা হইতে কি না প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? যদি আলপিন্ ও দীয়াশলাই ইত্যাদি সামান্য সামান্য দ্রব্যের ব্যবসায় দ্বারা ইংলণ্ডবাসী অনেকে অধিক ধনশালী হইতে পারেন, তবে আমাদিগের এই ফলবতী ভারতমাতা-প্রসূত নানাবিধ উৎপন্ন দ্রব্যাদির ব্যবসায় যোগে আমরা না জানি কতই ধনশালী ও মর্য্যাদাশালী হইতে পারি! পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে এ সংসারে কি অসম্পাদ্য থাকে? যদি সৎপথে একান্ত নির্ভর করিয়া পরিশ্রম সহকারে বাণিজ্যের প্রতি যত্ন ও চেষ্টা করা যায়, তবে সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে, তাহাতে কখনই আমরা অকৃতকার্য্য হই না; প্রত্যুত বহুল পরিমাণে ধন ও ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে পারি! অতএব হে অদূরদর্শী ভারত ভ্রাতাগণ! আপনারা যদি আপনাদিগের ভবিষ্যৎ উন্নতির প্রার্থনা এবং চিরদিন স্বাধীনভাবে থাকিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ ও স্বদেশীয় ভাই বন্ধুদিগের পরস্পর উপকার প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা করেন, তবে নিতান্ত নীচ ও ঘৃণিত কেরাণীগিরির জন্য আত্মসমর্পণ না করিয়া কৃষি ও বাণিজ্যের প্রতি একান্ত মনোনিবেশ করুন এবং নিজ নিজ জাতীয় ব্যবসায়ের প্রতিও ঔদাসীন্যভাব পরিত্যাগ করুন;—God helps those who help themselves.—জাপানবাসীদিগের বিষয় বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন; পঞ্চাশৎ বৎসর পুর্ব্বে উহাদিগের অবস্থা কত মন্দ ছিল এবং এক্ষণেই বা উহারা নিজ নিজ উদ্যমশীলতা প্রযুক্ত সেই অবস্থার কত উন্নতি

সাধন করিয়াছে ও করিতেছে। বোধ হয় অতি অল্পকাল মধ্যেই উহারা জগতের অন্যান্য সভ্যজাতির সমকক্ষ হইবে। ঐ উদ্যমশীলতাই তাহার এক প্রধান কারণ।

ইংরাজগণ এই ভারতে আসিয়া ব্যবসায় ও চাষ (প্রধানতঃ নীল এবং চা-র চাষ) করিয়া প্রতি বৎসর আমাদিগের দেশ হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়া লইয়া যাইতেছেন। আমাদিগের দেশ—আমাদিগের মাটি—আমাদিগের জন মজুর—সকলই আমাদিগের—অথচ আমরা যে সেই!—কেবল হা করিয়া তাহা দেখিতেছি মাত্র! আমাদিগের উদ্যম নাই—আমাদিগের চেষ্টা নাই। কেবল মাত্র চাকৃরী চাকৃরী করিয়া পাগল হইয়া বেড়াইতেছি। এই রত্নগর্ভা ভারতভূমি হইতে বিদেশীয়েরা বৎসর বৎসর কোটি কোটি টাকা উপার্জ্জন করিয়া লইয়া যাইতেছেন—ভারতের অর্থ লইয়া ক্রোরপতি হইতেছেন—আর আমরা? আমরা অন্নাভাবে জীর্ণ শীর্ণ ও নিস্তেজ হইয়া হাহাকার করিতেছি; তথাপি চৈতন্য হইতেছে না! ব্যক্তিগত উন্নতি হইলে সমাজের উন্নতি—সমাজের উন্নতি হইলে জাতির উন্নতি—জাতির উন্নতিতে দেশের উন্নতি হইয়া থাকে। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়, যাহাতে প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে, সে দিকে আমাদিগের দৃষ্টিমাত্র নাই। কৃষি ও বাণিজ্য দ্বারাই যে ব্যক্তিগত উন্নতি, ও তাহা হইতেই ক্রমে ক্রমে দেশের উন্নতি হইয়া থাকে, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু আমরা এ বিষয় বুঝিয়াও বুঝি না। তবে বুঝি কি? বুঝি কেবল দাসত্ব আর হাজা, শুকা, বারৃতি, পড়্তি ও গোলযোগ বিহীন কোম্পানীর কাগজ!! তাই এম,এ বি,এ পাস হইয়া কিম্বা সাত সমুদ্র তেরনদী পার হইয়া বিলাত হইতে বিদ্যা শিক্ষা পূর্ব্বক দেশে আসিয়াও কিছু হইতেছে না। যাহাই করি—

যাহাই শিখি—যাহাই দেখি—যাহাই শুনি—শেষ উদ্দেশ্য চাকুরী—কেবল চাকুরী, চাকুরী, চাকুরী !!! আর ভাল মন্দ জ্ঞান ও হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হইয়া যাহা দেখিলাম তাহাই অনুকরণ করিলাম। একবার ভাবিলাম না যে, যাহা অনুকরণ করিলাম, তাহা আমাদের দেশের বা সমাজের কিম্বা স্বাস্থ্যের অথবা নিজ শরীরের উপযোগী হইবে কি না ! এই অনুকৃতি-প্রিয়তাই আমাদিগের মহান্ সর্ব্বনাশের মূল হইয়াছে। বঙ্গবাসী আর্য্য-ভ্রাতৃগণ ! যদি আপনারা নিজের মঙ্গল চান—স্বজাতির মঙ্গল চান—স্বদেশের মঙ্গল চান—সমাজের মঙ্গল চান, তবে অনুকৃতি-প্রিয়তা হইতে অবসৃত ও দেশীয় আচার ব্যবহারের পরতন্ত্র হইয়া আর্য্যসমাজের মুখোজ্জ্বল করিতে কৃতসঙ্কল্প হউন। বৃথা বিদেশীয়দিগের চাল-চলনের অনুকরণ করিয়া জনসমাজে নিন্দার ভাজন হইবার কি প্রয়োজন ? অনুকৃতিপ্রিয় বলিয়া আপনাদিগকে দেশীয় বিদেশীয় সকলেই ঘৃণা করিয়া থাকে ; এবং কহিয়া থাকে যে, বাঙ্গালিদিগের মত অনুকরণ-প্রিয় জাতি আর দ্বিতীয় নাই ; ইহাঁরা সদসৎ বিচার রহিত ও অব্যবস্থিতচিত্ত ; অবস্থানুসারে ইহাঁদিগের আচার, ব্যবহার, খাওয়া, পরা, সকলই পরিবর্ত্তনশীল ; এক ভাবে থাকিয়া দেশাচার, জাতীয়-চরিত্র রক্ষা ও সামাজিক নিয়মাদি পালন করিতে ইহাঁরা সম্পূর্ণ অমনোযোগী ; পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্য কার্য্য করিতেও ইহাঁরা পরাঙ্মুখ। কোন কোন স্থলে পিতা মাতা পুত্রের নিকট "Old fool" বলিয়া পরিগণিত ! ইহাঁরা ভ্রমেও ভাবিয়া দেখেন না যে, ইহাঁরাও ইহাঁদিগের সন্তান সন্ততি কর্ত্তৃক ভবিষ্যতে ঐরূপে ব্যবহৃত হইবেন।—

"We think our fathers fools, so wise we grow.
Our wiser sons no doubt will think us so."

Alex : Pope.

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়েও বঙ্গবাসী আর্য্যগণ একেবারে সম্পূর্ণ অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছেন সন্দেহ নাই।—

প্রথম। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের কৃত বহু পুরাতন ও বহু জন-মনোরঞ্জন জ্যোতিষ, সাহিত্য, দর্শন ও বেদ পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র ও মাতৃ ভাষার আলোচনার পরিবর্ত্তে আমরা যে পরকীয় ভাষা ও পরকীয় ধর্ম্মশাস্ত্রাদির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি—যে জাতীয় আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তে বিজাতীয় আচার ব্যবহারে রত হইয়াছি, সে সমুদায়ই অচিরস্থায়ী; এবং বিদেশীয়দিগের অবর্ত্তমানে কখনই আমাদিগের সম্পত্তি বলিয়া বোধ হইবে না। অতএব ইহাকে অবনতি ব্যতিরেকে উন্নতি কিরূপে বলা যাইতে পারে?

দ্বিতীয়। যে সনাতন আর্য্যধর্ম্মের তুল্য ধর্ম্ম আর দ্বিতীয় নাই—অন্য কোন ধর্ম্ম যাহার ন্যায় সম্পূর্ণতা ও স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় নাই—যে ধর্ম্মে ব্রহ্মজ্ঞানের পবিত্র পথ পরম পরিস্কৃত আছে, সেই ধর্ম্মের প্রতি সন্দিহান হইয়া—সেই ধর্ম্মকে অশ্রদ্ধা করিয়া—বৃথা অন্য ধর্ম্মাবলম্বন বা অন্য কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় সৃজন এবং তদ্দ্বারা লোকের মনোভাব বিচলিত করিয়া মূল ধর্ম্মে দোষারোপ ও তৎসমাজভুক্ত লোকদিগকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া তাহার বলক্ষয় করা ইত্যাদি, উন্নতি কি অবনতি?

তৃতীয়। 'পরহস্তগতং ধনং' প্রবাদ বাক্যটীর ফল ও মর্ম্মার্থ অবগত থাকিয়াও যখন লোকে আবার কার্য্যে তাহাই করিতেছেন—অর্থাৎ এদেশস্থ প্রায় সমস্ত ধনবান্ ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ আপনাপন ধনসম্পত্তি বর্ত্তমান রাজপুরুষদিগের হস্তে অর্পণ করিয়া সামান্য কতকগুলি কাগজ মাত্র লৌহ-সিন্ধুক মধ্যে অতি যত্নের সহিত যক্ষের মত রক্ষা করিতেছেন—যাহার ভবিষ্যৎ ভাল মন্দ কিছুই জানা যায় না—তখন অবনতি বৈ আর উন্নতি কিসে?

চতুর্থ। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি। তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচঃ॥" যখন এই উৎকৃষ্ট উপদেশ-সূচক প্রবাদ বাক্যের প্রথম ও দ্বিতীয়—অর্থাৎ অত্যুত্তম ও উত্তম এই দুইটী যাহা পূর্ব্বে আমাদিগের দেশে অতিশয় প্রবল ছিল, এবং এক্ষণে যাহার পরিবর্ত্তে শেষোক্ত দুইটী—অর্থাৎ মধ্যম ও অধম—আমাদিগের মধ্যে ভয়ানক প্রবল তখন অবনতি বা উন্নতি, কি বলা যাইতে পারে?

পঞ্চম। যখন আমাদিগের দেশজাত বহু উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান্ দ্রব্যাদি বহুল পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইয়া তৎপরিবর্ত্তে কতক-গুলা সামান্য ক্ষণভঙ্গুর বাসন ও পাটের বসন ইত্যাদি মূল্যবিহীন চাকচিক্যবিশিষ্ট দ্রব্যের আমদানী হইতেছে, তখন ইহা উন্নতি কি অবনতি?

ষষ্ঠ। যখন আমাদিগের দেশের সর্ব্বজন-মনোরঞ্জন ও সর্ব্ব কার্য্যোপকারী, পশু-শ্রেষ্ঠ, আমাদের মাতৃস্থানীয়, গো-কুলের নিত্য সহস্র সহস্র জীবন বিনাশ হইতেছে, তখন ইহা উন্নতি কি অবনতি?

সপ্তম। পূর্ব্বে আমাদিগের দেশে ধনী, নির্ধন প্রভৃতি সর্ব্ব-সাধারণ লোকেরই অবস্থা সর্ব্ববিষয়েই সচ্ছল ছিল। কেহই কোন বিষয়ে অসুখী ছিলেন না। সকলেই অর্থ ও শস্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। অতিথি, অভ্যাগত, আত্মীয় কুটুম্বাদি আসিলে অতি যত্ন ও আদরের সহিত মনের উল্লাসে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করি-তেন। এবং তাদৃশ ব্যক্তির আগমন তাঁহাদিগের নিয়ত প্রার্থনীয় ছিল। কিন্তু এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা ঘটিয়াছে। শস্যাদি সঞ্চয় এখন অপমানের কার্য্য বলিয়া পরিগণিত। দৈনিক বা মাসিক উপার্জ্জনে জীবনের উচ্চভাব পর্য্যবসিত হইয়াছে। বাহ্য চাকচিক্যই কর্ত্তব্য কার্য্যমধ্যে পরিণত হইয়াছে। অবস্থা এতই

হীন হইয়াছে যে, সামাজিক ক্রিয়া কলাপ ও ব্রতাদি নিয়ম পালন করা দূরে থাকুক, আত্মীয় কুটুম্বের আগমন অথবা অতিথি সৎকারও লোকের আন্তরিক কষ্টকর ও অতিরিক্ত অপব্যয় বলিয়া বিবেচিত হয়। বাস্তবিকই কুটুম্ব আসিলে এখন লোককে 'মাথায় হাত' দিয়া বসিতে হয়। চাকুরী গেলে কাহারও—বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত লোকের—খাইবার সঙ্গতি নাই। অতএব এ সকল উন্নতি কি অবনতি ?

অষ্টম। গুরুজনের প্রতি অভক্তি, তাঁহাদের জ্ঞানগর্ভ বাক্যে উপহাস, তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্মাননা না করা ও তাঁহাদের সম্মুখে স্পর্দ্ধাসহ বাক্য বিন্যাস করা (যাহা বিজ্ঞতার কার্য্য বলিয়া অনেকে ভাবিয়া থাকেন) ইত্যাদি আজ কাল এক প্রকার অভ্যস্ত কার্য্য মধ্যে গণ্য হইয়াছে। ইহার ফল সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা। অতএব এ সকল উন্নতি না অবনতি ?

নবম। বিবাহকালে কন্যা-কর্ত্তার সর্ব্বস্বাপহরণ ও রক্তশোষণ ইত্যাদি উন্নতি না অবনতি ?

দশম। দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া নিজের শরীর ও স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করা এবং তিথি নক্ষত্র বিশেষে দ্রব্যাদির গুণের ব্যত্যয় প্রভৃতি বিচার না করিয়া যথেচ্ছ পান ভোজন ও কালাকাল বিবেচনা না করিয়া স্ত্রী-সহবাস এবং তজ্জনিত ব্যাধি সৃজন ইত্যাদি উন্নতি না অবনতি ?

এবম্বিধ অবনতি সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তৎপ্রতিবিধানে মনোযোগী হওয়া কি উচিত নহে ? কিন্তু তাহাতেও সমাজবন্ধন বিশেষ আবশ্যক। অতএব প্রস্তাবিত সমাজের অভ্যুদয় যে আমাদিগের বিশেষ উপকারী ও উপযোগী হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অধুনা আমাদের দেশে বিদ্যা ফলবতী হয় না কেন ?

——oo——

অধুনা বঙ্গ-সমাজের ভাব এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, তদুপলক্ষে আনন্দ করি, বা আক্ষেপ করি, সাধুবাদ প্রদান করি বা ধিক্কার প্রদান করি, হাস্য করি বা ক্রন্দন করি, ইহা স্থির করিয়া উঠা যায় না। আমারদের মনের যে এইরূপ দ্বৈধভাব, ইহারএকটা নিরাকরণ আবশ্যক। কেন না দ্বৈধভাবকে প্রশ্রয় দিলে তাহার ফল কেবল কার্য্যের হানি—আর কিছুই নহে। যদি কার্য্য চাও তবে দ্বৈধকে যত শীঘ্র হয় মন হইতে বিদায় কর। আনন্দের বিষয়ই বা কি এবং আক্ষেপের বিষয়ই বা কি তাহা নির্ণয় কর, তাহা হইলে কার্য্যকালে কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিবে। বঙ্গসমাজে এক্ষণে বিদ্যা লইয়া বহুতর আন্দোলন হইতেছে। বিদ্যা উপলক্ষে অনেকে আনন্দ এবং আক্ষেপ দুইই এক সঙ্গে প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, "আজিকার দিনে বিদ্যার বড়ই উন্নতি হইতেছে" আবার পরক্ষণেই বলেন, "আবার তাও বলি, বিদ্যার উন্নতিতে তেমন ফল দর্শিতেছে না!" ইহার প্রতি বক্তব্য এই যে, প্রকৃত প্রস্তাবে বিদ্যার উন্নতি হইতেছে ইহা যদি সত্য হয়, তবে তাহা হইতে যে ফল উৎপন্ন হইবে না, ইহার অর্থ নাই। যদি স্থির-চিত্তে ভাবিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দুইটি আক্ষেপের বিষয় আমরা দেখিতে পাই; এক এই যে, বিদ্যা শিক্ষা যেমন হওয়া উচিত তেমন হইতেছে না—বিশুদ্ধরূপে হইতেছে না; আর এক এই যে, বিদ্যাকে

কেমন করিয়া কার্য্যে প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা আমরা জানিও না, শিখিও না। আমরা শুকপক্ষীর ন্যায় পরের ভাষা বলিতে শিখি; যাত্রার সঙের ন্যায় পরের পরিচ্ছদ পরিধান করিতে শিখি; এবং বালকদিগের ন্যায় পরের লিপিতে দাগা বুলাইতে শিখি; ইহাতেই আমরা মনে করি যে, আমাদের বিদ্যা বুদ্ধির আর ইয়ত্তা নাই। ইহাতে আমরা আক্ষেপ না করিয়া কি করিব!

মানিলাম যে বিদ্যা যতদূর শিখিবার তাহা তুমি শিখিয়াছ; কি সত্য, কি অসত্য, ইহার যতদূর জানিবার তাহা জানিয়াছ; কিন্তু সে বিদ্যার কার্য্য কি হইতেছে? মনে করিতেছ যে, তোমার কুসংস্কার বিনাশ পাইয়াছে; কিন্তু কই! যখন দেখিতেছি যে, পাশ্চাত্য বশীকরণ শক্তি তোমার বিদ্যা বুদ্ধি সমস্তই গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, তখন কেমন করিয়া বলিব যে, পুর্ব্বের ন্যায় এক্ষণে তুমি শক্তির উপাসনা কর না। শক্তির উপাসনা কাহাকে বলে? ইতর ভাষায় একটি প্রবাদ আছে "যে দিকে পড়ে জল সেই দিকে ধর ছাতি" ইহাকেই শক্তির উপাসনা বলে। ইংরাজেরা শক্ত লোক, তাহারদের প্রলোভন শক্ত প্রলোভন, তাহারদের বাহুবল শক্ত বাহুবল, অতএব ইংরাজি আচার ব্যবহার রীতি সকলই মস্তকে করিয়া পূজা করিতে হইবে; ইহাকেই শক্তির উপাসনা বলে। যদি আমরা যন্ত্র-বিদ্যা শিখিলাম তবে দেশ কাল অবস্থা বিবেচনা করিয়া যে, কোন প্রকার সুচারু যন্ত্র নির্ম্মাণ করিব, তাহা আমারদের কর্ত্তৃক হইবে না। যাহা চক্ষে দেখিব, তাহারি উপরে দাগা বুলাইব, ইহাতেই আমরা ধনুর্দ্ধর। পঠদ্দশায় দাগা বুলানো আবশ্যক ইহা যথার্থ কথা, কিন্তু চিরকালই কি আমরা পঠদ্দশায় কালক্ষেপ করিব? যদি আমরা পুরাবৃত্ত শিখিলাম, তবে দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া যে, দেশের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইব, অর্থাৎ আমারদের

নিজের দেশের পূর্ব্বাপর অবস্থা এবং লোকের ভাব গতি বিবেচনা করিয়া যে দেশহিতার্থে কোন সদুপায় অবলম্বন করিব, তাহা আমাদের দ্বারা হইবে না! তবে, ইংলণ্ডদেশে যে যে প্রকার উপায় অবলম্বিত হইতেছে তাহার উপরে যদি দাগা বুলাইতে বল, তাহাতে আমরা আছি। ইংলণ্ডে পার্লিয়ামেণ্ট্ আছে, ইহা দেখিয়া বরং আমরা কতকগুলি কাষ্ঠ-পুত্তলিকার পার্লিয়ামেণ্ট সংস্থাপন করিব, তথাপি আমাদের অস্থিতে, মজ্জাতে, বাহুতে ও মনেতে অজেয় শক্তির সঞ্চার করিতে পারে এমন এক উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম যাহা আমাদের নিজ দেশেতেই আছে, যদ্দ্বারা আমরা জীবন্ত মনুষ্য হইতে পারি, "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই অজেয় মন্ত্রের বলে যাহাতে আমরা এক অদ্বিতীয় ঐক্য-বন্ধনে বলী হইতে পারি, প্রাণ থাকিতে আমরা সে দিকে যাইব না! পুত্তলিকার ন্যায় নৃত্য করিতে বল, সঙ্ সাজিতে বল, গড্ডলিকা-প্রবাহের ন্যায় চলিতে বল, শুক পক্ষীর ন্যায় কথা কহিতে বল, তোমার কথাগুলিকে মস্তকের উপরে স্থান দিব, কিন্তু যদি স্বাধীনরূপে বুদ্ধি চালনা করিতে বল, যদি আপনার দেশের পূর্ব্বাপরের সহিত যোগ রাখিয়া চলিতে বল, যদি দেশ কাল পাত্র বিবেচনা পূর্ব্বক বিদ্যাকে কার্য্যে প্রয়োগ করিতে বল, এক কথায় এই যে, যদি জীবন্ত মনুষ্য হইতে বল, তবেই সর্ব্বনাশ! বিদ্যা শিক্ষার ফল কি এই! বিদ্যা উপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের মুখ কোথায় উজ্জ্বল হইবে, না তাহা ক্রমশই দীন হীন এবং শ্রীভ্রষ্ট হইয়া যাইতেছে। ইহা দেখিয়া শুনিয়া কি আমরা স্থির হইয়া থাকিতে পারি? আমাদের দেশের বিজ্ঞলোকেরা কি স্থির হইয়া আছেন? ইহা কখন বিশ্বাসযোগ্য নহে। বল দেখি, কত শত মহদ্ব্যক্তি সময়ের কুটিল গতি দেখিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতেছেন? হৃদয়ের অশ্রু হৃদয়ে সঞ্চিত হইয়া

হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে, তথাপি নয়ন-দ্বার দিয়া বাহির হইবার পথ পাইতেছে না। মরুভূমিতে যে দেবতার বর্ষণ হয় না, সে ভাল, কেন না সহস্র বর্ষণ হইলেও সেখানে কোন ফল জন্মিবে না। আমাদের দেশের হৃদয়সকল যখন এত কঠিন, কর্কশ এবং নীরস হইয়াছে যে, তাহাদিগকে পাষাণ বলিলেও হয়, কাষ্ঠ বলিলেও হয়, মরুভূমি বলিলেও হয়, সে স্থানে সহৃদয় ব্যক্তিরা যে অশ্রু সম্বরণ করিবেন, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা উপদেশ সম্বরণ করিবেন, হিতৈষী ব্যক্তিরা শুভানুষ্ঠান সম্বরণ করিবেন, ইহার একটিও বিচিত্র নহে। নিষ্ফল আড়ম্বরে যাঁহাদের প্রবৃত্তি, তাঁহারাই চীৎকার ক্রন্দনধ্বনিতে আকাশ ফাটাইয়া দেন। ভিক্ষুকেরা দ্বারে দ্বারে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বেড়ায়। সে ক্রন্দনের অর্থ এই যে, ভিক্ষা দেও ত চুপ করিব, না দেও ত কাঁদিব। "যাচিয়া মান এবং কাঁদিয়া সোহাগ" ইহাতে কোন ফল নাই। কিন্তু ভিক্ষার ক্রন্দন স্বতন্ত্র এবং আক্ষেপের ক্রন্দন স্বতন্ত্র। দেশের দুর্গতি দেখিয়া কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি নির্জ্জনে ক্রন্দন না করিয়া স্থির থাকিতে পারেন? এই সকল ব্যক্তির প্রতিই আমার বিশেষ লক্ষ্য, কেননা তাঁহারা ব্যথার ব্যথী; তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি আমার কথায় কর্ণপাত করুন বা না করুন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না।

এক্ষণে যদি কোন ব্যক্তির বিদ্যাশিক্ষা সাঙ্গ হইল, অমনি এক দিক্ হইতে ওকালতি, এক দিক হইতে ডাক্তারি এবং এক দিক্ হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং এই তিন ব্যবসায় তিন দিক্ হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করে। যাঁহাদের যৎকিঞ্চিৎ পাথেয়-সংস্থান আছে তাঁহারা ওকালতির মৃগতৃষ্ণিকার দিকে ধাবিত হন, এবং সেই পাথেয় যত শেষাবস্থার নিকটবর্ত্তী হয়, ততই পণ্ডিতি বা মাষ্টারি পদ তাঁহাদিগকে আকাঙ্ক্ষা করিতে থাকে। যাঁহারা

নিতান্তই নিঃসম্বল তাঁহারা হয় ডাক্তারি নয় ইঞ্জিনিয়ারিং এই দুয়ের একটি বৃত্তি অবলম্বন করেন। যাঁহারা সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি তাঁহারা অবিরল-নিপতিত সংবাদপত্র-ধারায় অবগাহন করত রাজ-নীতিজ্ঞমণ্ডলীর মধ্যে গণ্য হইতে ইচ্ছা করেন। পরন্তু দেশের হিত-সাধনের জন্য বিদ্যাশিক্ষা করেন এমন একজন ব্যক্তিও এক্ষণে দুর্লভ। পূর্ব্বে যিনি যাহা শিক্ষা করিতেন, সমস্তই দেশের উপকারার্থে সন্ন্যস্ত করিতেন, এক্ষণে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। এক্ষণে এত ত রাজনীতিজ্ঞ মহাত্মা বর্ত্তমান আছেন, রামমোহন রায়ের মত কার্য্যে অগ্রসর হউন দেখি কেমন তাঁহাদের সাধ্য! কার্য্যের মত কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করিবেন, পরে এইরূপ স্থির করিবেন যে, যেহেতু অধিকাংশ সভ্যের মতে ইহা অনাবশ্যক অতএব ইহা এই-খানেই অন্ত হউক! তবে যদি অদৃষ্ট-ক্রমে কোন গবর্ণর পরলোকে কিম্বা ইংলণ্ডে প্রস্থান করেন, তখন মহাসমারোহ, মহা বক্তৃতা, মহা করতালি ইত্যাদি মহদ্ব্যাপার সকলের আর ইয়ত্তা থাকে না, এবং কিয়দ্দিন পরেই স্বাক্ষর-পুস্তকরূপ টানাজাল সহরে নগরে পল্লীতে নিক্ষিপ্ত হইয়া বড় ছোট মধ্যবিৎ অগণ্য শীকারে জীবিত-মান হইয়া উঠে। যাঁহারা শেষোক্ত প্রকার কার্য্যকেই কার্য্য এবং দেশের বাস্তবিক কোন হিত-সাধনকে অকার্য্য মনে করেন, তাঁহা-দের বুদ্ধির দোষ কি গুরুতর! অবস্থার দোষে অনেকে ভালকে অব-লম্বন করিতে পারেন না, মন্দকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না—এ একরূপ; এবং বুদ্ধির দোষে অনেকে ভালকে মন্দ মনে করেন, মন্দকে ভাল মনে করেন—এ একরূপ; এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, অবস্থার দোষে তত নয় যত বুদ্ধির দোষে আমাদের বিদ্যাসাধ্য তাবতই পণ্ড হইয়া যাইতেছে। বুদ্ধির দোষ কতরূপ হইতে

পারে তাহা বুঝিতে হইলে বুদ্ধির অবয়বগুলি পৃথক্ পৃথক্ করিয়া নির্ব্বাচন করা আবশ্যক। বুদ্ধির প্রধান অবয়ব দুইটি, এক বিশুদ্ধরূপে সত্য জানা; আর এক, বিশেষ বিশেষ কার্য্যেতে সেই সত্য প্রয়োগ করা। জ্ঞান-শিক্ষা যেমন আবশ্যক, জ্ঞানের প্রয়োগ শিক্ষাও তেমনি আবশ্যক। যদি রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে চাও, তাহা হইলে কেবল জ্ঞান শিক্ষা করিলেই সার্থকাম হইতে পার; কিন্তু যদি ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে চাও তাহা হইলে জ্ঞান-শিক্ষা এবং জ্ঞানের প্রয়োগ শিক্ষা দুয়েতে যত্ন বিভাগ করিতে হইবে।

ইহা অল্প আক্ষেপের বিষয় নহে যে, আমাদের দেশে জ্ঞানশিক্ষা যেমন বিশুদ্ধ রূপে হওয়া উচিত তেমন হয় না; কিন্তু আরও আক্ষেপের বিষয় এই যে, জ্ঞানের প্রয়োগ-শিক্ষা মূলেই হয় না। আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, সরল-রেখা-পথে জ্ঞানের উন্নতি হইয়া থাকে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে এ সিদ্ধান্তটি উল্‌টিয়া যায়। ঘূর্ণাবায়ু যেমন ধূলিরাশি হরণ করত গগণমার্গে চক্রায়মান হইয়া উত্থান করে, সেইরূপ জ্ঞান পরীক্ষা আহরণ পূর্ব্বক উন্নতি-মার্গে উত্থান করে। ঘূর্ণাচক্রের সহিত জ্ঞানের গতিসাদৃশ্য এইরূপ, যথা প্রথমে জ্ঞান, পরে জ্ঞানের প্রয়োগ; পরে উচ্চতর জ্ঞান, পরে তাহার প্রয়োগ, পরে তদপেক্ষা উচ্চতর জ্ঞান; এই পদ্ধতি অনুসারে জ্ঞানের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে, কিন্তু আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী কিরূপ? বিদ্যার একটা কোন বিশেষ বিভাগ ধরা যাউক; মনে কর পুরাবৃত্ত; অত্রস্থ বিদ্যালয়ে পুরাবৃত্তের বিশুদ্ধ সত্য মূলেই শিক্ষিত হয় না। একেবারেই ইংলণ্ডের পুরাবৃত্ত, অথবা যাহা আরও মন্দ, বিকৃত ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত ছাত্রদিগকে গিলাইয়া দেওয়া হয়। সার্ব্বলৌকিক মানব প্রকৃতিতে যে একটি স্বাধীনতার

ভাব বদ্ধমূল আছে, তাহা কেমন করিয়া অল্পে অল্পে উন্মেষিত হয়, তাহার বাধা বিঘ্ন কি কি, তাহার সহায় কি কি, ইত্যাদি ভাবের কতকগুলি সত্য আছে, যাহা কোন বিশেষ জাতিতে বদ্ধ নাই, পরন্তু যাহা মনুষ্যজাতি মাত্রেই খাটে, পুরাবৃত্তঘটিত সেই যে সকল বিশুদ্ধ সত্য তাহা আড়ালে রাখিয়া, ইংলণ্ডের পুরাবৃত্তের প্রতিই যত ঝোঁক দেওয়া হয়; এবং তাহার আনুসঙ্গিকরূপে ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে ফল কি হয়? না ইংলণ্ডের পুরাবৃত্তই পুরাবৃত্ত, আর সকল জাতির পুরাবৃত্ত অকর্ম্মণ্য, এইটি আমাদের ধ্রুবজ্ঞান হয়। সাধারণ মানবজাতির পুরাবৃত্তের স্থলে ইংলণ্ডীয় পুরাবৃত্তকে অভিষেক করা কি ভয়ানক স্পর্দ্ধার কার্য্য! মানব-প্রকৃতির মহত্ত্ব কেবল ইংলণ্ডেরই সম্পত্তি এরূপ মনে করা এবং দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা এরূপ মনে করা উভয়ই সমান! অত্যুক্তির যে কতদূর দৌড় হইতে পারে, উভয়েই তাহার দৃষ্টান্তস্থল। এই প্রকার এক-দিক্‌দর্শী বিদ্যা-শিক্ষা যে পর্য্যন্ত না আমাদের দেশ হইতে বহিষ্কৃত এবং তাহার পরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ সত্য-সকলের শিক্ষা প্রদান প্রচলিত হইবে, সে পর্য্যন্ত আমাদের বিদ্যা মূর্খতার দুর্গ-স্বরূপ হইয়া বিস্ফোটক যেমন অস্বাস্থ্যকর ক্লেদে স্ফীত এবং উত্তপ্ত হইয়া উঠে, সেইরূপ অহঙ্কারে স্ফীত এবং উত্তপ্ত হইয়া কষ্টেরই কারণ হইবে। অতএব সর্ব্বাগ্রে বিশুদ্ধরূপে বিদ্যাশিক্ষা করা এবং পশ্চাতে তাহাকে কার্য্যে প্রয়োগ করা আবশ্যক। প্রয়োগ-শিক্ষার পদ্ধতি স্বতন্ত্র। বিশুদ্ধ সত্য ধ্রুব—তাহার নড় চড় নাই, তাহা না হিন্দু না মুসলমান, না ইংরাজ না ফরাসীস্; কিন্তু এক যে সেই বিশুদ্ধ সত্য তাহা ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে প্রয়োজিত হইতে পারে; প্রয়োগবিষয়ে প্রতি ব্যক্তি এবং প্রতি জাতির স্বাধীনতা রহিয়াছে। কোন বিদ্যার

প্রয়োগশিক্ষার সময়ে সেই স্বাধীনতাকে স্মরণ রাখা উচিত। কোন ভাষার ব্যাকরণ শিক্ষা করিতে হইলে পুস্তকে যেমনটি লেখা আছে তেমনটি শিক্ষা করিলেই হইতে পারে, কিন্তু সেই ভাষাটির প্রয়োগ-শিক্ষা করিতে হইলে 'যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং' করিলে চলিবে না। আপনি স্বাধীন ভাবে যে পর্য্যন্ত না ভাষা-প্রয়োগ করিতে শিখিব সে পর্য্যন্ত শিক্ষা অসম্পন্ন থাকিবে। স্বাধীন ভাবে প্রয়োগ করা কেবল মাত্র শিক্ষিত বিদ্যার কার্য্য নহে, তাহাতে বুদ্ধিচালনা আবশ্যক। সুতরাং যদি বিদ্যা শিখিয়াও আমরা তাহা কার্য্যে প্রয়োগ করিতে অসমর্থ হই তবে তাহাতে আমাদের বুদ্ধির দোষ সপ্রমাণ হইবে। পুরাবৃত্তের মূল-সত্য সকল আমরা শিখি নাই, এবং তাহা স্বাধীন ভাবে জাতি বিশেষের উপরে বা অবস্থাবিশেষের উপরে প্রয়োগ করিতেও শিখিনাই; কি শিখিয়াছি? না অমুক শকে অমুক ঘটনা হইয়াছিল, অমুক ব্যক্তি বড়ই বীর ছিলেন, অমুক ব্যক্তি অমুক যুদ্ধে জয়ী হইয়া ছিলেন ইত্যাদি! এসকল বিষয় জানাতে আমাদের যে কি পুরুষার্থ হয় তাহা ভাবিয়া পাওয়া সুকঠিন। এক ত পুরাবৃত্ত-বিষয়ক সার্ব্বলৌকিক সত্য সকল আমরা জানি না। তাহাতে আবার যাহা কিছু আমরা জানি তাহা স্বাধীন ভাবে প্রয়োগ করিতে পারি না। প্রত্যুত 'যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং' এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকি। আমাদের দেশকে এখন পরা-ধীন দেখিতেছি বলিয়া মনে করি যে, পরাধীনতাই বুঝি আমাদের দেশের অলঙ্কারস্বরূপ। ইংলণ্ডের প্রাদুর্ভাব আমরা চক্ষে দেখি-তেছি, এজন্য আমরা ইংলণ্ডীয় জাতিকেই মানবজাতির আদর্শ-রূপে গ্রহণ করিতেছি। কিন্তু যাহা চক্ষে দেখিব তাহাকেই সার জ্ঞান করিব, এরূপ যদি সংকল্প করা যায়, তবে আর বিদ্যা বুদ্ধির প্রয়োজন কি? এক জন কৃষকও ত তাহাই করিয়া থাকে। সে

চক্ষে দেখে সূর্য্য পূর্ব্বদিক্ হইতে পশ্চিমদিকে গমন করে, তাহাই তাহার নিকটে বেদবাক্য। যদি পুরাবৃত্ত-বিষয়ে যথার্থই আমাদের জ্ঞান থাকিত, এবং তাহার প্রয়োগ-বিষয়ে যথার্থই কুশল হইতাম তাহা হইলে স্বাধীন ভাবে আমাদের ভাবগতি বুঝিতে চেষ্টা করিতাম, এবং তাহাতে অনেক ফল লাভ করিতাম। ইউরোপের যেমন সকল দেশেই স্বাধীনতার ভাব কোন না কোন সময়ে পরিস্ফুট হইয়াছে, রোমে হইয়াছে, গ্রীসে হইয়াছে, ফ্রান্সে হইয়াছে, স্পেনে হইয়াছে, পোর্টুগালে হইয়াছে, তেমনই তাহা ইংলণ্ডে হইয়াছে; এবং সকল দেশেই যেমন যথা-সময়ে স্বাধীনতা ম্লান ভাব ধারণ করিয়াছে কালে ইংলণ্ডেও তাহা সেইরূপ ম্লান ভাব ধারণ করিবে, ইহা কিছু অসম্ভব নহে। এখন সূর্য্য পশ্চিমদিকের মুখ উজ্জ্বল করিতেছে বলিয়া আর যে তাহা পূর্ব্বদিকে উদিত হইবে না—এ কথা কখন বিশ্বাসযোগ্য নহে। আমাদের দেশে স্বাধীনতা এককালে কিরূপে বীজভাব হইতে বৃক্ষভাবে পরিণত হইয়াছিল এবং পুনরায় তাহা কিরূপে বীজভাবে পরিণত হইল, এবং ভবিষ্যতেই বা তাহা কিরূপে বৃক্ষভাব ধারণ করিবে এবিষয় স্বাধীন ভাবে আমরা আলোচনা করি-না। করি কি? না ইংলণ্ডের স্তুতিবাদ, ইংলণ্ডের জয়ঘোষণা, শক্তের আনুগত্য! আর কি? না অশক্তের প্রতি পীড়ন, অশক্তের উপরে প্রভুত্ব, অশক্তের সদ্‌গুণসকলেরও প্রতিবাদ! ইহারই নাম বিদ্যানুশীলন!! যদি কোন বিদ্যা আমরা বিশুদ্ধরূপে শিক্ষা করি, তবে তাহাকে আমরা স্বাধীনরূপে কার্য্যে প্রয়োগ করিবার অধিকারী হই। যদি নৌকা-নির্ম্মাণ-বিদ্যায় বিশুদ্ধরূপে পারদর্শী হই, তবে সমুদ্র গমনার্থে একরূপ নৌকা নির্ম্মাণ করি, নদী ভ্রমণার্থে অন্য একরূপ নৌকা নির্ম্মাণ করি। যদি পুরাবৃত্ত-বিদ্যায় বিশুদ্ধরূপে পারদর্শী হই, তবে ইংলণ্ডের উন্নতি

সাধনের জন্য কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক, এবং স্বদেশের উন্নতির জন্যই বা কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক, ইহার ভেদ আমরা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি। ইংলণ্ডের সভ্যতাও আমাদের স্কন্ধে চাপাইতে যাই না এবং আমাদের সভ্যতাও ইংলণ্ডের স্কন্ধে চাপাইতে যাই না। যদি যথার্থরূপে পুরাবৃত্ত শিক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে সকল জাতির পুরাবৃত্ত নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করিয়া, সকলের মধ্য হইতে মূল সত্য গুলি অগ্রে সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য, পশ্চাতে তাহা ভিন্ন ভিন্ন জাতির উপরে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। তাহা না করিয়া কোন এক বিশেষ জাতিকে যদি একাধিপত্য দেওয়া যায় তাহা হইলে বিদ্যার নিতান্তই অবমাননা করা হয়; যেহেতু বিদ্যা ইংরাজিও নহে, বাঙ্গালিও নহে; বিদ্যা পক্ষপাত শূন্য এবং বিশুদ্ধ। বিদ্যার শুভ্র গাত্রে যদি কোন কলঙ্ক চিহ্ন দেখিতে পাও তবে নিশ্চয় জানিও, যে কোন শত্রুপক্ষ তোমার চক্ষুতে ধূলি মুষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছে, তাই বিশুদ্ধ বস্তুতেও মালিন্য অবলোকন করিতেছ। ইংলণ্ডে ওক গাছের যেমন সম্মান, আমাদের দেশে বট অশ্বত্থের তেমনি সম্মান; জর্ম্মণ দেশে রাইন নদীর যেমন সম্মান, আমাদের দেশে গঙ্গা নদীর তেমনি সম্মান; এই প্রকার সমতার প্রতি দৃষ্টি করিলে সমুদায় মানব প্রকৃতি যে এক ছাঁচে গঠিত তাহা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি। তবে কেন আমরা বট অশ্বথ ছাড়িয়া ওক গাছের শরণাপন্ন হইব? গঙ্গা নদী ছাড়িয়া রাইণ নদীর শরণাপন্ন হইব? মহাভারত রামায়ণ ছাড়িয়া মিল্টন্ হোমরের শরণাপন্ন হইব? বেদ বেদান্ত ছাড়িয়া ইহুদীয় শাস্ত্রের শরণাপন্ন হইব? এবং আমাদের দেশের জ্ঞান-গর্ভ অমূল্য ভাষার সুমধুর আস্বাদ বিস্মৃত হইয়া পরের উচ্ছিষ্টকে মহাপ্রসাদ জ্ঞান করিব? পুরাবৃত্তের মূলসত্য গুলি দেশ কাল

পাত্র বিশেষে কিরূপে প্রয়োগ করিতে হয় তাহা না জানাতেই আধুনিক নব্য সম্প্রদায়ের যত কুবুদ্ধি ঘটে। পুরাবৃত্ত-বিষয়ে যাহা বলা হইল সকল বিষয়ে ঐরূপ। ইংরাজি প্রণালীতে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করা উচিত, অনেকের মনে এইরূপ একটা বিশ্বাস জন্মিয়াছে। কৃষিবিদ্যাঘটিত মূল-সত্য সকল শিক্ষা করাতে অনেক ফল আছে ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। কিন্তু আমাদের দেশে এতকাল কৃষিকার্য্য চলিয়া আসিতেছে, অথচ আমাদের দেশের চাষারা কৃষিকার্য্য কিছুই বুঝে না, ইংরাজেরা সকল বুঝে, ইহা কখনই বিশ্বাসযোগ্য নহে। যাঁহারা আমাদের দেশের কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের উচিত যে, আমাদের দেশের ভূমির অবস্থা কিরূপ তাহা বিশেষরূপে জানেন এবং আমাদের দেশের কৃষকেরা কিরূপ প্রণালীতে কার্য্য করে তাহা তন্ন তন্ন করিয়া শিখেন, তাহা হইলেই স্বাধীনভাবে কৃষিবিদ্যার মূল সত্য সকল কার্য্যে প্রয়োগ করিবার অধিকার জন্মিবে। যদি কোনস্থলে শিক্ষিত বিদ্যার সহিত পরীক্ষার ঐক্য না হয় তবে সেই স্থলে শিক্ষিত বিদ্যার প্রতিবাদ করিতে হইবে, ইহাতে ভয় করিলে চলিবে না। কিন্তু এরূপ করিবার অধিকারী কে? যিনি প্রভূত শ্রম স্বীকার করিয়া পরীক্ষিতব্য তাবৎ বিষয় স্বচক্ষে প্রণিধান পূর্ব্বক দেখিয়াছেন, এবং ধৈর্য্যসহকারে প্রচলিত কৃষিপ্রণালী আদ্যোপান্ত শিক্ষা করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন আর কেহ নহে। যিনি ইংলণ্ডের কৃষি-বিদ্যা, অথবা ইংলণ্ডের চিকিৎসা-বিদ্যা, অথবা ইংলণ্ডের বেশ ভূষা বা রীতি নীতি, অবিকৃতভাবে এদেশের স্কন্ধে চাপাইতে যান, তাঁহারা এক কিম্ভূত দৃশ্য! হংস, কাষ্ঠ-বিড়ালীর ন্যায় চলিতে অভ্যাস করিতেছে; সৌরভপূর্ণ পদ্মফুল আপনার কায়াকে ক্ষুদ্র করিয়া, কাষ্ঠ-গোলাপের বেশ ধারণ করিতেছে; হিমালয়,

আল্পের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইতেছে; আমাদের দেশের উদার মন এবং দোধূয়মান পরিচ্ছদ সকল, কুটিল মন এবং খর্ব্বাকৃতি পরিধেয় বস্ত্রের অনুকরণ করিতেছে; এ যেমন এক অদ্ভুত দৃশ্য, উহাও সেইরূপ।

শুভ্রবসনা বিদ্যাকে পাঁচরঙা বস্ত্র পরাইলে, তাহা কি কখন মানায়? অবিদ্যাকেই তাহা সাজে! যাহা আড়ম্বর এবং চাক-চিক্যে ভুলে না, যাহার দূরদৃষ্টি কৃত্রিম সভ্যতার মায়াপ্রাচীরে প্রতিহত হয় না, তাহাই বিদ্যা; যাহার ভিতরে অসার বাহিরে আড়ম্বর, যাহার নৈসর্গিক্ শোভা কিছুই নাই, অলঙ্কারই সর্ব্বস্ব, যাহা আপাত-রম্য কিন্তু পরিণামে বিষ-তুল্য, তাহাই অবিদ্যা। এই অবিদ্যাকে বিদ্যা মনে করা, বুদ্ধির একটি প্রধানতম দোষ। যাঁহারা অবিদ্যাকে বিদ্যা মনে করেন, তাঁহারা চাপল্য এবং কুটিল-তাকে মনুষ্যের একটা মহৎগুণ বলিয়া মনে করেন। বিদ্যাকে আমরা মস্তিষ্কের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখি; অবিদ্যার কথা শুনিয়া চলি; এ অবস্থায় বিদ্যা হইতে যে কোন ফলই ফলে না তাহাতে আর বিচিত্র কি? যেমনটি দেখিব তেমনটি করিব এই ভাবটি অবিদ্যার লক্ষণ; পরন্তু যাহা উচিৎ তাহাই করিব এই ভাবটি বিদ্যার লক্ষণ। মনে কর, জাহাজ তৈয়ারি করা দেখিলাম এবং যেমনটি দেখিলাম তেমনটি শিখিলাম। জাহাজের এরূপ গঠন হওয়া উচিত, এরূপ গঠন হওয়া উচিত নহে, ইহা এই অংশে বিজ্ঞান-সঙ্গত, এই অংশে বিজ্ঞানসঙ্গত নহে, ইহাতে এই গুণ, ইহাতে এই দোষ, এ সকল কিছুই জানিলাম না, যেমনটি দেখিলাম তেমনটি শিখিলাম; ইহাতে ফল এই হয় যে, আমি সেইরূপ জাহাজ তৈয়ারি করিতে পারিব, কিন্তু দেশ কাল অবস্থা ভেদে যদি অন্য রূপ জাহাজ প্রস্তুত করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলেই আমি অন্ধকার দেখিব।

জাহাজ তৈয়ারি-বিষয়ে যথা-দৃষ্ট অনুকরণ করিতে শিখিলে, তাহাতে কতকটা ফল দর্শিতে পারে, কিন্তু সে ফল বিদ্যার চক্ষে অতীব অকিঞ্চিৎকর। বিদ্যা এই চাহেন যে, তুমি যন্ত্র-বিদ্যার সত্য সকল শিক্ষা কর, এবং নিজের বুদ্ধি চালনা করিয়া সেই সত্য কার্য্যেতে প্রয়োগ কর; যেরূপ গঠন বিজ্ঞান-সঙ্গত এবং দেশ, কাল অবস্থার উপযুক্ত বিবেচনা কর, তোমার জাহাজকে তুমি সেই প্রকার গঠন প্রদান কর; আপনার বুদ্ধিকে স্বাধীনভাবে পরিচালনা কর। প্রথম প্রথম তোমার কার্য্য অপরিপক্ক হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানের স্বাধীন প্রয়োগ অভ্যাস দ্বারা ক্রমে যত তোমার বুদ্ধি খুলিবে, ততই তোমার কার্য্য উৎকর্ষ লাভ করিবে; স্বাধীন বুদ্ধি চালনাই উন্নতি লাভের একমাত্র উপায়। লেখা শিখিবার সময় প্রথমে কিছু কাল দাগা বুলান আবশ্যক, সন্তরণ শিখিবার সময় প্রথমে কলশ অবলম্বন করিয়া চলা আবশ্যক, হাঁটিতে শিখিবার সময় প্রথমে ধাত্রীর হস্ত ধারণ করিয়া চলা আবশ্যক, ইহা ঠিক কথা; কিন্তু কবে স্বাধীন ভাবে লিখিতে পারিব, কবে স্বাধীন ভাবে সন্তরণ দিতে পারিব, কবে স্বাধীন ভাবে হাঁটিতে পারিব, এ কামনাটি আমাদের মন হইতে যেন তিলার্দ্ধ অন্তর না হয়। অনেক বিষয় এমন আছে যাহাতে আমাদের স্বাধীনতা খাটে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বিশুদ্ধ বিদ্যা ধ্রুব ও অটল; তাহা আমাদের স্বাধীনতার আয়ত্তের মধ্যে নহে। কিন্তু সেই যে বিশুদ্ধ বিদ্যা, তাহাকে মস্তিষ্কের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে না, পরন্তু তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন দেশ কাল পাত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে। এই যে প্রয়োগ-ব্যাপার ইহাতে যিনি যে পরিমাণে স্বাধীন বুদ্ধি চালনা করিবেন, তিনি সেই পরিমাণে কৃতকার্য্য হইবেন। যখন আমরা লিখিতে শিখি তখন আমরা আমাদের নিজের ছাঁদে লিখি, যখন সন্তরণ

দিতে শিখি তখন নিজের ধরণে সন্তরণ দিই, যখন চলিতে শিখি তখন নিজের রকমে চলি। কিন্তু আমাদের দেশে বিদ্যাশিক্ষার ফল অবিকল ইহার বিপরীত দেখিতে পাওয়া যায়; যথা, মিল্‌টন্ যেরূপে লিখিয়াছিল আমাদের সেইরূপ লিখিতে হইবে, মিউস্‌কে যেমন করিয়া সম্বোধন করা হইয়া থাকে, সরস্বতীকে সেইরূপ করিয়া সম্বোধন করিতে হইবে; আমরা যে আপনার ছাঁদে লিখিব, আপনার চক্ষে দেখিব, দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া চলিব, এটুকু স্বাধীনতাও আমাদের থাকিয়া কাজ নাই! যাহা দেখিব তাহা শিখিব, ইহাই আমাদের শিরোভূষণ!! বিদ্যা-শিক্ষার এই কি ফল? আমাদের দেশের ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকেরা অন্যান্য দেশের ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকদিগের ন্যায় চলিয়াছেন; এক্ষণকার নব্য ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকেরা ক্রাইষ্ট্ কিরূপে চলিয়াছিলেন, মহম্মদ কিরূপে চলিয়া-ছিলেন, চৈতন্য কিরূপে চলিয়াছিলেন এই সকল অন্বেষণ করিয়া বেড়ান, এবং তদনুসারে চলিতে বলিতে অভ্যাস করেন। পুরাবৃত্ত পাঠ কর, দেখিবে, ক্রাইষ্ট্ মহম্মদ বা অন্য কোন ধর্ম্ম-সংস্কারক অন্য কাহারও আঁচল ধরিয়া চলেন নাই, ইহা দেখিয়া শুনিয়াও তুমি কি মনে কর যে, কোন্ দেশে, কোন্ কালে, কোন্ অবস্থায়, কে কিরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন, সেইরূপ কার্য্য তুমি এই দেশে এই কালে এই অবস্থায় অনুকরণ করিয়া বাস্তবিক কোন স্থায়ী ফল লাভ করিতে পারিবে? কি বুদ্ধির ভুল!

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে অগত্যা উপনীত হইতে হইতেছে যে, সর্ব্বজাতি-সাধারণ বিদ্যার যে একটি বিশুদ্ধ অংশ আছে তাহার মর্ম্ম আমরা কিছু মাত্র বুঝিতে পারি নাই; এবং আমাদের যেরূপ দেশ, যেরূপ কাল, যেরূপ অবস্থা, তাহা-তেই বা কিরূপে বিদ্যা প্রয়োগ করিতে হয় তাহাও আমরা

শিখি নাই; শিখিবার মধ্যে কেবল আমরা দাগা বুলাইতে শিখিয়াছি! আমাদের স্বদেশীয় পূর্ব্বতন একটি সামান্য কবিরও মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি না, অথচ বিদেশীয় মহাকবিদিগের মর্ম্ম গ্রহণে যৎপরোনাস্তি পটু হইয়াছি এবং তাঁহাদের লিপিতে দাগা বুলাইয়া না এদিক না ওদিক এইরূপ নূতন নূতন অদ্ভুত সঙের সৃজন কার্য্যে অসামান্য নিপুণ হইয়া উঠিয়াছি। কিন্তু ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, বিশুদ্ধ বিদ্যা এবং তাহার স্বাধীন প্রয়োগ, এ দুই বিষয়ের শিক্ষাতে আমরা যত দিন বঞ্চিত থাকিব, ততদিন আমাদের বিদ্যা ফলবতী হইবে না।

বাহুল্য অনেক বলিয়াছি, এক্ষণে সকল বক্তব্য এক দুই কথায় বলিয়া অদ্যকার মত বিদায় গ্রহণ করি। বিদ্যা মনুষ্য-জাতি মাত্রেরই সম্পত্তি; বিদ্যাকে যদি বিশুদ্ধ চক্ষে দেখ তবে দেখিবে যে, ইংরাজি পরিচ্ছদে তাহার শোভা বৃদ্ধি হয় না এবং বাঙ্গালি পরিচ্ছদেও তাহার শোভা ম্লান হয় না; উদার অমায়িক এবং বিশুদ্ধ বিদ্যাকে বাঙ্গালির হিতসাধনার্থে প্রয়োগ করিতে হইলে বাঙ্গালি রকমে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যদি যন্ত্র-বিদ্যা শিখ, তবে এক দিকে যেমন যন্ত্র-বিদ্যার মূলবর্ত্তী বিশুদ্ধ সত্য সকল শিক্ষা করিবে এবং বড় বড় ইউরোপীয় যন্ত্র সকলের মর্ম্ম, অভিসন্ধি, কৌশল প্রভৃতি জ্ঞানের আয়ত্ত করিবে, অন্যদিকে স্বদেশে যে সকল যন্ত্র প্রচলিত রহিয়াছে স্বাধীনভাবে বুদ্ধি চালনা করিয়া সে সকলের উন্নতি সাধনার্থে যত্নবান্ হইবে এবং যদি কোন নূতন যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবার প্রয়োজন হয় তবে তাহা দেশ কাল পাত্রের উপযোগী করিয়া স্বাধীনভাবে নির্ম্মাণ করিবে। যদি পুরাবৃত্ত শিখ, তবে পুরাবৃত্ত মন্থন করিয়া সর্ব্ব-জাতীয় মূল্য-সত্য সকল আহরণ কর এবং তাহা স্বদেশের হিতসাধনার্থে প্রয়োগ কর। সকল বিদ্যা

সম্বন্ধেই ঐরূপ জানিবে। এক কথায় এই যে, বিদ্যার মূল-সত্য সকল প্রথমে উত্তমরূপে আয়ত্ত করিবে; সেই মূল-সত্যগুলিকে দেশ কাল পাত্র ও অবস্থার সহিত জড়িত না করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞাননেত্রে পর্য্যবেক্ষণ করিবে ; কিন্তু যখন তাহাদিগকে কার্য্যে প্রয়োগ করিবে, তখন এই বিশেষ দেশে, এই বিশেষ কালে, এই বিশেষ অবস্থায়, এই বিশেষ জাতিতে, কিরূপে প্রয়োগ করা যাইতে পারে তাহা সবিশেষ বুদ্ধি চালনা করিয়া স্থির করিবে। যাঁহাদের বিদ্যা শিক্ষা সাঙ্গ হইয়াছে তাঁহাদিগকে আমি বিনীত ভাবে বলি যে, স্বাধীনভাবে বুদ্ধি চালনা করিয়া সেই বিদ্যাকে স্বদেশের হিতসাধন কার্য্যে প্রয়োগ কর, আপনার বুদ্ধি অনুসারে এবং আপনার দেশের প্রকৃত পদ্ধতি অনুসারে বিদ্যাকে কার্য্যে প্রয়োগ কর। তিনটী বিষয়ে সাবধান,—শুকপক্ষী হইও না, দাগা বুলানো সার করিও না, সঙ্ সাজিও না, আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

বিলাত বা অপরাপর দেশ বিদেশ গমন।

—oo—

বিদ্যালাভার্থ বিলাত বা অপরাপর দেশ বিদেশ গমনাগমনের প্রথা আজ কাল যেরূপ প্রচলিত দেখা যাইতেছে এবং তৎপ্রতি এদেশীয় আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যেরূপ আগ্রহ, তাহাতে

আমাদিগের সমাজ হইতে অচিরে তৎসম্বন্ধে কোন উপায় নির্দ্ধারিত না হইলে দেশ, সমাজ বা আর্য্যবংশাবতংস যুবকবৃন্দ কাহারই উন্নতির আশা নাই। সমাজ-বন্ধন-শিথিলতাই সকল অনর্থের মূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহই আর সমাজের মুখাপেক্ষা করেন না; সকলেই যথেচ্ছাচারী হইয়া ইচ্ছামত খাওয়া, ইচ্ছামত পরা, ইচ্ছামত যথা তথা গমন ইত্যাদি বিবিধ সমাজ বিগর্হিত কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন ও হইতেছেন, এবং ইচ্ছামত যে কোন সমাজে বা সম্প্রদায়ে মিলিত হইয়া প্রধান সমাজের (আর্য্যসমাজ) যৎপরোনাস্তি অবনতি ঘটাইতেছেন। কেহ ধর্ম্ম, কেহ বিদ্যা, কেহ বা অর্থ উপার্জ্জনের নিমিত্ত অনায়াসেই আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদিগের স্নেহময় সংসর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, পৈতৃক পথ একেবারেই অগ্রাহ্য করিয়া, নানা প্রকার নূতন নূতন পথ অবলম্বন করিতেছেন। এইরূপ নানা প্রকার উপপ্লবে উপপ্লুত হইয়া বিশুদ্ধ আর্য্য-সমাজ একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতিরই ঘৃণাস্পদ হইয়া দাঁড়াইতেছে। সকলেই জানিয়াছে যে, আর্য্যজাতির তুল্য অব্যবস্থিতচিত্ত ও অনুকরণপ্রিয় জাতি আর দ্বিতীয় নাই। ইহাঁদের মনোবৃত্তি, ধর্ম্মবৃত্তি বা কর্ম্মবৃত্তি সমস্তই পরিবর্ত্তনশীল। পৃথিবীর অপরাপর জাতিদিগের মত ইহাঁরা আপনাপন সমাজ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম ইত্যাদির প্রতি দৃঢ়তর বিশ্বাসের সহিত মনকে স্থির রাখিতে পারেন না; ইহাঁরা সর্ব্বক্ষণই নূতনত্বপ্রিয়। এই সকল কারণেই এদেশীয়দিগের উপর অপরাপর সভ্যজাতিদিগের বিশ্বাসও ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইয়া আসিতেছে। অনেকে বলিয়া থাকেন, বঙ্গবাসী আর্য্যেরা সামান্য অর্থের লোভে না করিতে পারেন এমন কার্য্যই নাই! অর্থেরই জন্য উচ্চপদাভিলাষী হইয়া ইহাঁরা আত্মীয় বন্ধু স্বজনদিগের সমাজ ত্যাগ করিয়া বিলাত গমন করেন। যদি কেহ বলেন

ইহাঁদের বিলাত গমন দেশের উন্নতির জন্য, কিন্তু সে কেবল কথার কথা—একটা ছলনা মাত্র; কার্য্যে কিছুই হয় না, বরং সমূহ অবনতিই ঘটিতেছে। কই দেখান দেখি, কয়জন ব্যক্তি দেশহিত-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বিলাত ভ্রমণ করিতেছেন বা করিয়াছেন? * সকলেই নিজ নিজ স্বার্থের জন্য—নিজ নিজ অর্থোপার্জ্জন লালসা পরিতৃপ্ত করিবার জন্যই বিলাতগামী হয়েন। যাঁহারা সামান্য অর্থের জন্য মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধুর অমৃতময় সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাদের অসাধ্য কি আছে? তাঁহারা সকলই করিতে পারেন। তাঁহারা যে কতদূর মূঢ় ও স্বার্থপর তাহা বর্ণনাতীত। অতএব এরূপ অসার স্বার্থপরদিগেয় দ্বারা জাতীয় চরিত্র রক্ষা বা দেশের হিতসাধন ইত্যাদি হওয়া নিতান্ত দুর্ঘট।

এতদ্দেশীয় যুবকেরা এক্ষণে স্ব স্ব প্রধান হইয়া আপনাপন ইচ্ছামত কার্য্য করিতেছেন, সমাজের বা মাতা পিতা প্রভৃতি গুরু-জনের মতামতের অপেক্ষা করেন না। তাঁহাদিগের মনে যখন যাহা উদিত হয় তখনই তাহা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। সমাজের মুখাপেক্ষী হওয়া দূরে থাকুক বরং তাহাকে এক প্রকার ঘৃণাই করিয়া থাকেন। ইহাঁরা প্রায়ই স্বেচ্ছামতে বিলাত যাইতেছেন, তথায় অবস্থিতি করিতেছেন, এবং তথাকার আচার ব্যবহার ইত্যাদির অনুকরণ করিয়া আপনাদিগকে মহৎ ও ক্ষমবান্ মনে

* এস্থলে বৈদ্যকুলোদ্ভব স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন ও বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তির ও শ্রীযুক্ত বাবু লালমোহন ঘোষ মহাশয়ের উদাহরণ অনেকে দিতে পারেন। কিন্তু প্রথমোক্ত মহোদয়দ্বয় নিজ নিজ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আধিপত্য বিস্তার ও শেষোক্ত মহাশয় সাধারণ ভারতের রাজনৈতিক হিতসাধন সঙ্কল্পে বিলাত গমন করিয়াছিলেন ও করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে আর্য্যসমাজের সহিত তাঁহাদিগের কোনও সংশ্রব ছিল না ও নাই। কাজেই আর্য্যসমাজের নিকট তাঁহাদের বিলাত যাওয়া না যাওয়া দুইই সমান।

করিয়া "ধরাকে সরা" জ্ঞান করিয়া থাকেন। পরে তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া স্বেচ্ছামত স্থানে বাস করেন; দেশীয় সমাজের দিকে ঘেঁসেন না; দেশীয় আচার ব্যবহারের প্রতি ফিরিয়া চাহেন না; দেশীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিতে পারেন না; দেশীয় লোকের সহিত ভাল করিয়া আলাপও করেন না! কেবল বিলাতি সংসর্গভুক্ত থাকিয়া বিলাতি অশন—বিলাতি আসন—বিলাতি বসন—বিলাতি বাসন ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া সাহেব হইবেন ইহাই তাঁহাদিগের নিতান্ত বাসনা। কিন্তু যদি ভাবিয়া দেখেন তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন শিখী পুচ্ছধারী বায়সের সহিত তাঁহাদের কোন প্রভেদ নাই। তাঁহারা হ্যাট কোটই পরুন, খানাই খাউন, সাবানই মাখুন আর চুরটই খান, যে "কালা আদ্‌মি" তাহাই থাকেন। তাঁহারা না সাহেব সমাজে আদৃত হন, না আর্য্য-সমাজে গৃহীত হন। এ কেবল তাঁহাদের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র!!

" কাকস্য চঞ্চু যদি স্বর্ণ যুক্তৌ।
মাণিক্য যুক্তৌ চরণৌচ তস্য।
একৈক পক্ষে গজরাজ মুক্তা।
তথাপি কাকঃ নচ রাজ হংসঃ॥ "

সুবিজ্ঞ ইংরাজ কহিবেন যে, যে আপনার জাতি, আপনার কুল, আপনার সমাজ, অধিক কি, আপনার পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারিল, তাহার সংসর্গে অপর সমাজের কি কখন ইষ্ট হইয়া থাকে? বরং অনিষ্টই হইবে। এইরূপে অবমানিত হই-লেও তাঁহারা ওরূপ সাহেব সাজিতে কিছুমাত্র লজ্জিত বা সংকু-চিত হয়েন না। বরং কেহ কেহ আবার 'সাহেব' না বলিলে রাগ করিয়াও থাকেন! যাহা হউক, ইহাঁদিগেরই মধ্যে আবার কোন কোন বাঙ্গালি-সাহেব যাঁহাদিগের অদৃষ্ট বিলাতি মেজাজেও প্রসন্ন

হয় না, পুনরায় যথাবিধানে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও আর্য্যসমাজ ভুক্ত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন ; কিন্তু তাঁহাদিগের সে আশা নিতান্ত দুরাশা মাত্র। কেন না, যখন তাঁহারা স্বেচ্ছাবশতঃ দেশীয় সমাজের অবমাননা পূর্ব্বক ম্লেচ্ছ সংসর্গে মিলিত হইয়া যথেচ্ছাচারী ও আর্য্যসমাজ বিগর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহাদিগের পক্ষে পুনরায় আর্য্যসমাজভুক্ত হইবার কোনরূপ বিধান আছে কি না বলিতে পারি না। তবে দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া চলিতে হইলে বা পরিণামের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে গেলে বলিতে পারি যে, জলযানে দেশ বিদেশ পর্য্যটনের কোনরূপ উপায় বিধান করা আর্য্যসমাজের নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। নচেৎ ক্রমে ক্রমে সুশিক্ষিত নব্য সভ্য যুবকদিগের সংসর্গ হইতে আর্য্যসমাজকে একেবারে বঞ্চিত হইতে হইবে। ঊনবিংশতি শতাব্দীর প্রতাপ যেরূপ প্রবল, তাহাতে বর্ত্তমান বিলাতাভিমুখী নব্য সভ্যদিগের গতি যে কোনরূপে রোধ হইবে এমত কখনই বিবেচনা হয় না। এরূপ স্থলে সমাজ একেবারে নিশ্চেষ্ট থাকা বা দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় সামাজিক নিয়মের কোনরূপ হ্রাস বৃদ্ধি না করা, বোধ হয় কোন ক্রমেই শুভ নহে। সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিই যখন সময়ের স্রোতে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তখন যে সামান্য মনুষ্যসমাজ—যাহা বহুশত শতাব্দী পূর্ব্বে আর্য্য মহোদয়গণ কর্ত্তৃক সংগঠিত হইয়াছে—বর্ত্তমান কাল স্রোতে কোনরূপ রূপান্তর প্রাপ্ত হইবে, তাহারই বা বিচিত্র কি ? এক্ষণে সমাজস্থ আর্য্য মহোদয়জনগণের নিকট বিনয় সহকারে প্রার্থনা যে, তাঁহারা "জাতীয় চরিত্রের" প্রতি লক্ষ্য এবং দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় সকল দিক বজায় রাখিয়া যদি উপরোক্ত বিষয়ের কোনরূপ উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দেন, তাহা হইলে আমাদের দেশের ও

সমাজের যথোচিত গৌরব বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই; এবং আধুনিক নব্য সভ্য সম্প্রদায় যদি কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া সমাজের মুখাপেক্ষা করেন ও দেশস্থ সমস্ত বন্ধু বান্ধবের সহিত মিলিয়া দেশ বিদেশ পর্য্যটনের কোনরূপ সদুপায় উদ্ভাবন করিয়া সর্ব্বসামঞ্জস্যমতে বর্ত্তমান বিশৃঙ্খলাবদ্ধ আর্য্যসমাজের পুনঃসংস্করণে বদ্ধপরিকর হয়েন, তাহা হইলে আর্য্য জাতির জাতীয়-গৌরব যে কতশত পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। অপরাপর বিদেশীয় জাতি যেরূপে আপনাপন চেষ্টা, যত্ন, বলবুদ্ধির কৌশল ও অর্থব্যয় দ্বারা বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবযান প্রস্তুত পূর্ব্বক আপনাদিগের নিজ নিজ সামাজিক নিয়মের অধীন থাকিয়া দেশ বিদেশে স্বাধীনভাবে গতিবিধি ও তদ্দ্বারা স্বদেশের, স্বজাতির ও স্বসমাজের উন্নতি সাধন এবং গৌরববৃদ্ধি করিতেছেন, অথচ দেশ দেশান্তরে যাইয়া ও তথায় বিভিন্ন জাতির সহবাসে থাকিয়াও বিভিন্ন সমাজের নিয়মাধীন বা তাঁহাদিগের স্বীয় সামাজিক ধর্ম্ম কর্ম্মের বিরুদ্ধাচারী হয়েন না, তদ্রূপ নিয়মাধীনে থাকিয়া, হে ভারতবাসী আর্য্যসন্তানগণ! আপনারাও অনায়াসে দেশ বিদেশ গমনাগমনের উপায় অবলম্বন করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। এরূপ প্রণালীবদ্ধ হইয়া দেশ বিদেশ গমনাগমন আর্য্যসমাজের অনুমোদিত ও শাস্ত্র সঙ্গত হইলেও হইতে পারে। এবং সামাজিক ধর্ম্ম কর্ম্ম ইত্যাদি সকলই বজায় থাকিয়া উদ্দেশ্য বিষয়ও অনায়াসেই সাধিত হইতে পারে; দেশ, সমাজ, বিদ্যাচর্চ্চা ও বাণিজ্য ইত্যাদি সকল বিষয়েরই উন্নতি হইয়া দিন দিন আর্য্য-গৌরবে সমস্ত পৃথিবী একেবারে প্রতিভান্বিতা হইতে পারে; কোন দিকে কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। অতএব হে ভারতবাসী মহাতেজস্বী কীর্ত্তিকলাপ-সংস্থাপনক্ষম আর্য্য মহো-

দয়গণ! আপনারা যদি সকলে একত্র, এক পরামর্শী ও একচিত্ত হইয়া মুক্তহস্তে ধনদান দ্বারা দেশ বিদেশ গমন ও বর্ত্তমান রাজ-পুরুষ বা অপরাপর সভ্যতম উন্নত জাতিদিগের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার, ব্যবহার স্বচক্ষে পর্য্যবেক্ষণ এবং বাণিজ্যাদি কার্য্যের বহু বিস্তৃতি ও উন্নতি সাধন করিবার জন্য, দুই চারি খানি অর্ণবপোত প্রস্তুত করিয়া দেশীয় লোক, দেশীয় জল, দেশীয় খাদ্য ও দেশীয় ভৃত্য ইত্যাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক বিলাত বা অপরাপর দেশ বিদেশে যাইবার ও তত্তৎস্থানে হিন্দুপল্লী সংস্থাপনানন্তর অবস্থিতি করিবার সুবিধা সম্পাদন করিয়া দেন, তাহা হইলে অপরাপর বিদেশীয়দিগের মত যত্ন সহকারে ও বলবুদ্ধির কৌশলে কি এদেশীয় আর্য্য-জাতিরা নিজ নিজ জাতি, কুল, মান, সম্ভ্রম, ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও সামাজিক নিয়ম ইত্যাদি রক্ষা করিয়া—সকল দিক বজায় রাখিয়া—এই সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে সক্ষম হয়েন না? অবশ্যই হইতে পারেন। বরং তাহাতে ভারতীয় আর্য্যজাতির যাহা কিছু মান ও গৌরব এপর্য্যন্ত অবশিষ্ট আছে, তাহা শত সহস্র গুণে বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহাদিগের বল বীর্য্য ও শৌর্য্যের পুনরুদ্ধার সাধিত হইতে পারে। ইহাতেও যদি এ দেশীয় মন্থরগতি, বয়োবৃদ্ধ, বিদ্যাভিমানী পণ্ডিতগণ মনঃক্ষুণ্ণ হয়েন ও জাতি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা করেন, তাহা হইলে উল্লিখিত-রূপ নিয়মাদি পালন ও দেশীয় রীতি নীতি অনুসারে চলা ব্যতীত, সংস্রবাদি দোষের জন্য আমরা পুনরায় প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিতেও প্রস্তুত আছি, এবং তাদৃশ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা আমাদের হতশ্রী, তপ্ত-কাঞ্চনের ন্যায় আরও শত পরিমাণে শ্রী ধারণ করিবে এবং শ্রীরাম-চন্দ্রের সীতা পরীক্ষার ন্যায় আমাদের মহত্বের আর পরিসীমা থাকিবে না। প্রত্যুত তাদৃশ প্রায়শ্চিত্ত কার্য্য লজ্জাকর বা

অবমানের কারণ বলিয়া গণ্য না হইয়া বরং আমাদের সমধিক পরিতৃপ্তির বিষয় বলিয়া উপলদ্ধি হইবে। নতুবা আজকালের ন্যায় যে সকল ভারতবাসী বিলাত গিয়া গোধনের শ্রাদ্ধ করতঃ নানা মাংসে উদরপূর্ত্তি করিয়া এদেশে প্রত্যাগত হইতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যে কেহ কেহ আর্য্যসমাজভুক্ত হইবার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে অভিলাষী হয়েন, সে এক প্রকার "গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা" মাত্র! তাঁহাদিগের প্রায়শ্চিত্ত যে কোন্ শাস্ত্রের কোন্ বিধি হইতে পরিগৃহীত হইতে পারে, জানি না। স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া দেশীয় সমাজ ও মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু ইত্যাদির অবমাননা পূর্ব্বক ম্লেচ্ছ সংসর্গে সুদূর দেশে বাস করিয়া অভক্ষ্য ভক্ষণ, অপেয় পান করিলে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত আদৌ আর্য্যশাস্ত্রোক্ত নহে।

কোন কোন বিলাত প্রত্যাগত যুবক বলেন যে, তাঁহারা স্বদেশের উন্নতি সাধন ও মুখ উজ্জ্বল করিবার জন্য উচ্চশিক্ষাভিলাষী হইয়া বিলাত গমন করিয়া থাকেন। কিন্তু বিলাত গমন যখন এপর্য্যন্ত আর্য্যধর্ম্ম ও আর্য্যসমাজ বিরুদ্ধ, তখন সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া—সমাজ হইতে বহু দূরে থাকিয়া—তাঁহারা যে কিরূপে সমাজের মঙ্গল সাধন ও মুখ উজ্জ্বল করিবেন, ভাবিয়া পাই না। তাঁহারা যে নিতান্ত স্বার্থাভিলাষী হইয়া আত্মোন্নতির নিমিত্তই ব্যগ্র চিত্তে শোচনীয় আর্য্যসমাজ হইতে দূরবর্ত্তী হইতেছেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। পূর্ব্বেও এবিষয় বলিয়া আসিয়াছি। অতএব সমাজ তাঁহাদিগের নিকট হইতে কিছুমাত্র প্রত্যাশা করিতে পারেন না। যে স্বর্গীয় সুখ সম্ভোগের জন্য তাঁহারা পৈতৃক কুলে জলাঞ্জলি দিতেছেন, সেই স্বর্গীয় সুখ যাহাতে সমভাবে চিরদিনের জন্য তাঁহাদিগের বজায় থাকে, ইহাই আর্য্যসমাজের একান্ত বাসনা। সমাজ ত্যাগ করিয়া নিজের স্বার্থ চেষ্টায় দেশ

বিদেশ গমন, ও তাহাতেই স্বর্গীয় সুখভোগ প্রত্যাশা, তাঁহাদিগের এক প্রকার "হরিশ্চন্দ্র রাজার স্বর্গারোহণ" বলিতে হইবে! একাকী স্বর্গ গমনাপেক্ষা স্বজাতি, আত্মীয় বন্ধুর সহিত মর্ত্ত্যবাস শ্রেয়ঃ। যিনি যে উদ্দেশ্যেই কেন বিলাত যাত্রা করুন না, তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হউক, মনোভীষ্ট পূর্ণ হউক, ইহা নিতান্ত অভিলষিত সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যে প্রথাবলম্বনে বিলাত গমন হইয়া থাকে, তাহা কখনই আর্য্যসমাজের অনুমোদনীয় নহে। বিলাতগামী ব্যক্তিগণের মধ্যে যিনি যে কোন বিদ্যা শিক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হউন না, তাঁহার দ্বারা কোন না কোন সময়ে সমাজের বিশেষ উপকার ও তাহা হইতে ক্রমশঃ সমাজের পুষ্টি সাধন হইতে পারে সন্দেহ নাই। কিন্তু যিনি বিলাত গিয়া সাহেব হইলেন, বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া সাহেবী সংসর্গে মিশিলেন ও আর্য্যসমাজকে ঘৃণা করিলেন কিম্বা যিনি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন, তাঁহার নিকট সমাজ কিছুই প্রত্যাশা করিতে পারেন না। বরং তাহাতে সমাজের অঙ্গহানি ও বলক্ষয় হইয়া থাকে। এক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অপর ধর্ম্ম আশ্রয় করা নিতান্ত অজ্ঞের কার্য্য। সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাঁহারা এক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন, তাঁহারা প্রথমোক্ত ধর্ম্মের ভিতরে প্রবেশ করেন না, তাহাতে কি আছে কি নাই তাহা দেখেন না, কেবল নিজের তরল বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনাশূন্য হয়েন এবং পরিশেষে উভসঙ্কটে পতিত হয়েন। এরূপ অপক্কমতি ব্যক্তিগণের নিকট কোন সমাজই কিছু প্রত্যাশা করিতে পারেন না! ধর্ম্মান্তর গ্রহণ সম্বন্ধে কোন মহাত্মা বলিয়াছেন—

"ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং যো মূঢ় পরধর্ম্মং সমাশ্রয়েৎ।
উৎপাদকং পরিত্যজ্য তাতং বদতি চাপরং।"

অর্থাৎ নিজধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম অবলম্বন করা আর নিজ পিতাকে ত্যাগ করিয়া অপরকে পিতৃ সম্বোধন করা উভয়ই সমতুল্য।

শাস্ত্রেও কথিত আছে——

"স্বধর্ম্মে নিরয়ঃ শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ।"

ভগবদ্গীতা।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, সমাজ সংস্করণে যতই কালবিলম্ব হইবে, ততই আমরা আধুনিক নব্য সভ্য কৃতবিদ্য যুবকবৃন্দের সহবাস সুখে বঞ্চিত হইতে থাকিব; এবং ভবিষ্যতে তাঁহাদিগকে কোন মতে দূষিতও করিতে পারিব না। অতএব হে দেশ-হিতৈষী আর্য্যসমাজভুক্ত আর্য্যকুলচূড়ামণি ভদ্র সম্প্রদায়! আবার বলি, আপনারা আর অধিক নিশ্চেষ্টভাবে কালাতিপাত না করিয়া দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় অনতিবিলম্বে আপনাদিগের সমাজের পুনঃসংস্কার বিধান সঙ্কল্পে সকলে ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক বদ্ধপরিকর হউন, নচেৎ পরিণামে সমূহ অনিষ্টের সম্ভাবনা।

ভারতবাসী আর্য্যদিগের দৈহিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা।

——oo——

ভারতবাসী—বিশেষ বঙ্গবাসী—আর্য্যদিগের দিন দিন অধিকতর হীনবল, হীনবুদ্ধি, হীনতেজ, হীনসাহস ও হীনবীর্য্য ইত্যাদি হওয়ার কয়েকটী বিশেষ কারণ, মাদৃশ স্বল্পবুদ্ধি জনের মনোমধ্যে যাহা ধারণা আছে, তাহা জনসাধারণ সমক্ষে প্রচার করা বোধ করি নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না।

প্রথম কারণ। অকালে পরিশ্রম ও অতিশয় পরিশ্রম।—বর্ত্তমান রাজা শীতপ্রধান দেশীয়, আমরা তাহার বিপরীত; অথচ অনেক স্থলে, অনেক সময়ে, অনেক বিষয়ে আমাদিগকে রাজার দেশীয় চাল চলনে চলিতে হয়। আহারান্তে কায়িক বা মানসিক পরিশ্রম করা আর্য্য-আয়ুর্ব্বেদমতে আমাদিগের দেশীয় প্রথা নহে। কিন্তু বর্ত্তমান রাজপুরুষদিগের নিয়মের বশীভূত হওয়ায় আমাদিগকে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীতাচরণ করিতে হইতেছে। স্বাস্থ্যরক্ষার্থ আমাদিগের দেশীয় মত, প্রাতে ও অপরাহ্নে পরিশ্রম করা এবং ভোজনান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করা; এই কারণে, লিখন, পঠন, বিষয়কার্য্যাদি নির্ব্বাহ, রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা ইত্যাদি সকলই প্রাতে এবং অপরাহ্নে করিবার ব্যবস্থা ছিল; এবং অদ্যাবধি এদেশীয় টোল, চতুষ্পাঠী ও অনেক রাজা জমিদারদিগের মধ্যে ঐ প্রথার প্রচলন আছে। কিন্তু ইংরাজ রাজপুরুষদিগের রাজ্যে

তদ্বিপরীতে স্নান ভোজনের অনতিবিলম্বেই আবাল বৃদ্ধ সকল-কেই লেখা পড়া ও রাজ-কার্য্যাদি নির্ব্বাহ জন্য আপন আপন কার্য্যাভিমুখীন হইয়া অতি ত্রস্তভাবে দৌড়িতে হয়। ইহা আমাদিগের দেশীয় লোকের স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে একেবারেই নিষিদ্ধ। আহারান্তে পরিশ্রম করিলে—অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে—প্রখর রৌদ্রের সময় পরিশ্রম করিলে—রাত্রি জাগরণ করিয়া শ্রম করিলে বা জল বায়ুতে অধিক পরিমাণে সিক্ত (exposed) হইয়া শ্রম করিলে, শরীর শীঘ্র অবসন্ন এবং শারীরিক ও মানসিক বলের বিশেষ হ্রাস হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আহারের পরক্ষণেই কায়িক বা মানসিক শ্রম করা আর্য্য-আয়ুর্ব্বেদমতে একেবারেই অনুচিত। কেন না, আহারান্তে ঐ সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে বা কঠিন অধ্যয়নাদিতে মনোনিবেশ করিলে উচিতমত সময়ে উপযুক্তরূপে পরিপাক হয় না এবং তন্নিবন্ধন পাকাশয়ের শক্তি ক্রমে হ্রাস হইয়া থাকে, সুতরাং ক্রমে ক্রমে আহারও কমিয়া যায় এবং শরীরও বলহীন হইতে থাকে, অতএব পরিপাকের জন্য আহারের পর দুই তিন ঘণ্টা বিশ্রাম করা ও মনোবৃত্তির পরিচালনা না করা নিতান্ত আবশ্যক।

দ্বিতীয় কারণ। আবশ্যকমত আহারের ও পুষ্টিকর ভক্ষ্যদ্রব্যের অভাব এবং স্থলবিশেষে অপরিমিত আহারজনিত স্বাস্থ্যের হানি।—ভারতের উৎপন্ন শস্যাদি অনবরত অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হওয়ায় এদেশে তত্তাবতের অল্পতা নিবন্ধন মূল্য বৃদ্ধি হইয়া প্রায়ই মহার্ঘ—অতিশয় মহার্ঘ, পরিশেষে অন্নকষ্ট ও দুর্ভিক্ষ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া থাকে এবং সেই দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন বৎসর বৎসর কত শত অসহায় দীন দুঃখী গরিব যে অন্নাভাবে, অনাহারে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা

করা যায় না। দ্রব্যাদির উচ্চ মূল্য প্রযুক্ত মধ্যবিত্ত লোকের —বিশেষতঃ কেরাণীগিরি চাকুরেদিগের—সকল দ্রব্য সকল সময়ে সংগ্রহ হইয়া উঠে না। পিতামাতার হীনাবস্থাপ্রযুক্ত বাল্যকালাবধি "পেটভরিয়া" এবং ঠিক্ ক্ষুধার সময় আহার না পাওয়ায় সন্তান সন্ততিগণ সহজেই অল্পভোজী ও কৃশ এবং নিস্তেজ হইয়া থাকে। আবার স্থলবিশেষে কোন কোন অজ্ঞ পিতা মাতা অতিরিক্ত স্নেহ মমতার বশবর্ত্তী হইয়া অসময়ে, অনিয়মিত এবং অত্যধিক আহার প্রদান করিয়া অনেক বালক বালিকাকে বিবিধ পীড়ার আধার করিয়া তুলেন। শ্বশুরালয়ে গুরুজনদিগের যত্ন-শৈথিল্যবশতঃ সময়মত ও নিয়মিত আহারাভাবে কুলবধূদিগেরও স্বাস্থ্যের বিলক্ষণ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

অপরাপর বিদেশীয় ও বিজাতীয় লোকদিগের ন্যায় আমাদিগের—আর্য্যসমাজভুক্ত ব্যক্তিদিগের—মদ্য, মাংস ইত্যাদি বলকারক আহারীয় দ্রব্য কিছুই নাই এবং উহা পানে বা ভোজনে আমাদিগের বিশেষ রুচি বা অভ্যাসও নাই। এদেশীয় লোকের স্বাস্থ্যের অনুপযোগী বিধায় আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রেও উহা একেবারে নিষিদ্ধ। পুষ্টিকর আহারীয় দ্রব্যের মধ্যে দুগ্ধ ও ঘৃত ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু সেই দুগ্ধ ও ঘৃত যাহা পূর্ব্বে এতদ্দেশে আনয়াস-লভ্য ছিল, বিনা ব্যয়ে যাহা আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে তাহা এতদূর দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে যে, প্রকৃত ধনবান্ ব্যক্তি ব্যতিরেকে, সাধারণ অবস্থাপন্ন লোকদিগের মধ্যে প্রায় অনেকেই আবশ্যকমত তাহা পান বা সেবন করিতে সমর্থ হয়েন না; সুতরাং কেবল অন্নের উপর জীবন ধারণ করিয়া যে, এ দেশীয় লোকদিগের বল বুদ্ধি দিন দিন হ্রাস হইবে, বিচিত্র কি? ঘৃত দুগ্ধ

ভোজনে শরীর হৃষ্ট পুষ্ট ব্যাধিশূন্য ও দীর্ঘায়ু হয় এবং বুদ্ধিবৃত্তি পরিস্ফুটিত, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি উত্তেজিত ও মানসিক অন্যান্য বৃত্তিনিচয় সম্পূর্ণ স্ফুর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা নিতান্ত অলীক জ্ঞানে তাচ্ছিল্য করা কোন প্রকারে উচিত নহে।

দুগ্ধ ও ঘৃত এত অধিক দুষ্প্রাপ্য বা দুর্মূল্য হইবার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল অপরাপর *বিজাতীয় লোকদিগের উদর পূরণার্থ* দিন দিন সহস্রাধিক গো-ধন-জীবন-হরণ মাত্র! যখন দেখা যাইতেছে যে, গরু এতদ্দেশে কি কৃষি কার্য্য, কি বাণিজ্যাদি কার্য্য, কি শকটাদি বহন, কি সন্তান পোষণ, কি মিষ্টান্ন প্রভৃতি সুখ-সেব্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করণ, কি হতভাগ্য ভারতবাসীদিগের জীবন রক্ষা ইত্যাদি সকল বিষয়েরই জন্য বিশেষ আবশ্যক, তখন তাদৃশ জীবনাধিক গো-কুল—ভারতের জীবন—ভারতের সর্ব্বস্বধন গো-ধন—যাহাতে নরাকৃতি শকুনি গৃধিনীগণের করাল গ্রাস হইতে পরিরক্ষিত হইয়া প্রতিপালিত ও দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হয়, তৎপক্ষে সমগ্র ভারতবাসীর প্রাণপণে যত্ন করা ও চেষ্টা পাওয়া অতীব কর্ত্তব্য। যে গরুর 'শৌচ' 'প্রস্রাব' পর্য্যন্ত আমাদিগের স্বাস্থ্য রক্ষার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, [অর্থাৎ যে 'গোময়' অপেক্ষা "ছুত" বা সংক্রামক দোষ নিবারিণী (Disinfectant) ও গঙ্গোদকের ন্যায় পবিত্রকারী আর দ্বিতীয় নাই—যাহা আমাদিগের আয়ু দীর্ঘ হইবার কারণ বহুবিধ মহৌষধ প্রস্তুতের প্রধান প্রকরণ—যাহা আমাদিগের দেশে রন্ধন কারণ ইন্ধনের অভাব মোচন করিয়া থাকে—এবং যাহার স্পর্শে বা সেবনে আমাদিগের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে, এক কথায় বলিতে গেলে, যাহা আমাদিগের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত "সঙ্গের সাথি"।—যে 'গোমূত্র' আর্য্য-আয়ুর্ব্বেদমতে এক মহৌষধ—অর্থাৎ যাহা লেপনে

বা সেবনে মানব-দেহের অতি গুরুতর উৎকট ব্যাধির শান্তি হইয়া থাকে। এবং যে গোময় ও গোমূত্রের তুল্য ভূমির উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধিকারী ‘সার’ (Manure) জগতে আর দ্বিতীয় নাই।] এবং জীবনান্তেও যাহার অন্ত্রাদি অস্থি চর্ম্ম পর্য্যন্ত মনুষ্য-সমাজে সমাদৃত ও কত শত প্রকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, আহা! সেই গরুর উপকারিত্ব প্রত্যক্ষ জানিয়াও কি কাহার মনে কিঞ্চিন্মাত্রও দয়ার সঞ্চার হয় না? মাংস-ভোজীদিগের জন্য ছাগ, মেষ, মৃগ, বরাহ ইত্যাদি জলচর, ভূচর, খেচর কত শত প্রকার "জানোয়ার" আহারীয় রহিয়াছে, যাহাদিগের বিনাশে জগতের তাদৃশ ক্ষতিও হয় না, অথচ সর্ব্বজন-সুখপ্রদ গো-ধন-জীবনও রক্ষা পায়, তাহাতে কি তাঁহাদিগের উদরের পূর্ত্তি বা তৃপ্তি লাভ হয় না? তাঁহারা কি একেবারেই হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য? তাঁহাদের কি সদসৎ বিবেচনা কিছু মাত্র নাই? তাঁহারা কি এতই ভ্রান্ত ও মূঢ় যে, এরূপ বহুমূল্য গো-রত্নের আবশ্যকতা ও উপকারিতা জানিয়াও তাহার মূল্য বুঝিতে পারেন না? গো-জীবন-হরণে যে জগতের—বিশেষ ভারতবর্ষের—কি পরিমাণে অনিষ্ট হইতেছে, তাহা কি তাঁহারা ভ্রমেও অনুভব করিতেছেন না? গো-জীবন-হরণ কালে তাঁহাদিগের বুদ্ধি-শক্তিও কি গো-বুদ্ধি ধারণ করে? এই গো-জীবন-হরণে যে প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবাসী আর্য্যসন্তানদিগের জীবন হরণ করা হইতেছে, এবং স্বর্ণপ্রসবিনী ভারত ভূমির উর্ব্বরতা শক্তিরও সর্ব্বতোভাবে ব্যাঘাত ঘটিতেছে তাহাও কি আবার তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে? কি আশ্চর্য্য সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি! এরূপ নির্দ্দোষী অবলা ও সাধারণের উপকারী যে জীব, তাহার প্রতি ‘মনুষ্য’ জ্ঞান সত্ত্বেও এত দূর অত্যাচার করে! কি ভয়ানক নিষ্ঠুরতা!! এরূপ নিষ্ঠুরতার কি কোন

প্রতিকার নাই? এ স্থলে ধর্ম্মই বা কোথায় আর কৃতজ্ঞতাই বা কোথায়? হতভাগ্য আর্য্য জাতি ভিন্ন যথার্থ ধার্ম্মিক ও কৃতজ্ঞ জাতি জগতে আর দ্বিতীয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেবল মাত্র এক আর্য্যজাতিই কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়া এই পশু-শ্রেষ্ঠ গরুকে ভক্তি, স্তুতি, পূজা ও যথেষ্ট যত্ন এবং আপনাদিগের মাতৃ-স্থানীয় বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। গরুর প্রতি অত্যাচারকারী যে জাতি, তাহাদের ধর্ম্মও নাই, জ্ঞানও নাই বা হিতাহিত বিবেচনা কিছুই নাই, কেবল বলবান বলিয়াই তাহাদের সকল কার্য্য শোভা পায়। ধন্য ধনীর ধন ও বলবানের বল! সমস্ত জগতই যখন বলের বশীভূত, তখন আর আমাদিগের মনোবেদনা প্রকাশে কি ফল? সে কেবল অরণ্যে রোদন মাত্র! তবে যদি কখন প্রস্তাবিত সমাজের অধিবেশন হয়, তাহা হইলে বলিতে পারি যে, কাল সহকারে এ সকল অত্যাচার নিবারণের কোনরূপ উপায় হইলেও হইতে পারিবে।* রাজার হাতে পায়ে ধরিয়াই হউক, বা অন্য কোন উপায়েই হউক, ইহার সমুচিত প্রতিকার অবশ্যই হইবে, সন্দেহ নাই। আক্‌বর বাদশাহ যখন মুসলমান (গো-মাংসভোজী) হইয়া তাঁহার রাজ্য মধ্যে গো-হত্যা

---

* বৈদ্যবংশধুরন্ধর বিখ্যাত নামা স্বর্গীয় মহাত্মা উমাপ্রসাদ সেন মহাশয় গোহত্যার প্রাদুর্ভাবে নিতান্ত ব্যথিত হৃদয় হইয়া বিগত সন ১২৮৫ সালে "গোহত্যা নিবারণ ও দেশের উপকার উদ্দেশ্য" নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রচার করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে গোহত্যার প্রাদুর্ভাব ও তজ্জনিত বঙ্গ-ভূমে যে সকল দৈব-উৎপাত ঘটনা হইতেছে এবং গোহত্যার আধিক্য হেতু মনুষ্যের ও মনুষ্য-শরীরের যে সকল অবনতি ও ফল ভোগ হইতেছে, তাহা বিশদরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সে পুস্তিকাখানি পাঠ করিলে মনে স্বতই কারুণ্যের আবির্ভাব হইয়া এক সৎপ্রবৃত্তির উদয় হয়। গোহত্যানিবারণোদ্দেশে উক্ত মহোদয়ের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে এত দিনে বঙ্গভূমির যে বহু পরিমাণে মঙ্গল ও উন্নতি সম্পাদিত হইত, তাহার আর সন্দেহ নাই।

নিবারণ করিয়া সমুদায় আর্য্য জাতির বিশেষ শ্রদ্ধার ভাজন হইয়াছিলেন, তখন যে আমাদিগের সুবিজ্ঞ ইংরাজ রাজ-পুরুষেরা আমাদিগের বিশেষ আগ্রহ ও যত্ন দেখিলে উক্ত গো-জীবন-হরণ নিবারণ পক্ষে কোন রূপ উপায় বিধান করিতে অপারগ হইবেন, এমত বিবেচনা হয় না।

তৃতীয় কারণ। আহার, ব্যবহার ও পরিচ্ছদাদি সম্বন্ধীয় অকৃত্রিম দ্রব্য সামগ্রীর অভাব।—ঊনবিংশতি শতাব্দীর সভ্যতার প্রভাবে আমাদিগের দেশে অকৃত্রিম দ্রব্য সামগ্রী আর প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। কি দেশীয়, কি বিদেশীয় সকলেই কৃত্রিম দ্রব্যাদির ব্যবসায় যোগে নিজ নিজ স্বার্থ সাধন করিবেন, এইটীই সম্পূর্ণ ইচ্ছা। হাটে, বাজারে, গ্রামে নগরে, যে খানেই যাই, কৃত্রিম ব্যতীত অকৃত্রিম কোন দ্রব্যই দেখিতে পাই না। অপরাপর দ্রব্যাদির কৃত্রিমতায় যত কিছু হানি হউক বা নাই হউক, অকৃত্রিম * দুগ্ধ ঘৃত ও অন্যান্য আহারীয় দ্রব্যের এবং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধাদি প্রস্তুতের অনেক উপকরণ দ্রব্য সামগ্রীর অভাব হেতু আমাদিগের স্বাস্থ্যের বিলক্ষণ হানি ঘটিয়া থাকে ও ঘটিতেছে। চিকিৎসকদিগের মধ্যে অনেকেই চিকিৎসাশাস্ত্রের লিখিত সমস্ত গাছ গাছড়া রীতিমত চিনেন না বা ঠিক্ চেনা তাঁহাদিগের পক্ষে সম্ভবও নহে। একারণ তাঁহাদিগকে প্রায়ই ব্যবসায়ী লোকদিগের উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু ব্যবসায়ী মহাপুরুষগণ আজ কাল যেরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে যে অকৃত্রিম দ্রব্য সামগ্রী তাঁহাদিগের নিকট হইতে সকল সময়ে, সকল অবস্থায়, রীতিমত প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহা

* ঘৃত দুগ্ধের কৃত্রিমতা বিষয় সকলেই অবগত আছেন। নূতন করিয়া কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক নাই।

কখনই বিশ্বাসযোগ্য নহে। এবং ব্যবসায়িগণও যে শাস্ত্রোক্ত সমস্ত গাছ গাছড়া ও দ্রব্য সামগ্রী ঠিক্ জানিয়া বা ঠিক্ চিনিয়া সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহাও বলা যাইতে পারে না। অনেক স্থলে আবার 'একের অভাবে আর'—যথা "মধু অভাবে গুড়ং দত্যাৎ" এরূপ কার্য্যও যইয়া থাকে! অতএব অকৃত্রিম দ্রব্যাদির অভাব হেতু ঔষধাদি যে কৃত্রিম হইবে এবং কৃত্রিম ঔষধ ব্যবহার হেতু যে আমাদিগের স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ হানি হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি!

অর্থলালসা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য—অর্থলোভে অন্ধ হইয়া—আজ কাল লোকে যে সমস্ত রেজিষ্টরী করা ঔষধ (Patent Medicine) ও তৈল প্রভৃতি আবিষ্কার, প্রস্তুত ও প্রচার করিতেছেন, তাহার প্রায় অধিকাংশই কৃত্রিম। ঔষধাদির উপরিস্থিত নিদর্শনী (Lable) পড়িলে বোধ হয় যে, উহার ব্যবহারে "গরু হারাইলেও" পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়! কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, যত গর্জ্জে তত বর্ষে না!! কার্য্যে ষোল কড়াই কানা!!! কোন কোনটীকে অস্বাস্থ্যকর বলিলেও বলা যাইতে পারে। সম্প্রতি কলিকাতা মহানগরীতে এক প্রকার রেজিষ্টরী করা (Patent) দন্তমার্জ্জনী বাহির বা 'জাহির' হইয়াছে, যাহার বিজ্ঞাপনী পাঠ করিলে বোধ হয় যে উহার ব্যবহারে মনুষ্য-শরীরের সকল প্রকার রোগেরই শান্তি হইয়া থাকে! এমন কি, ওলাউঠা (Cholera) পর্য্যন্তও আক্রমণ করিতে পারে না!! যদি যথার্থই এরূপ কোন দ্রব্য জগতে থাকিত বা মনুষ্য-সমাজে প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে চিকিৎসাশাস্ত্রের কোনও প্রয়োজন থাকিত না; উহার প্রকাশ মাত্রেই সমস্ত চিকিৎসাশাস্ত্র লোকে ভাগীরথির জলে নিক্ষেপ করিত এবং ঐ এক মাত্র মহৌষধেরই শরণাপন্ন হইত। বাঙ্গালি ভায়ারা বর্ত্তমান সভ্যতামার্গে যতই অগ্রসর হইতেছেন—ইউরোপীয় সভ্যতা—ইউরোপীয় ব্যব-

ন্যায়-বিদ্যা—ইউরোপীয় রাজনীতি ইত্যাদির মর্ম্ম যতই ইহাঁ-দিগের অন্তরে প্রবেশ করিতেছে, ততই ইহাঁদিগের শরীর ও মন ইউরোপীয় রুচি এবং ইউরোপীয় প্রবৃত্তিতে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ঔষধটী (?) মাথা, মুণ্ড, ছাই, ভস্ম, যাহাই হউক না কেন, নিদর্শনী ও বিজ্ঞাপনে গোটাকতক বাছা বাছা লম্বা চওড়া জাঁকাল 'বুলি' বসিয়ে দিতে পারিলেই অর্থ উপার্জ্জনের একটা অতি সহজ উপায় অনায়াসে হইয়া যায়, এটী ইহাঁরা আজ কাল বিলক্ষণ শিক্ষা করিয়াছেন !! যাহাই হউক, স্বার্থের অনুরোধে মিথ্যার আরাধনা অতিশয় অমানুষের কার্য্য। বিশেষতঃ লোকের শরীররক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা, প্রাণরক্ষা ইত্যাদি সম্বন্ধে এরূপ প্রতারণা একটী ভয়ানক অত্যাচার !!!

চতুর্থ কারণ। অভক্ষ্য ভক্ষণ ও অপেয় পান ইত্যাদি অত্যাচার দ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষার বিপক্ষতাচরণ।—আজকাল সুরাপন এবং বিলাতি খানা ইত্যাদি কতকগুলি অপব্যবহার এদেশীয় অনেকের —বিশেষতঃ নব্য সভ্য সম্প্রদায়ের—মধ্যে একটী উচ্চতর ভদ্র-চাল বলিয়া গণ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে ! আবার ঐ সকল গুণের বহির্ভূত ব্যক্তিদিগকে একপ্রকার অসভ্য শ্রেণীভুক্ত বলিয়া অনেকে ঘৃণা করিয়া থাকেন ; এবং আর্য্যসমাজ-বিগর্হিত ইংরাজী আচার ব্যবহারের পরতন্ত্র হইয়া চলিতে পারিলেই রীতিমত ভদ্র সন্তান (Gentleman) মধ্যে পরিগণিত হওয়া যায়। কিন্তু কেহই ভাবিয়া দেখেন না যে, উপরোক্ত সভ্যতামার্গের পরিণাম কি দাঁড়াইতেছে !—অকালমৃত্যু, অপমৃত্যু, রোগ, শোক, মোহ ইত্যাদি যাহা কিছু আমাদিগের দেশের, জাতির এবং সমাজের অহিতকর, অকল্যাণকর ও অশুভ, তৎসমুদায়ই ঐ সভ্যতার বিষময় ফল !!—সদাচার অবলম্বনে দেহে যে স্বাস্থ্যলাভ হয়, দীর্ঘায়ু হওয়া

যায়, মনে কু-প্রবৃত্তির উদয় হয় না, বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রখর থাকে এবং আত্মা সদাই সুপ্রসন্ন হয়, ইহা তাঁহারা আদৌ জানেন না; কেহ কেহ জানিয়াও গ্রাহ্য করেন না; অনেকে আবার জানিতে ইচ্ছাও করেন না। হোটেলে বসিয়া ইংরাজের উচ্ছিষ্ট—ইংরাজের প্রসাদ—ইংরাজের ন্যক্কার ভক্ষণই এক্ষণে তাঁহাদিগের পবিত্র চাল !!

পঞ্চম কারণ। পীড়িতাবস্থায় ভিন্ন দেশীয় চিকিৎসা, ভিন্ন দেশীয় ঔষধ ও ভিন্ন দেশীয় প্রণালী মতে পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা, যাহা এতদ্দেশীয় লোকের কোমল (delicate) শরীরের নিতান্ত অনুপ-যোগী এবং যাহাতে এদেশীয় লোকের শরীরের ধাতু (system) সম্পূর্ণ বিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে ও হইতেছে। এবং স্থল বিশেষে প্রকৃত চিকিৎসার অভাব।—পৃথিবীর সকল দেশেই, স্থানীয় জল বায়ু ও তথাকার লোকের শরীরের গঠন (constitution) ও ধাতুর (system) উপযোগী এবং দেশীয় সমাজ, আচার, ব্যবহার ও প্রবৃত্তি ইত্যাদির অনুযায়ী তত্তৎদেশীয় শাস্ত্রাদির সৃজন হইয়া থাকে, অতএব বিদেশীয়—অতি দূর দেশীয়—মদ্য-মাংস-ভোজী ম্লেচ্ছ পিশাচদিগের—বিজাতীয় গোখাদক রাক্ষসদিগের—দৈত্য দানব সম অতি কঠিন দেহধারীদিগের—পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন হৃদয়-ধারীদিগের—গঠন, ধাতু ও আচার ব্যবহারানুযায়ী যে চিকিৎসা-শাস্ত্রের সৃজন হইয়াছে, তাহা যে এদেশীয় কোমল শরীর—কোমল ধাতু—কোমল গঠন ও কোমল প্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের—অতি পবিত্র সাধু ও শিষ্টাচারী আর্য্যবংশধরগণের ধাতুর বিশেষ উপ-যোগী ও উপকারী হইবে, এরূপ কখনই বলা যাইতে পারে না। তবে অর্থ-প্রয়াসী স্বার্থপর লোকে ইহা অস্বীকার করিলেও করিতে পারেন।

আমাদিগের দেশে অধুনা পীড়ার যেরূপ আধিক্য ও নূতন নূতন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। ইহার এক কারণ—বিজাতীয় চিকিৎসা দ্বারা আমাদিগের শরীরের ধাতুর পরিবর্ত্তন। আর এক কারণ—আমাদিগের দেশে পৃথিবীর চতুঃসীমা হইতে বিবিধ বিজাতীয় লোকের সমাগম হেতু তৎসহ তাহাদিগের দেশীয় নূতন নূতন ধরণের (type) রোগের আবির্ভাব এবং তাহাদিগের সহিত সতত সহবাস ও সংস্রব নিবন্ধন আমাদিগের মধ্যে সেই সমস্ত রোগের সঞ্চার ও ব্যাপ্তি। হয় ত ইহাও হইতে পারে যে, এদেশীয় জল বায়ুর সহিত সম্মিলিত হইয়া সেই সমস্ত বিদেশীয় রোগ, আদিভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক, আর এক নূতন ভাব ধারণ করিতেছে এবং সেই নূতন ভাবের বা সম্মিলিত রোগের প্রকৃত প্রতিকার জন্য হয় ত কোন রূপ নূতন ধরণের বা সম্মিলিত চিকিৎসার আবশ্যক, যাহার প্রচার এ পর্য্যন্ত অপ্রকাশ রহিয়াছে।

রোগের প্রকৃত অবস্থা সম্যকরূপ না জানিয়া ও না বুঝিয়া ঔষধের ব্যবস্থা দেওয়া বা করাতে অনেক সময়ে অনেক রোগীকে বিপরীত ফলভোগ করিতে হয়। ডাক্তার, কবিরাজ বা হাকিমদিগের এরূপ ভ্রম প্রায় অনেকেরই ঘটিয়া থাকে। অধিক কি, অনেক সময়ে সামান্য কুইনাইনের * প্রয়োগ-প্রণালীর দোষে অনেক সামান্য পীড়াও খিচুড়ি পাকাইয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। কেহ কেহ হয় ত বলিবেন যে, চিকিৎসকের এরূপ ভ্রম নিতান্ত অসম্ভব বা গ্রন্থকারের অত্যুক্তি মাত্র; কিন্তু আজকাল চিকিৎসা

* কুইনাইন, ঔষধ সামান্য নহে, কিন্তু উহার ব্যবহার অতি সাধারণ হওয়াতে 'সামান্য' বলিয়া বর্ণিত হইল।

ও চিকিৎসকের যেরূপ ধরণ ও ধারণা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে চিকিৎসক শ্রেণীকে নিম্ন লিখিত ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া তাঁহাদিগের ব্যুৎপত্তির পরিচয় দিলে উক্ত ভ্রম 'মহৎ ভ্রম' বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং তৎসহ পাঠকেরও ভ্রম বিদূরিত হইবে।

১, উত্তম।—অর্থাৎ যাঁহারা চিকিৎসা-শাস্ত্রে সুশিক্ষিত, বহুদর্শী, রোগ ও তদনুযায়ী ঔষধ নিরাকরণক্ষম। স্বীয় স্বার্থের জন্য লালায়িত না হইয়া রোগীর রোগ নিরাকরণ ও তাহার প্রতিকার বিধানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অবস্থা বুঝিয়া রোগীর অনর্থক ব্যয় করণে অপ্রবৃত্তিশীল, এবং স্থল বিশেষে নিজের স্বার্থত্যাগ করিয়াও রোগীর চিকিৎসায় সম্যক উদ্যোগী ও যত্নবান।

২, মধ্যম। যাঁহারা সুশিক্ষিত ও বিচক্ষণ, কিন্তু রোগীর চিকিৎসা বা নিজের স্বার্থ কিছুতেই অবজ্ঞা বা ঔদাস্য করেন না।

৩, অধম।—(ক), যাঁহারা সুশিক্ষিত, কিন্তু নিজের স্বার্থলাভ প্রত্যাশায় রোগীর রোগের প্রতিকারে আশু যত্নবান না হইয়া অর্থের দিকেই সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখেন।

৪, অধম। (খ)—যাঁহারা শিক্ষিত, কিন্তু রোগ বা ঔষধ নিরাকরণ বিষয়ে বিশেষ সক্ষম বা পটু নহেন; অথচ অনেক সময়ে রোগীর সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখিয়া নিজের সম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য রোগের প্রকৃত ভাব বুঝিতে না পারিলেও তাহা ব্যক্ত করেন না এবং অর্থের লোভও ছাড়িতে পারেন না। অপর বিচক্ষণ চিকিৎসকের সাহায্য আবশ্যক হইবে কি না, জিজ্ঞাসা করিলে আবার বিলক্ষণ রাগই করিয়া থাকেন! এরূপ শ্রেণীর বা স্বভাবের চিকিৎসক-দিগকে পশু অপেক্ষা অধম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না!!

৫, অধম। (গ)—যাঁহারা চিকিৎসাশাস্ত্রের দুই চারি পাত মাত্র শিক্ষা করিয়া—আপনাকে সর্ব্বজ্ঞ মনে করিয়া 'ডাক্তার' বা 'কবিরাজ' উপাধি ধারণ পূর্ব্বক চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া লোকের সর্ব্বনাশ করেন !!

৬, অধম। (ঘ),—'হাতুড়ে' (Quack)—নামেই পরিচয়, বিবরণ অনাবশ্যক। নিজের উপার্জ্জনের পথ পরিষ্কার করিতে গিয়া, চিকিৎসাশাস্ত্রে অজ্ঞতা বশতঃ, অসহায় গরিব-দিগের সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন। যোত্র-হীন, গরিব, মূর্খ এবং অসহায় ব্যক্তিরাই প্রায় এই শ্রেণীর চিকিৎসকদিগের হস্তে পতিত হইয়া থাকে।

অধম শ্রেণীর চিকিৎসকদিগকে ক, খ, গ, ঘ, এই চতুর্ব্বিধ প্রকারে বিভক্ত করার কারণ এই যে, ভাষায় এমন কোন শব্দ নাই যদ্দ্বারা এই শ্রেণীর প্রত্যেক বিভাগের চিকিৎসকদিগের গুণের পরিমাণ করিয়া কোন বিশেষ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

এ স্থলে যদি কেহ বলেন যে, উত্তম ও মধ্যম শ্রেণীর ডাক্তার, কবিরাজ, হাকিম ইত্যাদি থাকিতে, লোকে অধম শ্রেণীর চিকিৎ-সকদিগের দ্বারাই বা রোগীর চিকিৎসা কেন করাইবেন ? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, রাজধানী বা সহর ইত্যাদি বড় বড় লোকালয়েই সকল শ্রেণীর ডাক্তার, কবিরাজ, হাকিম ইত্যাদির অবস্থিতি সম্ভব; কিন্তু পল্লীগ্রাম অঞ্চলে অনেক স্থলে একটী মাত্র ডাক্তার আছেন, কোন স্থলে একটী মাত্র কবিরাজ বা হাকিম আছেন, কোন কোন স্থলে হয় ত কেবল মাত্র শেষোক্ত অধম শ্রেণীদ্বয়েরই প্রাদুর্ভাব! অতএব যেখানে একটী মাত্র ডাক্তার, কবিরাজ বা হাকিম আছেন, তথায় উত্তম, অধমের বিচার কিরূপে সম্ভবে ? দেখিতে গেলে, পল্লীগ্রামের সংখ্যাই বিস্তর এবং রোগের প্রাদুর্ভাবও

পল্লীগ্রামেই অধিক। স্থানে স্থানে সরকারি (Government) ডাক্তার যাঁহারা আছেন, তাঁহাদিগের দ্বারা সমস্ত পল্লীগ্রামের অভাব মোচন এক প্রকার অসম্ভব। দাতব্য-চিকিৎসালয়-গুলি থাকাতে দেশের মঙ্গল যত হউক আর নাই হউক, বরং অনেক অনিষ্টই ঘটিয়া থাকে। সরকারের উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও কর্ম্মচারীদিগের অত্যাচারে সরকারের অনেক কার্য্য—যাহা ভারতের হিতার্থে ব্যবস্থেয় আছে,—রীতিমত কার্য্যে পরিণত না হইয়া প্রায় বিপরীত ফলই প্রদান করিয়া থাকে! এবং ব্যয়-বাহুল্য হেতু সরকারেরও সকল কার্য্যে বিশেষ যত্ন বা দৃষ্টি নাই! আজকাল স্কুল, রাস্তা, ঘাট, হাট, বাজার, মিউনিসিপালিটি, দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রভৃতি যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, প্রায় সকলই নামে মাত্র প্রজার হিতার্থে, কিন্তু কার্য্যে প্রজার হিতসাধন অপেক্ষা অনেক সময়ে সরকারেরই হিতসাধন করিয়া থাকে!!

জ্বররোগে কুইনাইন ব্যবহার এই কারণের আর একটী প্রধান শাখা, আমাদিগের মধ্যে অনেকেই জ্বরকালে ডাক্তার, কবিরাজ, হাকিম ইত্যাদির সাহায্য না লইয়া জ্বরের যন্ত্রণা হইতে আশু মুক্তি-লাভ প্রত্যাশায় কুইনাইন সেবন দ্বারা আপনাদের চিকিৎসা আপনারাই করিয়া থাকেন। কুইনাইন্ আজকাল লোকের শাক, মাচ, তরকারি প্রভৃতি নিত্য আবশ্যকীয় 'বাজারের' মধ্যেই গণ্য হইয়াছে! প্রায় সকল গৃহস্থই নিত্য বাজারের সঙ্গে কুইনাইন ক্রয় করিয়া থাকেন এবং নিজ নিজ বুদ্ধি বৃত্তির পরিচালনা দ্বারা—চিকিৎসার বিষয় কিছু না বুঝিলেও—নিজের চিকিৎসা নিজেই করিয়া থাকেন। বাটীতে ছেলে পিলে, বউ ঝি, দাস, দাসী, ইত্যাদির জ্বর হইলে তাহাদিগকেও কুইনাইন্ খাওয়াইয়া চিকিৎসা করিয়া থাকেন। এরূপ স্থলে দৈব যাঁহাকে রক্ষা করিলেন,

তিনিই পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিলেন, নচেৎ বিপ-রীত ফল প্রাপ্ত হইয়া অনেকেই চিররোগী হইলেন! কাহা-কেও বা এই সূত্রেই মানবলীলা সমাপ্ত করিতে হইল !!—বলিতে কি, কুইনাইন্ আজকাল অনেকের নিত্য আহারীয় হইয়া পড়ি-য়াছে! অনেকে পাথেয় সম্বল ব্যতিরেকেও ঘরের বাহির হইতে পারেন, কিন্তু কিঞ্চিৎ পরিমাণে কুইনাইন্ সম্বল ভিন্ন কখনই স্থানা-ন্তরিত হইতে সাহস করেন না!—কুইনাইন্, মাতৃগর্ভ হইতেই আমাদিগের সঙ্গের সাথি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না !! কুইনাইন একটী মহৌষধ হইলেও, ব্যবহারদোষে উহা আমাদিগের স্বাস্থ্যের হানি করিতেছে।

ষষ্ঠ কারণ। সস্তার অনুরোধে স্বাস্থ্য-হানি।—সস্তা এবং বাহ্য চাক্‌চিক্যের অনুরোধে বাটীতে (বাসগৃহে) সর্ব্বদা 'কেরসিন্' ও 'গ্যাসের' আলোক ব্যবহার করাতে স্বাস্থ্যের বিশেষ হানি হইয়া থাকে। খাইতে, শুইতে, বসিতে, পড়িতে, কোন কার্য্য বা আমোদ প্রমোদ করিতে উপরোক্ত আলোক অপেক্ষা সর্ষপ বা নারিকেল তৈল কিম্বা মোমের বাতির আলোকই ভারত-বাসীদিগের স্বাস্থ্যের বিশেষ উপযোগী।—অল্প খরচে সংসার চালা-ইবার জন্য 'কোক্'কয়লার জ্বালে পাক করা দ্রব্য খাওয়াতেও লোকের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া থাকে। 'কোকের' ধূমও অস্বাস্থ্যকর এবং উহাতে যাহা কিছু পাক হয়, তাহাও অস্বাস্থ্যকর। আজ-কাল বঙ্গ দেশে, কি সহর, কি পল্লীগ্রাম, সর্ব্বত্রেই কোক্ কয়লায় রসুই চলিত দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা—বিশেষ বঙ্গবাসীগণ—সস্তা বলিয়াই অজ্ঞান! সস্তার জন্য যে স্বাস্থ্যের মাথা খাওয়া হই-তেছে, সে দিকে আমাদের কিছু মাত্র লক্ষ্য নাই। সামান্য পয়সা বাঁচাইবার জন্য আমরা এ সকল বিষয় কিছু মাত্র চিন্তা বা

জনিবার চেষ্টাও করি না। যে সকল মহাপ্রভু ডাক্তার বা কবিরাজ হইতেছেন, তাঁহারা নিজ নিজ স্বার্থ-সাধনেই ব্যস্ত! দেশের কিসে হিত, কিসে অহিত, কিসে উন্নতি, কিসে অবনতি এবং কিসে লোকের স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, কিসেই বা তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাঘাত জন্মে, এ সকল বিষয় স্বাধীনভাবে চিন্তা বা আলোচনা করা তাঁহাদিগের প্রায়ই অভ্যাস নাই।—বাস্তবিক উক্ত সকল কারণে সময়ে সময়ে এরূপ উৎকট পীড়া জন্মিয়া থাকে, (সাধারণ লোকে যাহার প্রকৃত কারণ নির্দ্ধারণে অপারগ) যে তাহার প্রতিকারের জন্য আমাদিগের 'লাভের গুড় পিপীলিকায় খায়' এবং সময়ে সময়ে লাভের অপেক্ষা বেশী খরচ হইয়া বিলক্ষণ ক্ষতিও হইয়া থাকে। এইরূপে আহার, ব্যবহার, পরিচ্ছদ, বাসগৃহ ইত্যাদি সকল বিষয়েতেই আমরা সস্তার লোভে পতিত হইয়া প্রায়ই প্রতারিত হইয়া থাকি।

সপ্তম কারণ। বাল্যবিবাহ।—বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে বহুবিধ আন্দোলন সর্ব্বত্র সকল সময়ে প্রায়ই হইয়া থাকে ও হইতেছে। সকলেই জানিয়াছেন যে ইহাই আমাদিগের শারীরিক বলবিধানের একটী প্রধান অন্তরায়। এ কারণ, এ বিষয় আর কাহাকেও নূতন করিয়া বুঝাইবার আবশ্যকতা দেখি না; তবে এই মাত্র বলিতে পারা যায়, যে বাল্যবিবাহ প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদিগের দৈহিক দুর্ব্বলতার এক মাত্র কারণ নহে। আমাদিগের নিজের-মূর্খতা প্রযুক্ত—আমাদিগের সময়োচিত শিক্ষার অভাব প্রযুক্ত—বাল্য-সহবাস ও অনিয়মিত, অপরিমিত এবং অসাময়িক স্ত্রীগমনই আমাদিগের আয়ুঃ, বল, বুদ্ধি ও মেধা ইত্যাদি সমস্ত ক্ষয়ের বা নাশের এবং সমস্ত অনিষ্টের মূলীভূত কারণ!! অতএব বাল্যকালাবধি অযথা কামাচারই যে আমাদিগের সমাজ, জাতি ও দেশের অধঃ-

পতনের সর্ব্বপ্রধান গর্হিত কারণ, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে—অযথা ও অপরিমিত এবং অসাময়িক কামাচারের দোষ গুণ বিচার করিয়া দেখিলে—আমরা ইহাকেই বরং আমাদিগের দৈহিক দুর্ব্বলতার—দৈহিক কেন—সকল দুর্ব্বলতার 'একমাত্র' কারণ বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি।

এক্ষণে কেবল বিবাহাদি কতিপয় কুপ্রথার সংস্কার করিতে পারিলেই যে আর্য্যসমাজের পুনঃসংস্কার বা তাহার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধিত হইবে, তাহা কখনই বলা যাইতে পারে না। বর্ত্তমান আর্য্যসমাজভুক্ত লোকের শরীর, মন, গঠন এতদূর কদর্য্য হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাদের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত, অর্থাৎ গর্ভাধান হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত, যত কিছু সংস্কার আর্য্যসমাজে বিধিবদ্ধ আছে, তৎসমুদায়েরই পুনঃসংস্কার অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। আজকাল আমাদের ধারণা হইয়াছে যে, আর্য্যসমাজের বিধি, ব্যবস্থা ও প্রথা ইত্যাদি সমস্তই অপকৃষ্ট, এবং তাহারই সংস্কার অভাবে আমাদের সমাজ দিন দিন অবনতি প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু সেটী আমাদের সম্পূর্ণ ভ্রম!! আমাদিগেরই মূর্খতা বশতঃ সেই সমস্ত প্রথার অপব্যবহার দ্বারা আমরা তাহাকে অপকৃষ্ট করিয়া তুলিয়াছি। আমরা যে আর্য্যকুলের এক প্রকার কুলাঙ্গার স্বরূপ, তাহা আমরা স্বীকার করি না। কেবল সমাজের দোষ—শাস্ত্রের দোষ—সামাজিক নিয়ম বা প্রথার দোষ ইত্যাদি লইয়াই আমরা পাগল!!—আমাদের নিজের দোষ যে কত এবং আমাদের প্রত্যেক কার্য্যে যে কত শত দোষ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা আমরা দেখিতে পাই না!!—আমরা লেখা পড়াই শিখি—এম্ এ; বি এ; পাসই করি—ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং উকীলই হই—শাস্ত্রালোচনাই করি—দেশের ও সমাজের জন্য হিতকরী

সভাই সংস্থাপন করি—স্কুলই করি—পাঠশালা, টোল, চতুষ্পাঠীই করি—বক্তৃতাই করি—সংবাদ পত্র সম্পাদনই করি—রাশি রাশি গ্রন্থ রচনাই করি—জাতীয় সভাই করি—হরি সভাই করি—থিয়েটর সারকসই করি—বিলাতই যাই আর সিভিলিয়ান, ডাক্তার বারিষ্টার ইত্যাদি বড় বড় হোম্‌রা, চোম্‌রা লোকই হই বা দেশে থাকিয়া মিউনিসিপাল মেম্বর, কমিশনর, ভাইস্‌চেয়ারম্যান্, চেয়ারম্যান্ কিম্বা অনরারী মাজিষ্ট্রেট্ ইত্যাদি পদ প্রাপ্তই হই অথবা রাজদরবারে বড় বড় উচ্চপদে অভিষিক্তই হই, আর ধর্ম্মমন্দির সংস্থাপন করিয়া উপাসনাই করি—দোল দুর্গোৎসবই করি—দান ধ্যানই করি বা সন্ন্যাসী মঠধারী সিদ্ধ যোগীবৎ আচরণই করি—যাহাই কিছু করি বা হই না কেন, সে সমস্তই কেবল আমরা আমাদিগের নিজ নিজ স্বার্থ-সাধন ও যশোলাভের জন্যই করিয়া থাকি। নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষিতা ত আমাদের কিছুতেই নাই!—আমরা যে এক্ষণে সম্পূর্ণ স্বার্থপর হইয়া দাঁড়াইয়াছি!—আমাদের প্রত্যেক কার্য্যই যে শঠতা ও ভণ্ডতায় পূর্ণ! আমরা যে প্রকৃত ধূর্ত্ত, শঠ, ভণ্ড বা খল (hypocrite) হইয়া পড়িয়াছি!—প্রকৃত কেন—যথার্থ জন্ম-শঠ্ (born hypocrite) বলিলেও ত অত্যুক্তি হয় না!! আমরা কেবল মনে মনেই মহৎ, কার্য্যে এক কপর্দ্দকও নহি!!! প্রকৃত পক্ষে আজকাল সংসার আশ্রমে ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া অতি নীচ শ্রেণীর লোক পর্য্যন্তের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে একটীও যথার্থ দেশহিতৈষী, সাধু, সদাশয় ও সত্যবান লোক দেখিতে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। * এক্ষণকার লোকের প্রায়ই বাহিরে

* দুই এক জন যাঁহারা দেশহিতৈষী সাধু মহাপুরুষ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন, তাঁহাদের সংখ্যা এতই অল্প যে, নাই বলিলেও হয়। এ কারণ, আমরা কোন রূপে

ধর্ম্মের ভান, অন্তর পাপে পূর্ণ! ফলতঃ এরূপ শঠতা—এরূপ কপটতা—এরূপ ভণ্ডতা—এরূপ খলতা বা ভান আমাদের দেহ ধারণের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদিগের শরীরে—আমাদিগের হৃদয়ে নিবিষ্ট হইতেছে; সুতরাং তাহার সংস্কার বা তাহার উচ্ছেদ সাধন করিতে হইলে, অগ্রে আমাদের দেহের সংস্কার সম্পাদন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পিতামাতা শুদ্ধাচারে, শুভক্ষণে, পবিত্র মনে ও পবিত্র প্রকৃতিতে কালাকাল এবং পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া জন্ম দান করিলে আমরা শুভাবস্থায় শুভজন্ম গ্রহণ করিয়া, শুভ-মন, শুভ-প্রকৃতি ও শুভ-শরীর-বিশিষ্ট হইয়া সকল বিষয়েই সুখী ও শোভমান হইতে পারি। অতএব আমাদের সমাজের পুনঃসংস্কার করিতে হইলে যাহাতে আমাদের নিজের শরীর, মন ও প্রবৃত্তি সমুদায়ের সংস্কার রীতিমত হয়, তাহাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য; অর্থাৎ গর্ভাধান হইতেই আমাদের সংস্কার বিধান নিতান্ত আবশ্যক। গর্ভাধান সংস্কারই সকল সংস্কারের মূল। ইহা হইতেই আমাদিগের শরীর, মন, দেহ, বল ও বুদ্ধি ইত্যাদির উন্নতি হইয়া আমাদিগের দেশ, সমাজ এবং জাতিরও

তাঁহাদিগের নিকট হইতে প্রকৃত কার্য্য প্রত্যাশা করিতে পারি না। বস্তুতঃ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক (limited number) লোকের বাহু বলে বা অর্থ বলে কিম্বা কেবলমাত্র যত্ন ও চেষ্টার বলে বিস্তৃত ভারতের প্রকৃত হিত-সাধন কোন ক্রমেই সম্ভবে না! এরূপ ব্যক্তিরা প্রায় বিরলে অশ্রুবর্ষণ করিয়াই জীবন অতিবাহিত করিতেছেন বা করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ রাজার ভয়ে সদাই সশঙ্কিত।—কথাটী মাত্র কহিবার ক্ষমতা নাই!—তথাপি তাঁহারা নিজ নিজ স্বভাবসিদ্ধ গুণের বশীভূত হইয়া, যাহা কিছু করিতেছেন বা করিয়া থাকেন তাহাতে সমগ্র ভারতের না হউক, কিয়ৎ পরিমাণেও দেশের হিতসাধন হইতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু যেখানে বহুর আবশ্যক, সেখানে সামান্য সংখ্যায় কি করিতে পারে? এই কারণেই উক্ত সংখ্যাবদ্ধ কতিপয় দেশহিতৈষী মহোদয়ের সংখ্যা গণনার মধ্যে উল্লেখ অনাবশ্যক।

সম্পূর্ণ উৎকর্ষ সাধিত হইবে। সুতরাং আমাদিগের সৃষ্টি-সংস্কারই সকল উন্নতির নিদান স্বরূপ, বলিতে হইবে।

পরম্পরা সম্বন্ধে যদিও ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পিতা মাতাই আমাদের স্রষ্টা। বলবান্, বুদ্ধিমান, ধার্ম্মিক ও গুণবান সন্তান সকল পিতা মাতার পুণ্যে উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাচীন আর্য্যগণ যে ভাবে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, আধুনিক কোন সভ্যতাভিমানী জাতি-গণের মধ্যে কার্য্যক্ষেত্রে এ সংস্কারের তত মান্য দেখা যায় না। পরিপক্ক বীজে সতেজ বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হয়—পিতা মাতার দৈহিক ও মানসিক বৃত্তি গুলিন সন্তানে সংক্রামিত হয়—ব্যাঘ্র শাবক ব্যাঘ্রই হইয়া থাকে—অশ্ব শাবক অশ্বই হইয়া থাকে—এ সকল কথা সকলেই জানেন—আধুনিক দেহতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরাও এ সকল কথার সারবত্তা স্বীকার করেন; পরন্তু আর্য্য ব্যতীত অপর কোন জাতীয়-জীবন এ সত্য দ্বারা সম্যক্ পরিচালিত হয় নাই। আর্য্যগণের বিবাহ প্রথা, বর্ণাশ্রম প্রকরণ, দণ্ডবিধির ব্যবস্থা, আচারানুশাসন; সামাজিক উচ্চ নীচ বৃত্তির সংস্থান—এক কথায় বলিতে গেলে, আর্য্যের সমুদায় ধর্ম্ম ও কর্ম্মের মূলে এই সংস্কার বিদ্যমান রহিয়াছে। ইদানীন্তন সভ্যতাভিমানী জাতিগণের মধ্যে যেমন বিবাহ সম্বন্ধে গোত্রাদির কিছু মাত্র বিচার নাই: হিতাহিত বিবেক শক্তি কিঞ্চিন্মাত্র উন্নত হইলে, এমন কি, তাঁহারা সহোদরাকেও বিবাহ করিতে যেমন কুণ্ঠিত নন; বর্ণের আদর তাঁহাদের মধ্যে যেমন কিছুমাত্র নাই; পিতা মাতার পরিচয় যেরূপ থাকুক না কেন, সন্তানের অর্থবল ঠিক্ থাকিলেই হইল; ইদানীন্তন সভ্য সমাজে কামাচার যেমন পাপ মধ্যে গণ্য হয় না, পরন্তু অর্থ থাকিলে বেশ্যাসম্ভোগ নিরীহ সুখ মধ্যে পরিগণিত;

বিবাহের ব্যয়ভাররূপ রাজদণ্ড বহন করিতে পারিলে যেমন অবলীলাক্রমে বিবাহ-মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিতে পারা যায়; যে সকল দ্রব্য আহার ও সেবনে কামের উত্তেজনা করে, সেই সব আহার ব্যবহার যেমন আধুনিক সভ্যসমাজের আচরণীয়; পরন্তু আর্য্যগণের বিধি ব্যবস্থা তেমনি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সুসংস্কৃত জীব সকল জন্ম গ্রহণ করিলে জাতীয় অপরাপর উন্নতি আপনা হইতেই হয়, এই ধারণা থাকাতে তাঁহারা অপরাপর সংস্কারকগণকে সমাজে তত উচ্চপদ প্রদান করেন নাই। পিতা, মাতা ও আচার্য্যকেই তাঁহারা সমাজের প্রধান স্থানীয় বলিয়া মান্য করিতেন। অতএব হে ভারতবাসী আর্য্য-ভ্রাতৃগণ! আপনারা যদি যথার্থ সুখী, দীর্ঘজীবী, বুদ্ধিমান, গুণবান, বলবান, ধনবান ও ধার্ম্মিক হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে বীজ বপন করিবার পূর্ব্বে বীর্য্যের পক্কতা ও পুষ্টি বিধানে সমূহ যত্ন করুন। সুক্ষেত্র অন্বেষণ করিয়া যথাকালে তাহাতে পরিপক্ক বীজ রোপণ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হউন; এবং এই সমুদায় বিষয়ের সংস্কার জন্য সমাজস্থ সমস্ত লোকে এক মত অবলম্বন করিয়া প্রস্তাবিত সমাজের অধিবেশনে সকলেই বিশেষ উদ্যোগী হউন। যথাকালে উর্ব্বর ক্ষেত্রে পরিপক্ক বীজ রোপিত হইলে, তাহা হইতে যে সতেজ বৃক্ষ ও সুস্বাদু ফল লাভ করা যায় তাহা বোধ হয়, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই অবগত আছেন। অতএব পুত্রকে পবিত্র, উন্নত ও শোভনতম দেখিতে ইচ্ছা করিলে, অগ্রে নিজ শরীরকে পবিত্র উন্নত ও শোভন করিয়া পশ্চাৎ পুত্রকামী হওয়া অতীব কর্ত্তব্য। এবং এরূপ স্থলে ঋষিগণের উপদেশ ও শাস্ত্রের বিধান গ্রহণ করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়। ঋষিগণের উপদেশ এই—শাস্ত্রের বিধান এই—যে, অগ্রে অবিপ্লুত ব্রহ্মচারীভাবে অবস্থান করা, পশ্চাৎ দারপরিগ্রহ করিয়া

সংসার আশ্রমে প্রবেশ করা। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম * শেষ না হইলে গৃহস্থাশ্রমের অধিকারী হওয়া যায় না। বিদ্যা, তপস্যা ও ইন্দ্রিয়-সংযম দ্বারা ব্রহ্মচারীভাবে অন্ততঃ জীবনের চতুর্থাংশ অতিবাহিত করিয়া পশ্চাতে দারপরিগ্রহ করা শাস্ত্রের বিধান—শাস্ত্রের বিধান না হইলেও ইহা যে সর্ব্বমত প্রকারে ন্যায্য তাহাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই। নিয়ত স্বাধ্যায় পাঠ দ্বারা—মঙ্গল কার্য্যের নিয়ত চর্চ্চার দ্বারা—রেতঃসংযম দ্বারা প্রথমে আপনাকে মনুষ্যত্বের উপযুক্ত করিয়া পরে অপরের মনুষ্যত্ব সম্পাদন করিতে হয়। রেতঃসংযম ব্রহ্মচারীব্রতের একটী প্রধান অঙ্গ। যাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও রেত বিচলিত না হইতে পারে, তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখাই ব্রহ্মচারীর প্রধান কর্ত্তব্য। এমন কি, স্বপ্নেও যদি রেত স্খলন হয়, তবে ব্রহ্মচারীকে তজ্জন্য অনুতাপিত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। রেতের যতই ধারণা হইবেক, ধারণাশক্তি, বল, বুদ্ধি, জীবন ও ধর্ম্ম ততই বৃদ্ধি পাইবেক—বীর্য্য ততই পরিপক্ক ও পুষ্ট হইতে থাকিবেক। শুক্রই ধর্ম্ম, শুক্রই বুদ্ধি, শুক্রই জ্ঞান, শুক্রই শক্তি, পূজ্যপাদ আর্য্যগণ এ কথার যেমন মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া গিয়াছেন, বোধ করি, জগতের কোন জাতিতে সেরূপ অনুধাবনা নাই। আর্য্যগণ রেতকে অমৃত ও ব্রহ্ম শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জীবন, বল, মন, বুদ্ধি, ব্রহ্মের সেই পরমাশক্তি সকল সমস্ত প্রকৃতির অমৃতসার অন্নকে আশ্রয় করিয়া রেত রূপে পরিণত হয় এবং এই রেতই জীবের প্রথম অধিষ্ঠান ভূমি। এই রেতের আশ্রয়ে এক জনের মনোবৃত্তি অন্য জীবে সংক্রামিত হইতেছে—এক জনের

---

* ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম রিপুসংযমের মুখ্য কাল বলিয়া উহার বিবরণ বিশেষরূপে বিবৃত হইল। সুতরাং এ প্রস্তাবের লিখিত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম (যাহা এক্ষণে সাধারণত প্রচলিত নাই) পড়িতে গেলে, জীবন ও যৌবনের প্রারম্ভ সময় বুঝিতে হইবে।

রোগ সকল, অপর দেহে প্রবিষ্ট হইতেছে। এই রেত ধারণ করিতে পারিলেই বল, বুদ্ধি, সাহস, ধর্ম্ম ও দীর্ঘায়ুত্ব লাভ করা যায়। এই রেত রক্ষাকেই আর্য্যেরা জীবনের গুরুতর কার্য্য বলিয়া জানেন। এই রেত ক্ষীণ হইলেই লোকে নির্ব্বংশ ও লুপ্ত-পিণ্ডোদক হইয়া ঐহিক ও পারত্রিক উভয় পথে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। সংসারের যত কিছু রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য সকল যাতনার মূলই অযথা রেত পরিচালন। এ কারণ স্নান, ভোজন, পান, শয়ন দর্শন, স্পর্শনাদি আর্য্যগণের আচার সম্বন্ধে যত কিছু বিচার আছে, সকলই এই রেতকে লক্ষ্য করিয়া। শরীরকে সমশীতল রাখিবার জন্য প্রতিদিন যে সময়ে স্নান করিতে হইবেক; রশুন গৃঞ্জন, পলাণ্ডু, শল্কহীন মৎস্য, গ্রাম্য কুক্কুট ও ছত্রাকাদি যে সকল উগ্রদ্রব্য আহারে ও সেবনে শরীরের সমতা নষ্ট হইবেক; মদ্যাদি যে সকল তীব্র তরল দ্রব্য পানে রেতকে উৎক্ষিপ্ত করিবে; রাত্রি-জাগরণে বায়ু প্রকুপিত হইলে পাছে রেতকে প্রকুপিত করে; অন্নের সংস্রবে পাছে পাপীর তাড়িত দেহপ্রবিষ্ট হইয়া অন্ত-রের পাপ বৃদ্ধি করে; স্ত্রীলোককে অনাবৃত দেখিলে পাছে কুপ্র-বৃত্তির উদয় হয়; এই আশঙ্কায় অতি সদাচারে ও সাবধানে দিবা রাত্রি অতিবাহিত করাই আর্য্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। প্রাচীন আর্য্যেরা তাহাই করিতেন, এবং অকৃতদার ব্রহ্মচারীর পক্ষে এ সকল আচার অবশ্য প্রতিপাল্য।

সংসারে রোগ শোক ও দরিদ্রতার যত বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়, বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে অযথা কামাচারই সকলের মূল বলিয়া বোধ হয়। এই অযথা কামাচারে শরীর রুগ্ন হয়, মন ক্ষীণ হয়, বুদ্ধি শুদ্ধি, ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলই লোপ পায়। এই কামাচারীর সংখ্যা অধুনা বৃদ্ধি হওয়াতেই সংসার দিন দিন রুগ্ন,

শীর্ণ ও কুৎসিত পুরুষ সকলের আবাসভূমি হইতেছে। এই অযথা কামাচারের বিষময় ফল কেবল যে আপনাকে ভোগ করিতে হয়, তাহা নহে, পরন্তু পুত্র পৌত্র প্রভৃতি বংশপরম্পরা অনন্তকাল এই দুরাচারের ফলভোগ করিতে থাকে—এবং সমুদায় সমাজে ব্যক্তি বিশেষের এই দুরাচারের কলঙ্ক অঙ্কিত থাকে। ইদানীন্তন সভ্যসমাজের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার ইত্যাদি এই কামাচার বৃদ্ধিরই সম্পূর্ণ অনুকূল—সুতরাং উৎকট উৎকট রোগ সকল যেমন এক্ষণকার সমাজে নূতন নূতন বেশে দিন দিন দেখা দিতেছে—পূর্ব্বে এসব রোগের কথাও লোকে শুনে নাই। এক্ষণে সকলেই ক্ষীণায়ু ক্ষীণ-দেহ। বাল্যসহবাস, অযথা ও অনিয়মিত স্ত্রী-সহবাস আজকাল ভোগবিলাসের চরম বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে যে ধর্ম্ম আছে—পাত্রাপাত্র বিবেচনা আছে—কালাকাল আছে—তাহা হইতে যে সুস্বাদু ও সতেজ ফলের আশা আছে—উন্নতির আশা আছে—তাহা কেহই ভাবেন না। অযথা, অসাময়িক, অবিশ্রান্ত ভার্য্যাগমন করিলে রাশি রাশি সন্তান উৎপাদন হয়, এবং তাহারা যে স্বভাবতই শীর্ণ, ক্ষীণ ও অল্পায়ু হইয়া থাকে তাহাও কেহ গ্রাহ্য করেন না। সন্তান ত ক্ষীণজীবী হইবেই, যদি ভাবিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে, তাহাদের ভরণ পোষণ ও প্রতিপালনের চিন্তায় অনেক পিতা মাতাকেও চিন্তা-জ্বরে জর্জ্জরিত ও উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া তাঁহাদিগের সেই শীর্ণ-দেহ, হীন-তেজ, ক্ষীণ-কায় নাবালক পুত্রের উপর সংসারের ভার অর্পণ করিয়া অকালেই কালকবলে পতিত হইতে হয়।—এদিকে বালক সংসারের কঠিন ভার কতদিন বহন করিবে? অল্পবয়সে অপক্কবীর্য্যে দুই চারিটী রুগ্ন সন্তান উৎপাদন করিয়া, তাহারাও প্রায় অল্প দিন মধ্যে ইহলীলা সমাপ্ত করিয়া

থাকে। এইরূপে ক্ষীণের পর ক্ষীণ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া ক্রমে অনেকের বংশ ধ্বংস হইয়া যাইতেছে ও তৎসূত্রে জাতি, সমাজ ও দেশ সকলেরই বলক্ষয় করিতেছে। অতএব অনুধাবন পূর্ব্বক এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবেক যে, প্রাচীন আর্য্যেরা ভার্য্যাগমনের যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা সর্ব্বপ্রকারেই মঙ্গলজনক ও সুফল-প্রদ। সে নিয়মের বশীভূত হইয়া চলিলে আমরাও চিন্তাজ্বরে জর্জ্জরিত হইয়া অকাল-মৃত্যুমুখে পতিত হই না—কতকগুলি নিস্তেজ, দুর্ব্বল, অল্পায়ু সন্তানের জন্ম দিই না এবং যথেচ্ছ কামাচারী হইয়া রাশি রাশি সন্তানও উৎপাদন করি না বা তজ্জনিত বৃথা ঋণজালে জড়িত হইয়া ভাবনা ও চিন্তায় আক্রান্তও হই না। ভার্য্যাগমন কালে দেশ, কাল ও পাত্রের বিশেষ বিবেচনা করিয়া গমন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অস্নাত অর্থাৎ অপবিত্র অবস্থায়, বহু পথ ভ্রমণের পর, ক্ষুধিত অবস্থায় অথবা অতিরিক্ত ভোজন করিয়া, রাগ ও শোকাদি কর্ত্তৃক মন উদ্বিগ্ন থাকিলে পর, দেহ রুগ্ন থাকিলে পর, স্ত্রী প্রকুপিত থাকিলে অথবা তাঁহার মনোবৃত্তি সম্যক্ প্রফুল্লিত না থাকিলে ইত্যাদি যে যে নানাবিধ অবস্থায় স্ত্রী-গমন করিতে নাই—অথবা চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা ইত্যাদি যে যে পর্ব্বকালে এবং সায়ংকালের যে ভাগে গমন করিতে নিষেধ, এই সমুদায় মানিয়া স্ত্রী-গমন করাই আর্য্যজাতির ধর্ম্ম।—স্ত্রী-গমন কালে পিতা মাতার সমগ্র মন যে ভাবে অবস্থিত থাকিবেক, পুত্রের মনেও রেতযোগে সেই ভাব সংক্রামিত হইয়া থাকে। স্ত্রী-গমন কালে পিতার সমগ্র মন যদি কামেতে অবস্থিত হয়, তবে কামোপভোগই পুত্র-মনের প্রধান আকর্ষণ হইবেক, ইহা সুবিজ্ঞ প্রাচীন আর্য্যগণ বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। আচার, স্বাধ্যায়

ও তপস্যা দ্বারা সদা গম্ভীর ও শোভন ভাবে যাঁহারা অবস্থান করিতে সক্ষম, স্ত্রী-গমন কালেও তাঁহাদের সেই উন্নত ও শান্ত-প্রকৃতি অপরিবর্ত্তিত থাকে। প্রকৃতি-পুরুষের একত্বকে আর্য্যেরা "ঈশ্বর" বলিয়া জানেন। স্ত্রী-সম্ভোগ কালে প্রকৃত প্রস্তাবে মানব-জীবন-সৃজন-কারণ সেই প্রকৃতি পুরুষেরই সম্মিলন হইয়া থাকে। বাস্তবিকই ঐ সময়ে মানবদেহে ঈশ্বরের আবির্ভাব হয় এবং মনুষ্য-মনকে বাহ্য সুখ দুঃখ ইত্যাদি সমস্ত বিষয় হইতে অপসৃত করিয়া কেবল প্রকৃতি-পুরুষের একত্বেই দৃঢ়তর নিযুক্ত করে। যথার্থ জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহই এই সময়ে পবিত্র ভাবে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের এক মাত্র কারণ সেই পরমাত্মার মহিমা চিন্তা বা অনুভব করিতে সক্ষম নহেন। অজ্ঞান পাপী ব্যক্তিরা কামেতে বিহ্বল থাকিয়াই এই অনির্ব্বচনীয় সুখে—ঈশ্বরীয় মহিমা অনুভবে—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তার প্রথম কার্য্যটীর প্রত্যক্ষতা হৃদয়মন্দিরে ধারণায়—বঞ্চিত হইয়া থাকে। তাহারা স্ত্রী-সম্ভোগকে নিতান্ত ভোগ বিলাসের কার্য্য বলিয়া জানে এবং অতি অপবিত্র ও যথেচ্ছ ভাবে কাণ্ড জ্ঞান-রহিত হইয়া স্ত্রী-গমন করিয়া থাকে। যথেচ্ছাচার-প্রেরিত হইয়া যে পিতা মাতা সন্তান উৎপাদন করেন, তাঁহাদের সন্তানের মানসিক স্বাভাবিক আকর্ষণ সকল যথাভাবে অবস্থিত হইতে পারে না। এমন কি, পিতা মাতা কি পদার্থ তাহা যেমন পশুগণের পরিগ্রহ নাই, সেই অযথাজাত পুত্রের পিতৃ-আকর্ষণ ছিন্ন হওয়াতে সে পিতা মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাকুক, বরং পিতা মাতার ঘোর বিদ্বেষী হইয়া উঠে। এইরূপ সুজাত (?) পুত্রগণই মাতৃ-প্রতিপালন 'গুদাম ভাড়ার' ভার স্বরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন। কেবল পুত্রের দোষ দিলেই বা কি হইবে? পিতা মাতা স্ব স্ব

কর্ত্তব্য বুঝিলে, পুত্রও আপনার কর্ত্তব্য বুঝিতে পারে। যথা নিয়মে স্ত্রী-গমন করিলে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, সে কেনই বা না বলিষ্ঠ, দীর্ঘজীবী, ধার্ম্মিক ও পিতৃ-মাতৃ-পরায়ণ হইবে? কামোন্মত্ত হইয়া স্ত্রী-গমন করিলে পুত্রে কেনই বা না সেই কাম-প্রবৃত্তির অধিকতর সংক্রমণ হইবে? ইন্দ্রিয়-সুখ চরিতার্থ করা পুত্র উৎপাদনের মূল কারণ হইলে, পুত্রের নিকট কি প্রকারে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? পুত্রের যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী হইতে গেলে, দেশ, কাল, পাত্র মানিয়া চলা নিতান্ত কর্ত্তব্য। সকল কর্ম্মে শ্রেয়োলাভ করিবার জন্য দেশ, কাল, পাত্রের বিবেচনা আছে, আর এতাদৃশ গুরুতর কর্ত্তব্য কার্য্যের জন্য মনোনিবেশ না করিয়া অবহেলা কেন? উৎকৃষ্ট পশু সকল, বলবান ও সুশ্রী অশ্ব সকল কিসে জন্ম গ্রহণ করে সেই ভাবনায় আধুনিক সভ্যগণ পশু-উৎকর্ষ-সাধিনী-সভা করিতেই মহাব্যস্ত, কিন্তু উৎকৃষ্ট মনুষ্য সকল কিসে জন্ম লাভ করে সে বিষয়ে কেহই দৃষ্টিপাত করেন না! জড় সকলের সংস্কার যদি সম্ভব হয়, অশ্ব ও গবাদি জাতির সংস্কার করিতে যদি লোকে সক্ষম হয়, তবে মানবের সংস্কার করিতে লোকে কেন না সক্ষম হইবে? কামমোহিত হইয়া এরূপ গুরুতর ব্যাপারের প্রতি লোকের অন্ধ থাকা কোন অংশেই শ্রেয় নহে। পশুরাও অযথা কামাচার করে না। বিশেষ বিশেষ পশু বিশেষ বিশেষ নির্দ্দিষ্টকালে স্ত্রী-গমন করিয়া থাকে; দেশ কাল পাত্রের বিবেচনা করে; একারণ তাহাদের সন্তান সন্ততি সকলও যথা-জীবী ও হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া থাকে। আর মনুষ্য কি বুদ্ধিমান জীব হইয়া এমন গুরুতর বিষয়ে সম্যক অবহেলা করিয়া আপনার সভ্যতার পরিচয় দিবে?

অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, কেবল বাল্যবিবাহই ভারত-বাসীর অবনতি বা দৈহিক ও মানসিক দুর্ব্বলতার একমাত্র কারণ নহে। বাল্যসহবাস ও অযথা সহবাসই সকল অনর্থের মূল। এমত স্থলে কেবল মাত্র বাল্যবিবাহের সংস্করণ জন্য উন্মত্ত না হইয়া বিবাহ সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ের ও প্রধানত গর্ভাধানের সংস্কার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই রোগ, শোক, শারীরিক এবং মানসিক দৌর্ব্বল্য সকলই দূর হইবে।

অষ্টম কারণ। গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের শুশ্রূষা ও চিত্তবিনোদনের জন্য এবং সূতিকাগার-মুক্ত স্ত্রীলোকদিগের স্বাস্থ্য পুনর্লাভার্থ রীতিমত যত্নের অভাব।—গর্ভাধান হইতে প্রসবকাল পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকদিগকে অতি সাবধানে রাখা, কোনরূপে মনোবেদনা না দেওয়া, ভাল ভাল খাদ্য দ্রব্য খাইতে দেওয়া, উত্তম উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করিতে দেওয়া, মিষ্ট সম্ভাষণ করা এবং সর্ব্বক্ষণ তাহাদিগকে প্রফুল্লচিত্ত রাখা আমাদিগের একটী প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য; ইহাতে গর্ভাবস্থায় কিম্বা প্রসব কালে বিশেষ বিঘ্ন বাধা বা কষ্টের কোন সম্ভাবনা প্রায়ই থাকে না। পরন্তু সুন্দর, সবল ও সুবুদ্ধি সুসন্তান জন্মাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, আমাদিগের সে বিষয়ে দৃষ্টি প্রায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সূতিকাগার হইতে মুক্ত হইবার নিয়ম আমাদিগের দেশে—বিশেষতঃ বঙ্গদেশে—যাহা প্রচলিত আছে, তাহাতে সচরাচর দেখা যায় যে, পুত্র হইলে একবিংশতি দিবস এবং কন্যা হইলে এক মাস মাত্র প্রসূতিরা প্রসব-গৃহে আবদ্ধা থাকেন। তৎপরে যথারীতি ষষ্ঠী পূজাদি সমাপন করিয়া গৃহে (বাসগৃহে) আসিয়া পুনরায় সংসারে লিপ্ত হয়েন। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রসবের পর স্ত্রীলোকদিগের শরীর

উক্ত কয়েক দিবসেই পুনরায় গৃহকার্য্যের বা সংসারাশ্রমের অথবা স্বামিসহবাসের কিম্বা গর্ভে পুনরায় বীজ ধারণের প্রকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে কি না? বোধ করি, কেহই বলিতে পারিবেন না যে, সূতিকাগার-মুক্ত স্ত্রী এক মাসের মধ্যেই সকল প্রকারে স্বাস্থ্যলাভ করিয়া থাকেন বা করিতে পারেন। অনেকে হয় ত বলিবেন, প্রসব-গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াই কিছু প্রসূতিগণ স্বামি-সম্ভোগে রত হয়েন না। এতদুত্তরে বলা ও দেখান যাইতে পারে যে, অনেক স্ত্রীলোক প্রসবের এক বা দুই মাস পরেই পুনরায় গর্ভবতী হয়েন; ইহাঁদিগকে সাধারণত "বৎসর-প্রসবিনী" আখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকে। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, পাঠকবর্গ এই স্থলেই আমাদিগের দৈহিক ও মানসিক দুর্ব্বলতার অঙ্কুর দেখিতে পাইবেন। সূতিকাগার-মুক্ত স্ত্রীলোকদিগের স্বাস্থ্য পুনর্লাভের অপেক্ষা না করিয়া সন্তান উৎপাদন করা এক মহৎ অত্যাচার! বিশেষ দৌরাত্ম্য!! ঘোরতর পাপ ও মহান্ অনিষ্ট-কর কার্য্য!!! পুরুষেরাই এ অত্যাচারের জন্য দায়ী এবং তাঁহারাই ইহার প্রশ্রয়দাতা; ইন্দ্রিয়দমন বা ইন্দ্রিয়সংযম-ব্রত তাঁহাদিগের মন হইতে একেবারে বিলুপ্ত ও বিদূরিত হইয়াছে অথবা মনে স্থান প্রাপ্তও হয় না! দেশের বা সমাজের উন্নতি উন্নতি করিয়া ত অনেকেই পাগল! কিন্তু দেশোন্নতির মূল যে কোথায় তাহা কাহারও খবর নাই। বিদ্যাশিক্ষার কি এই ফল!—জ্ঞান উপার্জ্জনের কি এই পরিণাম!!—সভ্য-সমাজের কি এই রীতি!!!

সূতিকা-গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াই স্বামিসহবাস স্ত্রীলোকদিগের শারীরিক অসুস্থতা ও দৌর্ব্বল্যের একটী প্রধান কারণ এবং তাঁহা-দিগের (বা ক্ষেত্রের) তেজোহীনতা প্রযুক্ত সন্তানের (প্রসূত-ফলের)

তেজোহীনতা ও দুর্ব্বলতা সহজেই ঘটিয়া থাকে। ইহা বোধ হয়, সকলেই বুঝিয়া থাকেন ও বুঝিবেন—বিশেষ পরিষ্কারের জন্য আরও সাদা কথায় বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, যথা মাঠে—কৃষি-ক্ষেত্রে—কৃষকেরা যে জমিতে উপর্য্যুপরি তিন চারি বৎসর কোন বিশেষ ফসল উৎপাদন করে, পর বৎসর আর তাহা করে না। জমির "উঠিত" "পতিত" শক্তি অনুসারে কখন এক বৎসর কখন দুই বৎসর কখন বা তিন বৎসর পর্য্যন্ত সে ভূমিতে কোন ফসলই উৎপন্ন করে না। এই সময়ে তাহাতে বিবিধ সার দিয়া তাহার উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি হইলে পরে, আবার তাহাতে বীজ বপন করে। রীতিমত শস্য উৎপাদন জন্য যেরূপ ক্ষেত্রের উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি কারণ কৃষকদিগকে নানা উপায় অবলম্বন করিতে হয়, মনুষ্যদেহ উৎপাদন সম্বন্ধেও সেইরূপ। প্রসূতির বল বীর্য্য ও রস রক্ত লইয়াই সন্তানের কলেবর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; অতএব ক্রমাগত সন্তানোৎপাদিত হইলে প্রসূতির শরীর কোথা হইতে সবল হইবে? দুর্ব্বল শরীর হইতে দুর্ব্বল সন্তানই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এমতং স্থলে একবার প্রসবের পর প্রসূতিকে দীর্ঘকাল সযত্নে ও সাবধানে রাখা এবং বলকারক আহারীয় দ্বারা তাঁহার শরীরের বলাধান পূর্ব্বক তাঁহার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উন্নতি করা কি উচিত নহে? সূতিকাগার হইতে বহির্গত হইয়াই পুনরায় গর্ভবতী হইলে ক্রোড়স্থ শিশুর জীবন ও স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। অতএব যতদিন প্রসূতি উত্তমরূপে আরোগ্য লাভ না করিবেন এবং সবল ও পূর্ব্বস্বাস্থ্য-প্রাপ্ত না হইবেন, যত দিন ক্রোড়স্থ শিশু স্তনপান ত্যাগ না করিবে, ততদিন তাঁহার স্বামিসহবাস-সুখে বঞ্চিত থাকাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সন্তান প্রসবের অন্তর-কাল অন্ততঃ চারি পাঁচ বৎসর হওয়া উচিত।

নচেৎ অকাল ও অনিয়মিত সহবাস-দোষে সন্তান-হত্যার পাতকে পতিত হইয়া পিতা মাতাকে অশেষ যন্ত্রণাভোগ করিতে হয়। প্রসূতি মাত্রেরই—কেবল প্রসূতি কেন—পিতা মাতা উভয়েরই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করা বা জানা নিতান্ত আবশ্যক। জননীর যত্নেই সন্তান দিন দিন শুক্লপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া শৈশবাবস্থা অতিক্রম করে। কিন্তু আজ কালের জননী—অবোধ জননী—অপক্ক-বুদ্ধি অজ্ঞান বালিকা—যিনি নিজের শরীর রক্ষা বিষয়েই সম্পূর্ণ অপটু, তিনি সন্তানের স্বাস্থ্যরক্ষা—সন্তান পালন—সন্তান পোষণ—সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির কি বুঝিবেন? কাজে কাজেই মাতা পিতার অজ্ঞতা বশতঃ অনেক সময়ে অনেক সন্তানকে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়।

নবম কারণ। আমাদিগের পারিবারিক সম্বন্ধ জ্ঞানের ও যথাবিহিত আচরণের অভাব এবং কর্ত্তব্যবিমূঢ়তা।—আজকাল কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি বৃদ্ধ, কি যুবা, কি বালক, কি বালিকা ইত্যাদি কেহই প্রায় পরস্পরের সহিত পরস্পরের সম্বন্ধ বিচার ও পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যথা-কর্ত্তব্য আচরণ প্রতিপালন করেন না। ইহাতে লঘু গুরু ভেদজ্ঞান তিরোহিত—শাসন শিথিল ও সংসারবন্ধন উচ্ছৃঙ্খলতা প্রাপ্ত হইয়া সংসারকে তরঙ্গায়িত করিয়া তুলিতেছে এবং সেই তরঙ্গে সমাজও প্রতিহত হইতেছে। পুরুষেরা লেখা পড়াও শিখেন, জ্ঞান উপার্জ্জনও করেন, অর্থ উপার্জ্জনও করেন, অনেক সমাজেও মিলিত হয়েন, অনেককে জ্ঞান শিক্ষাও দিয়া থাকেন, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, তাঁহাদের নিজগৃহমধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পর কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, কিরূপ সম্বন্ধের লোকের কিরূপ মর্য্যাদা রক্ষা

করিতে হয়, কাহাকে কিরূপ শিক্ষা বা উপদেশ দিতে হয়, কাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিলে সংসার মধ্যে সদা আনন্দ ও সচ্ছন্দতার সৃজন হয়, এ সকল জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁরা স্বামী, স্ত্রী, মাতা, পিতা, ভাই, ভগিনী ও পুত্র পৌত্র ইত্যাদি সম্বন্ধ বিশিষ্ট লোক সমূহের প্রতি পরস্পর যথাযোগ্য ব্যবহার করিতে প্রায়ই জানেন না এবং করেনও না। পারিবারিক অসচ্ছন্দতা, বিবাদ, বিসম্বাদ, গৃহবিচ্ছেদ, আত্মীয়তাবিচ্ছেদ এবং মাম্‌লা মোকদ্দমাদিতে সর্ব্বস্বান্ত হওয়া ইত্যাদি সকলই এই জ্ঞানের অভাব জনিত বিষময় ফল। এই অভাবটী আমাদিগের মানসিক দুর্ব্বলতার একটী বিশেষ কারণ বলিতে হইবে। পিতা মাতা ও গুরুজন কর্ত্তৃক বাল্যকালাবধি নীতি শিক্ষার অভাবই এই অভাবের প্রতিপোষক সন্দেহ নাই।

দশম কারণ। পরাধীনতা! দাসত্ব!! গোলামী!!!—দাসত্ব করিতে গেলে—গোলামী করিতে গেলে—পরাধীনতায় জীবন উৎসর্গ করিতে গেলে—আমাদিগকে—ছোট বড় সমস্ত চাক্‌রেকে—অনেক সময়ে ক্ষমতার অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয়; জল বায়ুতে সিক্ত হইয়া শ্রম করিতে হয়; রাত্রি জাগরণ, ক্ষুৎ পিপাসা সংবরণ ও শৌচ প্রস্রাবাদির বেগ ধারণ, কখন বা অসুস্থ শরীরে এবং অনেক সময়ে রাত্রিতে গ্যাসের ও কেরসিনের আলোকেও কার্য্য করিতে হয়। বলা বাহুল্য, রাত্রিতে গ্যাস প্রভৃতির আলোকে কার্য্য করিলে—বিশেষতঃ গণিতের কার্য্য করিলে—দৃষ্টি-শক্তির বিশেষ হানি হইয়া থাকে। এক কথায়, চাক্‌রী করিতে গেলে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাদিতে একেবারে জলাঞ্জলি দিতে হয় এবং অবকাশাভাবে আমোদ প্রমোদ বা অপরাপর স্বাধীন বৃত্তি অথবা ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সামাজিক ব্রত নিয়ম পালন ইত্যাদি

সমস্তই এক প্রকার ত্যাগ করিতে হয়! সময়ে সময়ে মা বাপের পিণ্ডদান পর্য্যন্ত পণ্ড হইয়া যায়!! এতদ্ব্যতিরেকে বুদ্ধি থাকিতে নির্ব্বোধ, চক্ষু থাকিতে অন্ধ, কর্ণ থাকিতে বধির, বাক্‌পটুতা থাকিতে মূক, বিদ্যা থাকিতে মূর্খ এবং হাত পা থাকিতে পঙ্গু হইয়া ও নানা প্রকার তোষামোদ করিয়া মনিবের সন্তোষভাজন হইতে হয়! যথার্থ সৎ ও সত্যবান হইলেও অনেক সময়ে মনিবের তুষ্টি-বিধানার্থ আপনাদিগকে নীচ ও মিথ্যাবাদী প্রভৃতি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতেও হয়!! এবম্প্রকারে চাক্‌রী করাতে আমাদিগকে সহজেই স্ফূর্ত্তিবিহীন, জড়পিণ্ডবৎ ও হস্ত-পদবিশিষ্ট পশু সদৃশ হইয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হয়; সুতরাং তাহাতে আমা-দিগের দেহ ও মন যে দিন দিন দুর্ব্বল ও হীনতেজ হইবে, আশ্চর্য্য কি? এ ত গেল সাধারণ চাক্‌রেদিগের দুর্ব্বলতাদির কারণ। আবার নিম্ন শ্রেণীর গরিব চাক্‌রেদিগের দৌর্ব্বল্যের আর একটী বিশেষ কারণ আছে। সে কারণটী ঐ সকল গরিব অর্থাৎ অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের উপর দেশীয় অধ্যক্ষ-কর্ম্মচারী মহাশয়দিগের অত্যাচার! চাক্‌রেগণ সচরাচর দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম —নিম্নশ্রেণীর সামান্য কেরাণী। দ্বিতীয়—বড় বাবু, হেড্‌-ক্লার্ক, হেড্‌-আসিষ্টাণ্ট, সুপারভাইজর প্রভৃতি উপাধিধারী উচ্চশ্রেণীর বড় বড় কেরাণী। সামান্য কেরাণীর সংখ্যাই সর্ব্বত্র অধিক, বড় কেরাণী সংখ্যায় অতি অল্প। এক এক বড় কেরাণীর অধীনে দশ, পনের, বিশ, পঁচিশ সময়ে সময়ে শতাধিক পর্য্যন্ত খুজরা কেরাণী কার্য্য করিয়া থাকে। কাজেই কুচা কেরাণীর মনিবের সংখ্যা সত-তই 'ডবল' বা স্থল বিশেষে তাহারও অধিক এবং 'ডবল' বা বহু মনিবের অধীনেই তাহাদের জীবনোপায় নির্ভর করিয়া থাকে। কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সচরাচর আফিসের বড় বাবুরাই তাহাদের

মনিব। এই উচ্চশ্রেণীস্থ বড়বাবু-মহাপ্রভুদিগের মধ্যে অধিকাংশ বাবু পদ-গরিমায় এতই অন্ধ, স্বার্থ-সাধনে এতই ব্যস্ত, এবং জাতীয় চরিত্রের উপর এতই শ্রদ্ধাশূন্য যে, অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের—দেশীয় ভ্রাতাদিগের—এক সমাজভুক্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি দুর্ব্যবহার-করিতে—তাহাদিগকে অপদস্থ করিতে—তাহাদিগের অনিষ্ট সাধন করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয়েন না! সহানুভূতি ও স্বজাতিপ্রেম ইহাঁদিগের একেবারেই নাই! স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগের উন্নতি ইহাঁ-দিগের চক্ষুর শূল! স্বজাতি ও স্বদেশীয়দিগের হিতার্থে নিজ ক্ষমতা নিয়োগ করিতে ইহাঁরা আদৌ ভাল বাসেন না! মনিবের তোষামোদ করিতে ইহাঁরা নিজে যেরূপ সতত রত, ইচ্ছা যে অধীনস্থ স্বদেশীয় ভ্রাতাগণও উহাঁদিগকে সেইরূপ তোষামোদ করে। ইহাঁরা কেবল জানিয়াছেন যে, অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের উপর 'জুলুম' করাই ইহাঁ-দিগের ধর্ম্ম ; সাহেব মনিবের নিকট তাহাদিগের নিন্দাবাদ করাই ইহাঁদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম; এবং যে কোন প্রকারেই হউক, নিজ নিজ পদের উন্নতি করাই ইহাঁদিগের চাক্‌রী-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য! ইহাঁদিগের মতে কর্ত্তব্য (duty) পালন জন্য অধীনস্থ কর্ম্মচারী-দিগের উপর কঠিন ব্যবহার না করিলে—দেশীয় ভ্রাতাদিগের রক্ত মাংস না খাইলে—তাহাদিগের উপর সতত খড়্গহস্ত হইয়া না থাকিলে—স্বজাতি-প্রেমের মস্তকে পদাঘাত না করিলে—মনিবের নিকট ইহাঁদিগকে ন্যায়পরতার বিপক্ষতাচরণ অপরাধে অপ-রাধী হইতে হয়—' নিমক হারামের ' মত কার্য্য করিতে হয়। ধন্য ইহাঁদিগের বুদ্ধি! ধন্য ইহাঁদিগের কর্ত্তব্য-পরায়ণতা !! ধন্য ইহাঁদিগের 'নিমক্ হালালি' !!! স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় ভ্রাতা-দিগের উপর অত্যাচার করিয়া—তাহাদিগকে উৎসন্ন দিয়া—তাহাদিগের শোণিত শোষণ করিয়া—যাঁহারা 'ডিউটী' প্রতি-

পালন করা পরম ধর্ম্ম জ্ঞান করেন—এরূপ কার্য্যকেই যাঁহারা 'ডিউটী' শব্দের প্রতিপাদ্য বলিয়া বিবেচনা করেন এবং উহাকেই যাঁহারা মনিবের মন যোগাইবার একমাত্র উপাদান জ্ঞান করেন, সেরূপ ধার্ম্মিক—সেরূপ শাব্দিক ব্যক্তিদিগকে পশু ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? মনিবের তোষামোদ যাঁহাদের ধ্যান—মনিবের পাদুকা বহন যাঁহাদিগের জ্ঞান—মনিবের প্রত্যেক কথায় "হুজুর" "হুজুর" বলিতে যাঁহারা অজ্ঞান—মনুষ্যশক্তির যত কিছু পরিচয় এবং অধ্যক্ষতাপদের যত কিছু ক্ষমতা অধীনস্থ লোকদিগের অহিতার্থে প্রয়োগ করা যাঁহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম—তাঁহাদিগের সহিত গো, মেষ, ছাগ, মহিষ, বরাহ, গর্দ্দভ ইত্যাদির প্রভেদ কোথায়? তাঁহারা যে কত বড় মূঢ়, পাষণ্ড, পামর, নরাধম, তাহা লেখনী ব্যক্ত করিতে অশক্ত। বিদেশীয়দিগের স্বজাতি-প্রেম, স্বজাতির প্রতি কর্ত্তব্য পালন ইত্যাদি দেখিয়া শুনিয়াও তাঁহাদিগের অদ্যাবধি চৈতন্য হইতেছে না, ইহা কি কম আক্ষেপের বিষয়!! তাঁহাদিগেরই ব্যবহার দেখিয়া ত সাহেব মনিবেরা অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের উপর জঘন্য ঘৃণিত ব্যবহার করিয়া থাকেন। কুচা কেরাণী নিজের অথবা পরিবারস্থ কাহারও পীড়ার জন্য কিম্বা সাংসারিক কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে ছুটী চাহিলে বড় বাবুরা প্রায়ই 'সোপারিস' (recommend) করেন না। বলিয়া থাকেন, আফিসে কার্য্যের বড় ঝঞ্ঝাট; মনিবের পয়সা খাইতে গেলে সর্ব্বদা পীড়িত হইলেও চলিবে না; সংসারের জন্য ব্যস্ত হইলেও চলিবে না, ইত্যাদি।—পীড়াও যেন বাবুদিগের আজ্ঞার অধীন! ইহা কি কম স্পর্দ্ধার কথা!!! প্রকৃত পীড়িতের প্রতিও ইহাঁরা এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। সাহেবেরাও ক্রমে বড়বাবুদিগের ব্যবহার দেখিয়া শুনিয়া জানিয়া-

ছেন যে, গরিব কেরাণীদিগের রোগ শোক বা সাংসারিক কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইলে ছুটী না দিলেও চলে। এবং সেই কারণেই তাঁহারা অনেক সময়ে ছুটী দেনও না। বড়বাবু-মহাপ্রভুরা এই রূপ নানামতে তোষামোদ এবং পর্ব্বাদি উপলক্ষে আফিসের নির্দ্ধারিত ছুটী বা রবিবার ইত্যাদিতে কার্য্য করিয়াই মনিব সাহেবদিগের স্পর্দ্ধা বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। এবং তাহারই পরিণামফল অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের রোগ, শোক বা কোন বিষয়ে কোন প্রকার ত্রুটী হইলে কিছুতেই মার্জ্জনা নাই—কোন রূপে উন্নতিও নাই—বিশ্রামও নাই! সততই তাহাদিগকে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া—মনিবের কার্য্যে রক্ত জল করিয়া—শরীরকে পতন করিতে হয়। কাজেই ইহাতে ঐ সকল গরিব কেরাণীদিগের, (যাহাদিগেরই সংখ্যা আমাদিগের সমাজ মধ্যে অধিক) দৈহিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা আরও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং তৎসহ সমাজও যারপরনাই ক্ষীণ হইতেছে।

এতদ্ব্যতীত আরও শত শত কারণে ভারতবাসীর দৈহিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। তৎসমুদায় বিশেষরূপে বিবৃত করিতে গেলে দুই তিন খানি বৃহৎ পুস্তক লিখিতে হয়। তাহা না করিয়া সংক্ষেপে তাহাদিগের মধ্যে দুই চারিটীর নামোল্লেখ মাত্র করা হইল; যথা—দিবা রজনীর যে যে ভাগে সাবধানতা সহকারে শরীরকে বসনে আবৃত রাখা আবশ্যক, তাহা না করিয়া অসময়ে অর্থাৎ মধ্যাহ্ন সময়ে বিদ্যালয় বা কর্ম্মস্থলের সভ্যতা রক্ষার্থে কতকগুলি অসহ্য পরিচ্ছদে শরীর আবরণ দ্বারা স্বাস্থ্যের হানি।—শরীরের সমুদায় অঙ্গ যথানিয়মে চালনা না হওয়া, অর্থাৎ ব্যায়াম শিক্ষার অভাব।—নির্দ্দোষ আমোদের অভাব।—বেশ্যাসক্তির স্বাধীনতা।—বাবু-

গিরির বৃদ্ধি—বর্ত্তমান-প্রচলিত-সভ্যতার চালে চলিতে গিয়া—বাহিরে 'লম্বা কোঁচা' দেখাইতে গিয়া—আয় অপেক্ষা অধিক ব্যয় করা এবং তন্নিবন্ধন ঋণ জালে জড়িত হওয়া ও চিন্তা।—অযোগ্য বয়সে সংসারের ভার বহন ও সাংসারিক নানা অভাব জনিত দুর্ভাবনা।—বঙ্গবাসীর মাতৃ পিতৃ ও কন্যাভার দায় হইতে উদ্ধার চিন্তা ইত্যাদি।

প্রাগুক্ত কারণনিচয়ের প্রতিবিধানে আর্য্য সমাজের যত্ন ও চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে এবং সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

সনাতন আর্য্যধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতা।

——oo——

যদিও ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয়ে তর্ক করা, বাদানুবাদ করা কি লিখিতে চেষ্টা করা মাদৃশ হীনবুদ্ধিজনের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব ও অসীম-সাহসিকতার কার্য্য, তত্রাপি বর্ত্তমান ধর্ম্মবিপ্লবে ও নানা রঙ্গের নব্য সম্প্রদায়দিগের অসহনীয় দৌরাত্ম্যে, প্রাচীন সর্ব্ব-গৌরবান্বিত আর্য্যধর্ম্ম ও আর্য্যসমাজের দিন দিন অবনতি দেখিয়া নিতান্ত আক্ষেপে ও মনোবিকারে এতাদৃশ গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। অধুনা নব্য সভ্য ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে দিন দিন যেরূপ নূতন নূতন মতভেদী ধর্ম্মভাব আবিষ্কৃত হইতেছে, এবং তন্নিবন্ধন দেশের ও সমাজের যে প্রকার

অবনতি ঘটিতেছে, তাহা বোধ হয় বিজ্ঞবর স্বদেশানুরাগী মহোদয় মাত্রেই বিশেষরূপ অনুভব করিতেছেন। নূতন সম্প্রদায় মধ্যে সনাতন আর্য্যধর্ম্ম বিরোধীই প্রায় অধিক। তাঁহারা নানামতে কৃতবিদ্য হইয়া এইমাত্র জ্ঞানলাভ করিয়াছেন যে, ঈশ্বরোপাসনা তাঁহাদিগের পৈতৃকমতে রীতিমত হইতে পারে না ! এবং পৈতৃক মতাবলম্বী হইলে ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র হওয়া বা তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাও যায় না। কিন্তু সেটী যে তাঁহাদের কতদূর ভ্রম ও মূঢ়তার কার্য্য, তাহা লেখনী ব্যক্ত করিতে অক্ষম। এবং তাঁহাদিগের সেই মূঢ়তাই যে জাতীয়তা বিচ্ছেদের ও দেশ নাশের মূলীভূত কারণ তাহাও বলা বাহুল্য। যে 'ঈশ্বরকে' জাতি বিজাতি সকলেই 'সর্ব্বজ্ঞ' 'সর্ব্বব্যাপী' ও 'সর্ব্বশক্তিমান' বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন, সেই ঈশ্বরের উপাসনা বা চিন্তা করিবার জন্য মতামতের কিছুই প্রয়োজন দেখা যায় না। নব্য সম্প্রদায়দিগের এরূপ মতান্তর যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক তাহার আর সন্দেহ নাই। 'সর্ব্বব্যাপী' ও 'সর্ব্বজ্ঞ' বলিয়া যদি ঈশ্বরকে সম্বোধন করিতে হয়, এবং ঈশ্বরও যদি যথার্থই 'সর্ব্বব্যাপী' ও 'সর্ব্বজ্ঞ' হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার পূজা বা উপাসনা করিতে মতামতের বা পথাপথের প্রয়োজন কি ? তাঁহার পূজা বা অর্চ্চনা বোধ হয় যখন তখন যেখানে সেখানে যে কোন প্রকারে বা যাহা কিছু অবলম্বনে অনায়াসেই হইবার সম্ভাবনা। তিনি যখন 'সর্ব্বজ্ঞ' তখন সৃষ্টির কোন বিষয়ই তাঁহা হইতে অন্তর্হিত হইবার নহে ; যখন 'সর্ব্বব্যাপী' তখন সকলেতেই তিনি বর্ত্তমান ; যখন 'সর্ব্বশক্তিমান্' তখন জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সকলই তাঁহা হইতে সমুদ্ভূত ; এবং যখন 'পূর্ণব্রহ্ম' (Perfect) তখন যে পৃথিবীর অতি সামান্য ও ক্ষুদ্র পদার্থ হইতে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট যাহা কিছু তাঁহার

সৃষ্টি মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে, সকলই তাঁহা হইতে এবং তিনিও যে সকল বিষয়ে সদা সর্ব্বক্ষণ বিরাজমান, ইহা জগতের কোন্ সম্প্রদায় না স্বীকার করিবেন ? আর ইহা যে একটী নূতন কথা তাহাও নহে। "All are but parts of one Stupendous whole"—"একমেবাদ্বিতীয়ং"—অর্থাৎ এক হইতেই সমস্ত জগৎ এবং সমস্ত জগৎও (নানারূপে গঠিত হইলেও) সেই এক ভিন্ন দুই নহে। এই 'একই' নিরাকার, নির্ব্বিকার, নিত্য, নিরঞ্জন, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, স্বয়ম্ভূ, অনাদি, অনন্ত, প্রকৃতি-পুরুষ-জড়িত মহাশক্তি—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের একমাত্র কারণ—সেই বিশ্বনিয়ন্তা পরমব্রহ্ম 'ঈশ্বর'। অতএব সেই বিশ্বনিয়ন্তা পরব্রহ্ম সনাতনের অর্চ্চনা করিতে মতামতের বা পথাপথের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। আবশ্যকের মধ্যে, 'জ্ঞান', 'ভক্তি' ও 'বিশ্বাস'। কিন্তু সেই 'জ্ঞান', 'ভক্তি' ও 'বিশ্বাস' নিতান্ত অনায়াসলভ্য নহে। উহা মনোমধ্যে দৃঢ়তর স্থাপিত করিবার জন্য মনুষ্য মাত্রেরই 'শিক্ষিত' ও 'দীক্ষিত' হওয়া কর্ত্তব্য; এবং শিক্ষাবস্থায় কোনরূপ 'অবলম্বন' সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ। কেননা জন্মাবধিই যখন বিনা 'শিক্ষায়' ও বিনা 'অবলম্বনে' কেহ কখন স্বতঃই এই বিশ্ব-সংসারে প্রবিষ্ট হইতে সক্ষম হয়েন না, তখন যে ঈশ্বর-তত্ত্ব-রূপ মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে কতদূর চেষ্টা, যত্ন, সাধনা ও সদনুষ্ঠানের প্রয়োজন বা সৎসংসর্গের আবশ্যক, তাহা বোধ হয় আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় নিতান্তই অপরিজ্ঞাত। নতুবা তাঁহারা কখনই মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু ও গুরুজনের বাক্য অমান্য বা বয়োবৃদ্ধিজনিত বহুদর্শিতা লাভের অপেক্ষা না করিয়া সম্পূর্ণ অপরিণত বয়সে 'পৈতৃক-সম্পত্তি' সনাতন আর্য্যধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া "ঘোড়া ডিঙ্গিয়া ঘাস খাওয়ার" ন্যায় একেবারে ধর্ম্মপর্ব্বতের শিখরদেশ

'ব্রাহ্মধর্ম্মে' আরূঢ় হইতে সাহসী হইতেন না। নিতান্ত বালতরু ফলবান হওয়া কোন অংশেই শুভ নহে। ভক্তিশূন্য বাহ্য আড়ম্বর যাহা এক্ষণে সচরাচর দৃষ্ট হয়, তাহা ঊনবিংশতি শতাব্দীর তন্ত্র ও ইউরোপীয় সাহিত্য আলোচনার ফলমাত্র!

যখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতিরই ধর্ম্মালোচনার 'পথ' বা 'মত' দেশ ও জাতিভেদে পৃথক্ পৃথক্ উপায়াবলম্বন দ্বারা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, এবং তন্মধ্যে 'গুরুসহায়' একটী প্রধান অবলম্বন, তখন এদেশীয় ধর্ম্মবিপ্লবকারী যুবকবৃন্দের একান্তই জানা উচিত যে, প্রকৃত 'ঈশ্বরতত্ত্ব' বিষয়ে মতামতের বা পথাপথের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। যে কোন মতাবলম্বী হউন না, 'জ্ঞান' 'ভক্তি' 'বিশ্বাস' ও 'গুরু সহায়' ব্যতীত উদ্ধারের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। হিন্দু হউন বা মুসলমান হউন, খ্রীষ্টান হউন বা উন্নতিশীল (Progressive) ব্রাহ্ম হউন, সাকারবাদীই হউন বা নিরাকারবাদীই হউন, পূর্ব্বকথিত কয়েকটী উপায় ব্যতিরেকে উদ্ধারের পথ আর কোন মতেই দেখা যায় না। আপন আপন দেশ ও সমাজ অনুসারে লোকের আচার, ব্যবহার আহার, পরিচ্ছদ ও ধর্ম্মবিষয়ের মতামত প্রভৃতি সকলই ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। এবং সকলেই আপন আপন মতের পক্ষপাতী হইয়া, তাহার উপর ভক্তি বিশ্বাস প্রগাঢ়রূপে স্থাপিত করিয়া আপনাপন দেশ ও সমাজকে দিন দিন দৃঢ়তর একতা-রজ্জুতে বন্ধন করিতেছে ও করিয়া থাকে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতিরই ধর্ম্মালোচনার পথ বা মত দেশ ও জাতিভেদে পৃথক পৃথক উপায়াবলম্বন দ্বারা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। সকলেই আপন ধর্ম্মের প্রতি স্থিরবিশ্বাস বশতঃ অপরকে সেই ধর্ম্মে (অপরের চক্ষে তাহা ভাল হউক বা মন্দ হউক)

আহ্বান করিয়া থাকে। যাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি তরল এবং যাঁহারা অব্যবস্থিত-চিত্ত, তাঁহারাই স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, সুন্দর মত বা পরিষ্কার পথ প্রাপ্তির আশয়ে, অন্য ধর্ম্মাক্রান্ত হয়েন; এবং পরিশেষে তাহাতেও নিজ চিত্তকে আস্থাবান বা অটল করিতে না পারিয়া, নিজ দুষ্কৃতির জন্য অনুতাপ করিতে থাকেন। তখন তাঁহাদের "ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্ট" হইয়া থাকে। তখন তাঁহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারেন যে, যে ক্ষেত্রে উৎপত্তি সেই ক্ষেত্রের পঙ্কিল মৃত্তিকা ভিন্ন তাঁহাদের পুষ্টিসাধনের অন্য উপায় নাই; ভিন্ন দেশীয় অসার ঊষর ক্ষেত্র তাঁহাদিগের ধর্ম্ম-বীজ বপনের প্রকৃত স্থান নহে। আপনাপন দেশীয় সামাজিক মতের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলে সমাজের সম্পুর্ণ বিশৃঙ্খলা ঘটে, এবং সত্বরেই ছিন্ন ভিন্ন ও নানা রঙ্গের নূতন নূতন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া সমাজ একেবারে উৎসন্ন যাইতে থাকে। সমাজের উন্নতি সাধন করিতে হইলে দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া সর্ব্ব-সামঞ্জস্যরূপে সকল দিক বজায় রাখা এবং আপামর সাধারণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দেশীয় চাল চলনের সংযোগ বিয়োগ সাধন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অতএব হে আর্য্যধর্ম্মবিরোধী নব্যসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ! আপনারা সমাজের অপ্রিয় কার্য্যে আর অধিক লিপ্ত না থাকিয়া বরং যাহাতে আপনাদিগের পৈতৃক সম্পত্তি সনাতন আর্য্যধর্ম্মের দিন দিন উন্নতি বা উৎকর্ষ সাধিত হয়, তৎপক্ষে বিধিমতে কৃতসঙ্কল্প হউন; তাহা হইলে নিশ্চয়ই জানিতে পারিবেন যে, সনাতন আর্য্যধর্ম্মের তুল্য অবশ্যম্ভাবী-মোক্ষ-ফল-প্রদ পবিত্র ধর্ম্ম আর দ্বিতীয় নাই; কিম্বা ইহা-অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রণালীবদ্ধ ধর্ম্ম বিষয়ক 'মতও' আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বস্তুতঃ সনাতন আর্য্যধর্ম্মের আদ্যোপান্ত যেরূপ সুপ্রণালী-

বদ্ধ, উপদেশপূর্ণ ও নীতিগর্ভ এবং আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই যেরূপ হৃদয়প্রফুল্লকর, তাহাতে বোধ হয় যে, উহা অবলম্বনে মনুষ্য কি সাংসারিক, কি বৈষয়িক, কি ঐহিক, কি পারত্রিক সমস্ত বিষয়েই অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বীদিগের অপেক্ষা স্বল্পায়াসেই সিদ্ধকাম হইতে পারেন। * বর্ত্তমান কালে যদি এতদ্দেশে সামাজিক ক্ষমতা ও সনাতন আর্য্যধর্ম্মের পর্য্যালোচনা পূর্ব্বমত প্রবল প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে কখনই এদেশীয় কৃতবিদ্য সভ্যতাভিমানী ভদ্রসন্তানেরা তাঁহাদিগের নিজ নিজ জাতি ও সমাজের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্রোহাচরণ করিতে সমর্থ হইতেন না। আমাদিগের পরস্পর অনৈক্যমূলক দুর্ব্বলতা ও সমাজ-বন্ধন-শিথিলতাই সকল অনর্থের মূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা এক্ষণে নানামতে কৃতবিদ্য হইয়া আমাদিগের উপস্থিত দুরবস্থার প্রকৃত কারণ বুঝিয়া এবং বর্ত্তমান রাজপুরুষদিগের হাব ভাব জানিতে পারিয়াও যদি দেশের ও সমাজের উৎকর্ষ সাধনে কৃতসঙ্কল্প না হই, তাহা হইলে আর আমরা কবেই বা আত্মোন্নতিসাধনক্ষম হইয়া জনসমাজে প্রকৃত মনুষ্য নামের পরিচয় প্রদান করিব? এই ত আমাদের আত্মোন্নতির প্রকৃত সময় উপস্থিত। এই সময়ে যদি আমরা আমাদিগের মনের কুসংস্কার সমস্ত দূরীকৃত করিয়া দেশস্থ সমস্ত লোকে এক মনে, এক প্রাণে, এক সহানুভূতি-সূত্রে সম্বদ্ধ হইতে না শিখি, তাহা হইলে বোধ হয় আর কোন

* "হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" নামক পুস্তকে মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ অতি সুন্দর রূপে লিখিয়াছেন। তিনি দফায় দফায় প্রমাণ করিয়াছেন যে পৃথিবীর অন্যান্য সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা সনাতন আর্য্যধর্ম্ম বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। উহার তুল্য উৎকৃষ্ট প্রণালীবদ্ধ ধর্ম্ম এ পর্য্যন্ত কুত্রাপি প্রচারিত হয় নাই। বোধ হয় অনেকেই সে পুস্তক পাঠ করিয়া থাকিবেন। যাঁহারা পড়েন নাই, অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন একবার তাহা পাঠ করেন।

কালেই আমাদিগের দেশের বা সমাজের উন্নতি হইবে না। এক্ষণে ধর্ম্মোপার্জ্জন বা ঈশ্বরোপাসনার জন্য মতান্তর গ্রহণ করা আমাদিগের কোন অংশেই সাজে না। জগদীশ্বর 'এক' তাহা সকলেই জানেন; তাহা লইয়া যুদ্ধ করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। তবে যে উপায়ে তাঁহাকে হৃদয়-মন্দিরে চিরপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায়, তাহারই সংযুক্তি করা সর্ব্ব-তোভাবে কর্ত্তব্য এবং সেই সংযুক্তির প্রধান উপায় যে সনাতন আর্য্যধর্ম্ম, তাহারই পুনরুদ্দীপনে সকলে একমতাবলম্বী হইয়া সাহায্য করা উচিত। তাহাতে ধর্ম্ম উপার্জ্জন ও সমাজের উৎকর্ষ সাধন উভয়ই সুন্দর সুসম্পাদিত হইবে।

কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলে আমরা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারি যে, 'নিরাকার' ধর্ম্মমতাবলম্বী হওয়া অপেক্ষা 'সাকার' মতাবলম্বী হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সাকার পূজায় ভক্তি, প্রীতি, প্রণয় প্রভৃতি মনোবৃত্তি বিশেষ পরিমাণে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে; কেন না সাকার পূজায় আশৈশব ঐ সকল বৃত্তির চালনা হইতে আরম্ভ হয়, নিরাকার পূজায় তাহা হইতে পারে না। সাকার মতাবলম্বী থাকিয়াই ভারত, মিসর, রোম, যুনানী প্রভৃতি সাম্রাজ্য উন্নতি লাভ করিয়াছিল। পৌত্ত-লিক ধর্ম্ম প্রচলিত না থাকিলে মূর্খ ব্যক্তিদিগের মধ্যে নাস্তিকতার আবির্ভাব নিতান্ত সম্ভব। এই যে আধুনিক ব্রাহ্ম সম্প্রদায়, যাঁহারা পৌত্তলিক-ধর্ম্মবিরোধী বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহারাই কি বিনা আড়ম্বরে বা অবলম্বনে চলিতে পারেন? কখনই না। এবং সেই আড়ম্বর বা অবলম্বনই প্রকারান্তরে সাকার উপাসনার কার্য্য সাধন করিয়া থাকে। এক জন সাহেব বলিয়াছেন, যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্ম প্রচার হওয়ার প্রধান কারণ "খ্রীষ্ট" ও "মেরির" প্রতিমা

পূজা। আর এক জন বলিয়াছেন, এই যে এত "প্রোটেষ্টাণ্ট" আছেন কই কয় জন মনোমধ্য হইতে প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে সক্ষম হইয়াছেন? ব্রাহ্মদিগের চূড়ামণি নগেন্দ্র বাবু স্বীকার করিয়াছেন, পৌত্তলিকতা কখনই পাপ নহে, উহা এক কালে সুসভ্যতাপথগামীদিগের প্রথম পথের এক মাত্র সহায় ছিল। আপামর সাধারণ লইয়া বিবেচনা করিতে হইলে বোধ হয়, 'সাকার' উপাসনাই সকলে গ্রহণ করিতে সক্ষম। কোন দেশে, কোন কালে, আপামর সাধারণ সকলেই 'নিরাকার' উপাসক হইতে সক্ষম হয়েন নাই। পৃথিবীতে নিরাকার উপাসনা আছে সত্য, কিন্তু আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই নিরাকার ঈশ্বর উপাসনা করিতে পারে, এমত কোন দেশই নাই এবং কস্মিন্ কালে ছিল কি না সন্দেহ। সকলে নিরাকার ঈশ্বর অনুভব করিতে পারে না বলিয়াই, নিরাকার উপাসনা কখন বহুলরূপে প্রচলিত হয় নাই এবং হইবেও না। কেন না, সমস্ত জগদাধার সেই পরম ব্রহ্ম ঈশ্বর 'অচিন্ত্যাব্যক্তরূপ' 'নির্গুণ' 'গুণাত্মা'; তাঁহার চিন্তা সাধারণ লোকের পক্ষে নিতান্ত সহজ নহে, বিশেষ জ্ঞানলাভ ভিন্ন উহা কখনই সম্ভবে না। 'তুমি কে?' প্রশ্ন করিলে যাহারা জগৎ অন্ধকারময় দেখিতে থাকে, তাহারা কি কখন নিরাকার ঈশ্বর চিন্তা করিবার যোগ্য? কখনই নহে। মনুষ্য যখন জ্ঞান উপার্জ্জন, যোগ আশ্রয়, ইন্দ্রিয়ের বহির্গমন রোধ ও গুরুর উপদেশ ইত্যাদি দ্বারা যথার্থ বিবেকী ব্রহ্মচারী যোগী পুরুষের মত বুদ্ধিকে অভ্যন্তরে—অতি অভ্যন্তরে—নিবিষ্ট করিয়া অর্থাৎ ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সক্ষম হয়েন, তখনই তিনি নিরাকার ঈশ্বর অনুভব করিতে সক্ষম হন এবং সেই ক্ষমতা হইতেই মনুষ্য ক্রমে পরমাত্মায় লীন অর্থাৎ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবার

উপযুক্ত হইয়া থাকেন। অতএব নিরাকার উপাসনা সাধন কেবল নিতান্ত বহুদর্শী ও বহুশাস্ত্রজ্ঞ সিদ্ধ যোগীদিগেরই সম্ভবে। সাধারণ সমাজ অর্থাৎ সংসারাশ্রমী ব্যক্তিগণের পক্ষে যদি ঈশ্বরোপাসনা একান্ত আবশ্যক হয়, তবে 'সাকার' উপাসনাই শ্রেয়ঃ। সাকার উপাসনা সাধারণের হৃদয়গ্রাহিণী, নিরাকার উপাসনা তাহা নহে। যাঁহারা নিতান্ত জ্ঞানদর্পে সেই অখণ্ড জ্ঞানরূপী নিরাকার নিত্য নিরঞ্জনের তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া ভান করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। যেহেতু তিনি "অবাঙ্মনস গোচরম্" বাক্য মনের অগোচর।—"যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ"—(বেদান্ত)। সাকারবাদীদিগের পক্ষে নিরাকার উপাসনা যে একেবারেই নিষিদ্ধ ও অসম্ভব তাহাও বলা যাইতে পারে না; কেন না যথার্থ সৎ সত্য এবং সাধুতা অবলম্বন দ্বারা ধর্ম্মপথের পথিক হইয়া চলিলে, নিরন্তর তপ, জপ, পূজা, আহ্নিকাদিতে রত থাকিলে এবং একান্তমনে প্রগাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস সহকারে দেব দেবীর অর্চ্চনা করিলে মনোমধ্যে ঈশ্বর-প্রেমের অনুরাগ স্বতই সমুদ্ভূত হইয়া থাকে; এবং ক্রমশঃ তীর্থাদি দেশ বিদেশ ভ্রমণ ও বয়োবৃদ্ধিজনিত বহুদর্শিতা ও ভক্তি-বিশ্বাস-মূলক ঈশ্বরের প্রতি প্রীতিলাভ হেতু সাকার উপাসনা হইতে মন সহজেই নিরাকার উপাসনায় নীত হয়। তখন "একোমেবাদ্বিতীয়ং" যে কি, তাহা আত্মাই আত্মাকে বুঝাইয়া দেয়। অপরের মন্ত্রণায় এই মহামন্ত্রের মর্ম্মোদ্ভেদ করা বা হওয়া নিতান্ত সহজ নহে। যাঁহারা নিয়ত ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনায় রত থাকিয়া আপনা হইতেই সেই পরমজ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তাঁহারাই ধন্য! এবং তাঁহাদিগের কর্ত্তৃকই নিরাকার উপাসনার কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হওয়া সম্ভব। নচেৎ অপরিণত বয়সে যৎকিঞ্চিৎ ইউরোপীয়

সাহিত্যের আলোচনা করিয়া মন্দিরে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেই যে নিরাকার উপাসক হওয়া যায়, এমত নহে। এরূপ প্রকার ধর্ম্মপথাবলম্বন বা সাকার নিরাকার উভয় বাদিতে পরস্পর বিদ্বেষ-ভাব প্রকাশ করা নিতান্ত মূঢ়তার কার্য্য! হে উদ্ভ্রান্ত, উন্নতিশীল, উন্নীতশির, যথেচ্ছাচারী নব্য ভ্রাতৃগণ! আপনারা নিবিষ্টচিত্তে উল্লিখিত ধর্ম্মবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বিবেচনার সহিত আলোচনা করিয়া পথাপথের বা মতামতের ভ্রম পরিহার পূর্ব্বক আপনাদিগের স্বর্গীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রদর্শিত ধর্ম্মপথের পথিক হইয়া এবং সর্ব্ব-সামঞ্জস্যমতে সকল দিক বজায় রাখিয়া মৃতকল্প সনাতন আর্য্য-ধর্ম্মের পুষ্টিবর্দ্ধনে সমুদ্যোগী হউন; তাহা হইলেই বিশুদ্ধ আর্য্যবংশে আপনাদিগের জন্মগ্রহণ পরম শ্লাঘনীয় হইবে এবং তৎসহ বর্ত্তমান বিশৃঙ্খলাবদ্ধ আর্য্যসমাজের সংস্কার সাধনেরও আশা ফলবতী হইবে, সন্দেহ নাই। সনাতন আর্য্যধর্ম্মে জ্ঞানীদিগের জন্য নিরা-কার ব্রহ্ম উপাসনার পথও পরম পরিষ্কৃত আছে এবং অজ্ঞানী-দিগের জন্যও ব্রহ্মজ্ঞানের সোপান স্বরূপ সাকার উপাসনারও পথ অতি প্রশস্ত।

"The deepest thoughts can be dug out from the Aryan mythology and ritual."

ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির পরিণাম।

——००——

পূর্ব্বকথিত বিষয় গুলির মধ্যে যাহা কিছু বর্ণিত হইল, তদ্দ্বারা ইহাই বিধিমতে প্রতীত ও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আজকাল ভারতবাসী আর্য্যদিগের অবস্থা—কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি ধর্ম্মনৈতিক, কি বৈষয়িক, কি ঐহিক, কি পারত্রিক—সকল বিষয়েই দিন দিন হীন হইয়া আসিতেছে, এবং এরূপ হইতে থাকিলে অচিরকাল মধ্যেই যে ইহাঁরা অন্নাভাবে তনুত্যাগ করিবেন এবং ছোট বড় আদি সকলেই যে একদশা প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কেন না এখনও পর্য্যন্ত ইহাঁদের চেতনা হইতেছে না, ইহাঁরা দেখিয়াও দেখিতেছেন না, শুনিয়াও শুনিতেছেন না, বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না যে, কিরূপ অবস্থাতে ইহাঁদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা কালাতিপাত করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, আর ইহাঁরাই বা এক্ষণে কিরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া জঘন্য বিজাতীয়দিগের তোষামোদে ও ঘৃণিত দাসত্বে জীবন উৎসর্গ করিয়া ক্রমে ক্রমে নিষ্প্রভ ও পরাধীন হইয়া জগতের অশ্রদ্ধেয় হইতেছেন। যদি বিশেষ মনোনিবেশ পূর্ব্বক বর্ত্তমান অবস্থার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জানিতে পারিবেন যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার কুহকে পড়িয়া সাংসারিক যাহা কিছু আবশ্যক সমস্ত দ্রব্যাদির জন্যই ইহাঁদিগকে সতত পরপ্রত্যাশী হইয়া থাকিতে হইয়াছে। এমন কি, যদি কখন বিদেশীয় রাজা বা ব্যব-

সায়িগণ কোন রূপে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তাহা হইলে বোধ হয়, ইহাঁদিগের দুর্গতির আর অবধি থাকিবে না। নিতান্ত পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় ভগ্নোৎসাহী ও অকর্ম্মণ্য হইয়া সমস্ত ভারতবাসী একেবারে জড়পিণ্ডবৎ হইয়া রহিবেন!

"আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ,
বিদেশী বাস্ বিনা কিসে রবে লাজ?
ধর্ব্বে কি লোক্ তবে দিগম্বরের সাজ—
বাকল্, টেনা, ডোর, কপিন?"

হরিশ্চন্দ্র নাটক।

ভারতের ধনও যাবে, মানও যাবে, গৌরবও যাবে ও ক্রমে ক্রমে পঞ্চবিংশতি কোটী ভারতবাসীর অনাহারে প্রাণও যাবে! আবার যাঁহারা অধুনা পেটের দায়ে—স্বার্থের দায়ে বা পদ-গৌরব ইত্যাদির দায়ে—জাত দিতেছেন, তাঁহাদের একুল ওকুল দুকুলই যাবে!! এবং তাঁহাদের বংশধরগণ অনাথের ন্যায় 'ট্যাশ' শ্রেণীভুক্ত থাকিয়া নিতান্ত হেয় জনেরও হেয় হইবেন ও অবশেষে অশেষ দুঃখসাগরে পতিত হইয়া আর্য্যসমাজের কলঙ্কস্বরূপ চিরদিনের জন্য ভারতে চিহ্নিত থাকিবেন!!! যেহেতু তাঁহাদিগের 'সিভিল্' (Civil) বা 'মিলিটারী' (Military) পদগৌরব পুত্র পৌত্রাদিক্রমে কখন চিরসম্পত্তি (Hereditary) হইবার নহে; অথবা তাঁহাদিগের বংশধরগণ সকলেই যে পিতৃপিতামহের সমকক্ষ হইবেন তাহারই বা সম্ভাবনা কি?

আমরা যদিও স্পষ্টই দেখিতেছি ও জানিতেছি যে, ভবিষ্যতে দাসত্ব এতদূর দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিবে যে, * পুনরায় স্ব স্ব

---

* পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, দেশস্থ সমস্ত জাতি এক ব্যবসায়ী, অর্থাৎ চাক্রী-ব্যবসায়ী হইলে, কাজে কাজেই চাক্রী মেলা ভার হইয়া উঠিবে।—আবার সরকার

জাতীয় ব্যবসায় অবলম্বন ভিন্ন জীবিকা নির্ব্বাহের আর উপায়ান্তর থাকিবে না, তত্রাপি আমরা নিশ্চেষ্টভাবে কাল কাটাইতে কিছুমাত্রও কুণ্ঠিত নহি; এক প্রকার জাগিয়া নিদ্রা যাইতেছি বলিতে হইবে। জাগিয়া নিদ্রা গেলে সে নিদ্রা ভঙ্গ হওয়া অতি সুকঠিন। যখন ভারতশুদ্ধ লোকের হাহাকার রবেও আমরা নিদ্রিতের ন্যায় রহিয়াছি তখন আমাদিগের পরিণাম ফল একেবারে পরপ্রত্যাশী হওয়া ব্যতীত আর কি হইবার সম্ভাবনা? এবং দেশের দশা, সমাজের দশা, বা ধর্ম্ম কর্ম্মের দশা দিন দিন হীন হইয়া আমাদিগকে যে একেবারে জগতের ঘৃণাস্পদ করিয়া তুলিবে তাহারই বা বৈচিত্র কি? যদি এসমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়া শুনিয়াও আমাদিগকে একেবারে নিরুৎসাহ ও নিশ্চেষ্টভাবে কাল কাটাইতে হইল, তবে কি রূপেই বা আমাদিগের ভাবী উন্নতির আশা ফলবতী হইতে পারে? হায়! আমাদিগের তুল্য হতভাগ্য ও অকর্ম্মণ্য জাতি বোধ হয় জগতে আর দ্বিতীয় নাই। আহা! যে আর্য্যজাতি এক সময়ে সমস্ত জগতের শিক্ষক ও সভ্যতামার্গের নেতা ছিলেন, যাঁহাদিগের গৌরবে ও বীরত্বে এক দিন মেদিনী বিকম্পিত হইয়াছিল, সেই আর্য্যদিগের বংশধরগণ আবার কালসহকারে কতই যে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহা বলিতে গেলে হৃদয় একেবারে বিদীর্ণ হইয়া যায়!

(Goverument) চাক্‌রী-পেষাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি ও তাহাদিগকে অনন্যোপায় দেখিয়া, আজ কাল যেরূপ পরীক্ষার এবং সেই পরীক্ষায় প্রবেশের মূল্যের (Fee) যে সকল নিয়ম ও বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহাতে যোত্রহীন চাক্‌রীব্যবসায়ীদিগের চাক্‌রীর পথ যে একপ্রকার রোধ করা হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।—রাজা সুবিধা পাইলেই আয়ের অঙ্ক বৃদ্ধি করিয়া লইবেন, বিচিত্র কি?—এইরূপ নানা কারণে চাক্‌রী নিশ্চয়ই দুষ্প্রাপ্য হইবে। আর হইবেই বা বলি কেন—হইয়াছে বলিলেও ত অত্যুক্তি হয় না!!

করুণাময় পরমেশ্বর! তোমার কি অপার মহিমা! তোমার কৃপায় এ জগতে কিছুই অসম্ভব দেখা যায় না। যাহা নিতান্ত স্বপ্নের অগোচর, কালসহকারে তাহাও প্রত্যক্ষ দেখা যায়। অতি পবিত্র বংশে যাঁহাদিগের জন্ম এবং অতি পবিত্র ও উর্ব্বরা ভূমি যাঁহাদিগের বাসস্থান, তাঁহারা কি না এক্ষণে সামান্য অন্নের জন্য লালায়িত!! আর যাহারা নিতান্ত পশুবৎ বনে বনে ভ্রমণ করিয়া কালযাপন করিত, কালসহকারে তাহারাই জগতের তিলকরূপে পরিগণিত!!! অতএব "সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখং" যে স্বভাবের স্বভাবসিদ্ধ অপরিহার্য্য কার্য্য তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, এবং তৎসূত্রে আমাদিগের নিশ্চয়ই জানা উচিত যে চিরদিন কখনই সমভাবে যাইবার নহে; সুখ দুঃখ সততই চক্রবৎ ঘুরিতেছে। একেবারে হতাশ হওয়া নিতান্ত ভীরুর কার্য্য। যতই কেন দুর্দ্দশা হউক না, আমরা কখনই চিরপতিত থাকিব না! সাধিলেই সিদ্ধি!! অতএব হে ভারতবাসী আর্য্য ভ্রাতৃগণ! আপনারা আপনাদিগের ভাবী উন্নতি সাধনে আর অধিক কালবিলম্ব না করিয়া সত্বর যথোচিত যত্নবান হউন, তাহাতে নিশ্চয়ই আপনাদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থার অবসান হইবে। যদি আপনারা সকলে মিলিয়া একমতাবলম্বী ও একপরামর্শী হইয়া 'সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী একতার' বশবর্ত্তী হইতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আপনাদিগের পরিণাম ফল অতি শুভকর হইবে সন্দেহ নাই। "তৃণৈর্গুণত্ব-মাপন্নৈর্ব্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ"। যেরূপ তৃণসমষ্টির দ্বারা মত্ত হস্তী বন্ধন করা যায়, সেইরূপ সমস্ত ভারতবাসী একতাবন্ধনে বদ্ধ হইলে দেশের ও সমাজের উন্নতি সাধন পক্ষে কিছুই চিন্তার বিষয় থাকে না।

"'একতা না হ'লে কিছু হয় না সাধন'।
বেদবাক্যসম মনে রাখ রে স্মরিয়া!

'একতাই জগতের উন্নতি কারণ'।
বেদবাক্যসম মনে রাখ রে স্মরিয়া!
'একতা অরির অরি, দুর্ব্বলের বল'।
বেদবাক্যসম মনে রাখ রে স্মরিয়া!
'একতার (ই) পদতলে চলে ভূমণ্ডল'।
বেদবাক্যসম মনে রাখ রে স্মরিয়া!
'একতা ঈশ্বর-অংশ, অমূল্য রতন'।
ওঠরে নির্জ্জীব জাতি, করিয়া স্মরণ।"

অবসর-সরোজিনী।

অতএব ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ সুখ দুঃখের ভার যে ভারতবাসী মহাত্মাদিগেরই ইচ্ছা ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করিতেছে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহাঁরা কিঞ্চিৎ চেষ্টা ও যত্নের সহিত উন্নতির পথে অগ্রসর হইলে অতি সহজেই বর্ত্তমান দুরবস্থার প্রতিকার বিধান হইতে পারে। এক্ষণে ভারতবর্ষীয় মহাত্মাগণ যদি পরের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া নিজ নিজ ব্যবসায়ের অনুগমন করিতে যত্নবান হয়েন ও সকলে মিলিয়া একসমাজ-ভুক্ত হইয়া দেশীয় আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রভৃতি সকল বিষয়েই উক্ত সমাজের মুখাপেক্ষা করিয়া চলিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের মাতৃভূমির যশোগৌরবের সৌরভে অপরাপর সুসভ্য জাতিরা একেবারে বিমোহিত হইয়া রহিবে, তাহাদিগের বৃথা গর্ব্বও দিন দিন খর্ব্ব হইবে এবং ভারত-মাতার দুঃসহনীয় ভারেরও ক্রমশঃ লাঘব হইতে থাকিবে। এইরূপ করিতে পারিলে, নিশ্চয় বলিতে পারি, অতি অল্পকাল-মধ্যেই ভারতের যশঃপতাকা বর্ত্তমান সুসভ্য জগতের সম্মুখে পুন-রায় উড্ডীন হইয়া ভারতমাতার শীর্ণ দেহ পরিপুষ্ট করিবে, এবং তৎসহ ভারতবাসীদিগেরও মাতার প্রতি সন্তানের ইতিকর্ত্তব্য

যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশ পাইবে। নচেৎ আজকালের মত মিছামিছি কতকগুলা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইতে থাকিলে, ভারত-মাতার অস্থি চর্ম্ম সার হইয়া অচিরকাল মধ্যে ভারতবাসীদিগকে জগতের সমস্ত জাতির কৃপাপাত্র হইয়া অনাথের ন্যায় যথাতথা ভ্রমণ করিতে হইবে এবং নিতান্ত অকৃতজ্ঞ সন্তান বলিয়া চিরদিনের জন্য কলঙ্কচিহ্ন মস্তকে বহন করিতে হইবে। বিলাতেই যান আর সাহে-বই হউন, মাতার প্রতি ভক্তি না থাকিলে কাহারই উন্নতি নাই। এই যে বিলাতের ফেরত নব্য সভ্য যুবকমণ্ডলী যাঁহারা বড় বড় 'মিলিটারী ডাক্তার' ও 'সিভিলিয়ানের' পদ স্কন্ধে করিয়া ভারতের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতেছেন, কৈ তাঁহাদিগের মধ্যে বিশেষ উন্ন-তির চিহ্ন ত কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং দুঃখিনী ভারত-মাতার ক্রোড়ে থাকিয়া যাঁহারা দেশীয় বিদ্যালয়ের যৎসামান্য পাঠ সমাপ্তি করিয়া উন্নতির পথ অনুসন্ধান করিতেছেন, তাঁহা-দিগের মধ্যে অনেকে উহাঁদিগের অপেক্ষা উচ্চতর পদাভিষিক্ত হইতেছেন। বিলাত যাওয়ার বিশেষ উপকারিতা ঐহিকের জন্য ত কিছুই প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রত্যক্ষের মধ্যে এই যে "জাত যায়, পেট ভরে না"। যতই কেন "তৈল ও সিন্দুর দিউন না, ভবি ভুলিবার নহে"। উহাঁরা যতই কেন চেষ্টা করুন না, বিলাতেই যান, 'সিভিলিয়ান' ইত্যাদিই হউন, জাত কুলই দেন, বা মন প্রাণই সমর্পণ করুন, রাজা কখনই উন্নতির দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিবেন না। বর্ত্তমান Civil Service question—ইলবার্টবিলের পরিণাম—কলেজের ছাত্রদিগের উপর অত্যাচার ইত্যাদি তাহার স্পষ্ট প্রমাণস্থল। তবে "ইতোভ্রষ্টস্ততো-নষ্ট" হইবার প্রয়োজন কি? অন্য প্রকার সহস্র উপায় রহিয়াছে, (পূর্ব্বে যে সমুদায় উল্লেখ করা হইয়াছে) তাহারই অনুসরণ করুন

অনায়াসে আপনারাও সুখী হইতে পারিবেন এবং দেশকেও সুখে রাখিতে পারিবেন।—কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সংবাদপত্রে দেখা গিয়াছে যে, সংস্কৃত কলেজের কোন এক যোত্রহীন সুশিক্ষিত বি এ, উপাধিধারী ভদ্রযুবক মুঙ্গেরে গিয়া পাঁচ টাকা মাত্র মূলধন লইয়া সামান্য মিষ্টান্ন ও 'মুড়িমুড়কীর' ব্যবসায় যোগে অতি অল্পদিনের মধ্যেই বাৎসরিক সাত হাজার টাকা আয়ের সংস্থান করিয়াছেন। অল্প মূলধন নিবন্ধন তাঁহাকে স্বয়ংই ক্রয় বিক্রয়ের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইত অথচ অবকাশ মতে লেখা পড়ার চর্চ্চা করিতেও বিরত ছিলেন না। ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরল, লর্ড লিটন (Lord Lytton) টাউনহলে বক্তৃতাকালে উক্ত যুবাকে বিশেষ প্রশংসার সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে আমরাও এরূপ স্বাধীনবৃত্তি-অবলম্বনকারী যুবককে শত সহস্র ধন্যবাদ দিই। অন্যান্য শিক্ষিত উপাধিধারী যুবকেরাও দেখুন, স্বাধীনবৃত্তির কি অমৃতময় ফল !!—এক্ষণে দেশ, সমাজ ও 'জাতীয় চরিত্র' বজায় রাখিয়া যাহাতে ভারতবাসীদিগের সম্যক্ উন্নতি সাধন হইতে পারে, তাহারই চেষ্টা বিধিমতে করা কর্ত্তব্য। এবং তাহা করিতে হইলে দেশ, কাল, পাত্র অনুসারে বর্ত্তমান শোচনীয় আর্য্যসমাজের সংস্কার-বিধানই সর্ব্বাগ্রে শ্রেয়ঃ।

ভারতবর্ষীয় আর্য্য-সমাজ-সংস্করণ বিষয়ক বিধি ও কর্ত্তব্য।

—oo—

আমাদিগের দেশের এবং সমাজের বর্ত্তমান, ভুত ও ভবিষ্যৎ অবস্থা যাহা কিছু সংক্ষেপে বিবৃত হইল, ভরসা করি, হৃদয়বান দেশহিতৈষী মহোদয়জনগণ তত্তাবতের বিশেষ মর্ম্মগ্রাহী হইয়া বর্ত্তমান শোচনীয় আর্য্যসমাজের কোনরূপ সংস্কার বিধানে যথোচিত মনোযোগী হইতে আর অধিক কালবিলম্ব করিবেন না। সমাজবন্ধনই উন্নতিমার্গের নেতা ও উপদেষ্টা এবং সমাজ-বন্ধন-শিথিলতাই সকল অনিষ্টের আকর। সমাজ বজায় থাকিলে সকল দিকই বজায়, মিরা আমাদের ধর্ম্ম আমাদিগের দেশে সামাজিক নিয়ম কীদৃশ প্রবল। [illegible] এই [illegible]কিয়াই বা কীদৃশ অমৃতময় ফল উৎপাদন করিয়াছিল, তাহা বোধ হয় এ জগতে কাহারই অবিদিত নাই। তৎকালে রাজা প্রজা সকলেই সমভাবে সামাজিক নিয়ম প্রতিপালন করিতেন। শ্রীরামচন্দ্র, যিনি পুরাণে স্বয়ং বিষ্ণু অবতার এবং মহারাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন, তিনিও, সমাজের কথা দূরে থাকুক, সমাজস্থ জনকয়েক হীনব্যক্তির গুপ্ত কথা পরমুখে শ্রবণ করিয়া আপন পরিণীতা স্বধর্ম্মরতা সতী সাধ্বী পতিব্রতা পরম প্রেয়সী সীতা দেবীকেও গহন কাননে পরিবর্জ্জন করিয়া সমাজের নিয়ম রক্ষা ও লোকরঞ্জনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! বর্ত্তমান সময়ে সেই

অমৃতময় সমাজ-পদ্ধতির যে কতদূর বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে এবং তৎসহ আমরাও যে অবনতির পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছি ও হইতেছি, তাহা লেখনীর দ্বারা ব্যক্ত করা নিতান্ত অসম্ভব। আমরা যে এক সময়ে পরম জ্ঞানী রাজর্ষি জনক, যুধিষ্ঠির ও বিক্রমাদিত্যের ন্যায় রাজাদিগের আশ্রয়ে থাকিয়া বহুবিধ দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনায় কালাতিপাত করিয়া পৃথিবীস্থ সুসভ্য জাতিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য হইয়াছিলাম, সে সমস্ত সত্য হইলেও এক্ষণে কতকগুলি সাংসারিক, সামাজিক ও দেশীয় অভাবের জন্য আমাদিগকে অনেক স্থলে বিবিধ প্রকারে পদদলিত হইতে হইয়াছে। স্বধর্ম্মাক্রান্ত দেশীয় রাজার অভাবই ইহার প্রধান কারণ। ভারতে একছত্রী রাজচক্রবর্ত্তী রাজা অথবা সামাজিক ক্ষমতা প্রবল থাকিলে আমাদিগের দশা কখনই এতদূর শোচনীয় হইত না। এক্ষণে ভারতে সে রাজাও নাই, সে কালও নাই, সে সামাজিক ক্ষমতাও নাই বা পূর্ব্বতন সুমহৎ কার্য্যের কণামাত্রও অবশিষ্ট নাই। ভারতের আজ্ঞায় রাখিয়া যাহারই নাই! ভারত ক্রমে জীর্ণ, শীর্ণ, মলিন, [illegible]ন্ন হইতে [illegible]ও চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া অস্থি চর্ম্ম সার হইতে বসিয়াছে, এবং অবশেষে বিলাতি ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি ইত্যাদির কুহকে পড়িয়া একেবারে উৎসন্ন যাইতেছে।

রাজাই ধর্ম্মরক্ষার এক মাত্র কর্ত্তা। ইংলণ্ডেশ্বরী, যিনি এক্ষণে 'ভারতের রাজরাজেশ্বরী' উপাধি ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারও "Defender of Faith" অর্থাৎ 'ধর্ম্ম-রক্ষিকা' বলিয়া একটী উপাধি রাজোপাধির সহ একত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তিনি আইন অনুসারে আমাদিগেরও ধর্ম্ম-রক্ষার কর্ত্রী। কিন্তু সে কেবল কথার কথা, কার্য্যে কিছুই হইবার নহে। কারণ তিনি

বিদেশীয়—বিজাতীয়। তাঁহার ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার, ব্যবহার সকলই স্বতন্ত্র। তবে তিনি এই মাত্র দেখিতে পারেন যে, ধর্ম্মের জন্য আমাদিগের উপর কোনরূপ অত্যাচার না হয়। অতএব জাতীয় রাজার সহায়তা ব্যতীত জাতীয় ধর্ম্মের সম্যক্ উন্নতি বা জাতীয় জীবন সংগঠিত হওয়া নিতান্ত দুরূহ। কিন্তু যখন আমাদিগের দেশীয় রাজা নাই বা সামাজিক ক্ষমতাও তাদৃশ প্রবল নাই, তখন যে আমরা নিতান্ত নিশ্চেষ্ট হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব তাহাও ত কোনমতে সঙ্গত নহে। কেন না ভারতে দেশীয় রাজা হওয়া বহুকাল সাপেক্ষ, কিম্বা আর হইবে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আবার বর্ত্তমান অপক্ষপাতী ইংরাজ রাজার রাজত্বকাল ভিন্ন নির্ব্বিঘ্নে এরূপ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার সুসময় উপস্থিত হওয়াও সুকঠিন। ইহাঁরা বিদেশীয়—বিজাতীয় ও বিধর্ম্মাবলম্বী হইলেও যেরূপ সুপ্রণালীসহ রাজ্যশাসন করিতেছেন এবং আমাদিগের ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে যেরূপ নির্লিপ্ত ও উদাসীন, তাহাতে যদি আমরা আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজের কোনরূপ উন্নতি সাধন করিতে ইচ্ছা করি, তবে এই তাহার প্রকৃত সময়। নতুবা পূর্ব্বের ন্যায় ধর্ম্মকর্ম্ম-লোপকারী নিষ্কাশিত-অসি-হস্ত যবন রাজার শাসনকাল হইলে আমরা কিছুই প্রত্যাশা করিতে পারিতাম না। ঈশ্বর করুন, যেন ইংরাজ-রাজ-শক্তি আমাদিগের দেশে অক্ষুণ্ণ থাকে। অতএব এক্ষণে কি উপায়ে আমাদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থার অপনোদন হইতে পারে তাহাই নিরূপণ করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। সকলে মিলিয়া চেষ্টা করিলে রাজার সাহায্য ব্যতিরেকেও সমাজের উন্নতি হইতে পারে। অনেক দেশে এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। সকল জাতিরই অন্তঃকরণে স্বাধীনতা-জ্যোতিঃ প্রবেশ করিয়াছে। কেবল আমাদিগেরই

অন্তঃকরণ দাসত্ব তিমিরে আচ্ছন্ন। এরূপ তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া আর কতকাল যে আমাদিগকে থাকিতে হইবে তাহা বলিতে পারি না। তবে এই প্রস্তাবের মতে বা অপর কোনরূপ উপায় অবলম্বনে যদি আমাদিগের দেশহিতৈষী আর্য্যমহোদয়গণ বর্ত্তমান অবস্থার উৎকর্ষ সাধনে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হয়েন, তাহা হইলে সামাজিক-স্বাধীনতারূপ সুখ-সূর্য্যের অভ্যুদয়ে সে সমস্ত তিমিরের নাশ নিশ্চয়ই হইতে পারে ও হইবে। আমাদিগের যতই কেন অধোগতি হউক না এবং আমাদিগের চতুর্দ্দিকে যতই কেন অধীনতা, অত্যাচার ও নানাবিধ অকল্যাণ-স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকুক না, তত্রাপি যদি আমরা উৎসাহিত হৃদয়ে সকলে একমত হইয়া দেশস্থ সমস্ত লোকে প্রত্যেকে স্বদেশের মঙ্গলসাধন-ব্রতে জীবন উৎসর্গ ও পরস্পর সোদরোচিত স্নেহ প্রদর্শন করি, এবং সুদৃঢ় চিত্তে সমাজের সংস্কার বিধানে কৃতসঙ্কল্প হইয়া আমাদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থার গতি অবরোধ করি, তাহা হইলে আমরা যে নিশ্চয়ই এই অনিবার্য্য অধোগতি হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনরায় উন্নতির সোপানে অধিরোহণ করিতে সমর্থ হইব, তৎপক্ষে কোন সন্দেহই নাই। অতএব হে দেশহিতৈষী আর্য্যমহোদয়গণ! আপনারা এরূপ মহতী কীর্ত্তি সংস্থাপন করিতে কিছু মাত্র অবহেলা না করিয়া অবিলম্বে ইহাতে সমুৎসাহী ও যত্নবান হউন, এবং তৎসহ নিম্নলিখিত কতকগুলি সদনুষ্ঠান সংস্থাপন পূর্ব্বক দেশের, সমাজের ও জাতীয় ধর্ম্ম কর্ম্মের যথোচিত উন্নতি সাধন করুন। তাহাতে দেখিবেন যে, অবিলম্বে ভারতের দুঃখনিশি অবসান হইয়া সৌভাগ্য-সূর্য্যের অভ্যুদয় হইতে থাকিবে এবং ক্রমে ক্রমে আপনাদিগের সমস্ত অভাবও বিমোচন হইবে।

প্রকৃত প্রস্তাবে আর্য্যসমাজের পুনরুদ্ধার সাধন করিতে হইলে বোধ হয়, নিম্নলিখিত প্রণালীমতে সমাজ সংস্থাপন ও তৎসহ কতকগুলি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান নিতান্ত আবশ্যক। সেই সমস্ত সদনুষ্ঠান কালসহকারে এই সুমহৎ সংস্কার কার্য্যের স্তম্ভ স্বরূপ গণ্য হইতে পারিবে; অথচ সমাজস্থ জনগণের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রভৃতি সকল প্রকার মনোরথ পূর্ণ হইয়া সামাজিক ক্রিয়া কলাপ অতি সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতে থাকিবে।

প্রথমতঃ। লোকালয় বিশেষে 'ভারতীয় আর্য্য-মহাসভা' নামে একটী মূল-সমাজ এবং স্থানে স্থানে তাহার শাখা-সমাজ (পূর্ব্বকালে এদেশে যেরূপ পল্লী-সমাজের ব্যবস্থা ছিল) সংস্থাপন। তৎপরে বঙ্গ, কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড় প্রভৃতি প্রদেশ হইতে, নানাশাস্ত্রদর্শী বহুগুণসম্পন্ন কতকগুলি শাস্ত্রজ্ঞ ও চিন্তাশীল ব্যক্তির অনুসন্ধান করা ও তাঁহাদিগকে সমাজের অধ্যাপনা কার্য্যে স্থায়িরূপে নিযুক্ত করিয়া ক্রমে ক্রমে আমাদিগের স্বর্গীয় মহর্ষিদিগের হৃদয়ের ধন লুপ্তপ্রায় বেদ পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রের অনুসন্ধান ও সংগ্রহ করা; এবং যাহাতে সত্য-সনাতন-ধর্ম্মানুসন্ধিৎসু-ব্যক্তিগণ সংসার-চিন্তায় নিতান্ত মুগ্ধ ও প্রপীড়িত না হইয়া অবলীলাক্রমে বেদবিহিত ধর্ম্মের তথ্য সমুদায় হৃদয়ঙ্গম করিয়া পরমার্থলাভ করিতে সমর্থ হয়েন তদ্বিষয়ের উপায় উদ্ভাবন করা।

দ্বিতীয়তঃ। দেশের ও জাতির হিতসাধন উদ্দেশে প্রস্তাবিত সমাজের কর্ত্তৃত্বাধীনে মূল-সমাজ সন্নিধানে এরূপ কতকগুলি হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করা, যদ্দ্বারা সমাজভুক্ত ব্যক্তিমাত্রেরই সাংসারিক বহুবিধ অভাব বিদূরিত হইয়া, তাহাদিগকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ বর্গ চতুষ্টয়ের ফললাভে অনায়াসে সমর্থ করিতে পারে। এস্থলে কতকগুলি সদনুষ্ঠানের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। যথা;—

দেবালয়।

বারমাস স্থায়িরূপে এক স্থানে সমস্ত দেব দেবীর মূর্ত্তি পূজার জন্য ৺ ভাগীরথীতীরে বা অপর কোন এক প্রশস্ত স্থানে একটী বৃহৎ দেবালয় নির্ম্মাণ। পৃথক পৃথক মন্দিরে পৃথক পৃথক মূর্ত্তি (ধাতু, প্রস্তর বা কাষ্ঠ নির্ম্মিত) প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক তত্তাবতের প্রাত্যহিক সেবা এবং সাময়িক মেলা, উৎসব ও পর্ব্বাদির রীতিমত বন্দোবস্ত।

ধর্ম্মচর্চ্চা।

নাটমন্দির।—দেবালয়-প্রাঙ্গণে বহুসংখ্যক লোকের একত্র বসিবার উপযোগী (স্ত্রীলোক ও পুরুষের জন্য পৃথক) আসন সম্বলিত একটী নাটমন্দির প্রস্তুত করা। সমাজভুক্ত লোকদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দিবার জন্য এই নাটমন্দিরে নিত্য বেদ, পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি নীতিগর্ভ ও উপদেশপূর্ণ পুস্তকাদি পাঠ এবং নির্ম্মল আনন্দসূচক নৃত্য, গীত, বাদ্য ইত্যাদি হওয়া।

আলোচনা।—সমাজস্থ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সময়বিশেষে সমাজভুক্ত লোকসমূহের সহিত ধর্ম্ম ও শাস্ত্রবিষয়ক অলোচনা এবং আবশ্যকমত তাহাদিগের ভ্রম বা সন্দেহ ভঞ্জন। পাত্র বিশেষে সন্ধ্যা, আহ্নিক, গায়ত্রী ইত্যাদির অর্থ ও মর্ম্ম বুঝাইয়া দেওয়া এবং নাটমন্দিরে নিত্য যে সকল বেদ পুরাণাদি পাঠ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও নীতিবিষয়ক বক্তৃতা বা কথকতা এবং কীর্ত্তনাদি হইবেক, তত্তাবতের অর্থ ও মর্ম্ম শ্রোতাদিগকে সভাস্থলেই বুঝাইয়া দেওয়া। সময়ান্তরে যিনি যাহা জানিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাকেও তাহা বুঝাইয়া দেওয়া। সমাজমধ্যে অজ্ঞলোকের সংখ্যাই অধিক। অতএব অজ্ঞদিগকে ঐ সমস্ত বিষয় রীতিমত বুঝাইয়া না দিলে ধর্ম্মের ভাব কিরূপে তাহাদিগের মনে সঞ্চারিত হইবে এবং কিরূপেই বা তাহাদিগের জ্ঞান সঞ্চয় সম্ভবে?

উপাসনা।

সমাজ সন্নিধানে সাধুভাবে পরমার্থলাভের চরম উপায় একমাত্র সনাতন আর্য্যধর্ম্মের সাধন, রক্ষা ও প্রচার এবং অজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, আবাল বৃদ্ধ বনিতা

প্রভৃতি সাধারণের ধর্ম্মযাজনার সুগমতা জন্য 'সাকার' 'নিরাকার' উভয়বিধ উপাসনা মন্দির প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক ধর্ম্মবিষয়ক সঙ্গীত, সঙ্কীর্ত্তনাদি সহকারে অহরহ সেই সৎস্বরূপ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বান্তর্যামী পরমপিতা পরমেশ্বরের উপাসনা।

সাকার উপাসনা মন্দিরে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য, প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরস্পরের বিদ্বেষভাব ও ভ্রম ভঞ্জন জন্য পণ্ডিতমণ্ডলীর উপদেশ।

সৌন্দর্য্য।

নাটমন্দির ও দেবমন্দির সমূহের ব্যবধান স্থানে মধ্যে মধ্যে আবশ্যকীয় নানা প্রকার পুষ্পের বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, ও অপরাপর বৃক্ষাদি রক্ষা ও রোপণ, কোথাও বা সমাজভুক্ত স্বর্গীয় ধার্ম্মিক ও দেশহিতৈষী মহানুভবদিগের ধাতু বা প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি সংরক্ষণ।

আস্‌বাব্।—ঝাড়, লণ্ঠন, আশা, শোটা, বিছানা, সামিয়ানা, আসন, বাসন, যান প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সকল প্রকার 'আস্‌বাব্' যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ রাখা। উহা যে কেবল দেবোদ্দেশেই ব্যবহৃত হইবে এমত নহে; ক্রিয়াকলাপ উপলক্ষে সমাজভুক্ত লোকেও নিজ নিজ প্রয়োজন মত তৎসমুদায় ব্যবহার করিতে পারিবেন।

অতিথিশালা।

দেবালয়ের অনতিদূরে কোন আয়তনবিশিষ্ট স্থানে একটী বৃহৎ অতিথিশালা সংস্থাপনপূর্ব্বক তথায় যথারীতি অতিথিসৎকার।

সাধু-নিকেতন।—সাধুদিগের জন্য অতিথিশালার এক স্বতন্ত্র ভাগে 'সাধু-নিকেতন' প্রস্তুত ও তাহাতে সাধু মহাপুরুষদিগের উপযোগী সমস্ত দ্রব্য সংরক্ষণ।

দান ও সাহায্য।—নিরুপায়, নিঃসহায়, অন্ধ, খঞ্জ, আতুরদিগের জন্য অপর ভাগে অন্ন ও বস্ত্রাদি দানের ব্যবস্থা।

ভিক্ষা ও ভিক্ষুক।—ভিক্ষা ও ভিক্ষুকের নিয়ম নির্দ্ধারণ। অর্থাৎ সমাজের প্রতিষ্ঠিত অতিথিশালার 'ভিক্ষা-দান-বিভাগ' ভিন্ন আর কোথাও ভিক্ষা না পাওয়া। সকল ভিক্ষুককেই সমাজ সমীপে নাম, ধাম, জাতি, কুল ইত্যাদি

লিখাইয়া এক এক খানি 'ছাড়' অর্থাৎ নিদর্শন-পত্র লইতে হইবে; 'ছাড় পত্র' দেখাইতে না পারিলে সমাজের কোন অতিথিশালায় কেহ ভিক্ষা পাইবে না। গৃহস্থের বাটীতে ভিক্ষাদান বা ভিক্ষুকের প্রবেশ একেবারে নিষিদ্ধ থাকা।

অতিথি, সাধু বা ভিক্ষুকদিগের মধ্যে কেহ ধূর্ত্ত, ভণ্ড, বা অসচ্চরিত্র বলিয়া প্রকাশ পাইলে তাহাকে শাসন জন্য রাজার হস্তে সমর্পণ করা।

শিক্ষা।

সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, নীতি, চিকিৎসা, শিল্প, কৃষি ও সঙ্গীত ইত্যাদি সকল প্রকার শিক্ষার জন্য মূল-সমাজ সন্নিধানে একটী বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপন ও প্রত্যেক শিক্ষা-বিভাগের আবশ্যকমত ব্যবহার জন্য পৃথক পৃথক এক একটী পুস্তকালয় তৎসংসৃষ্ট রাখা।

শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রণালীর বিস্তারিত বিবরণ পরে লিখিত হইবে।

সাধারণ পুস্তকালয়।

সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজী ও অপরাপর ভাষার সকল প্রকার পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া মূল-সমাজের অন্তর্ভূত একটী সাধারণ পুস্তকালয় সংস্থাপন।

চিকিৎসা।

বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার নিমিত্ত 'আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসা-বিদ্যালয়' এবং অপরাপর চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার জন্য একটী 'সম্মিলিত চিকিৎসা-বিদ্যালয়' সংস্থাপন।

ঔষধালয়।—এই চিকিৎসা-বিদ্যালয় সংসৃষ্ট একটী বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ-বিহিত ও আর একটী মিশ্রিত ঔষধালয় সংস্থাপন।

ভৈষজ্য-কানন।—চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধীয় উদ্ভিদ সমূহের উৎপত্তি, আকৃতি, জাতি, রূপ, ইত্যাদি প্রত্যক্ষ অবলোকন করিয়া চিকিৎসা-বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাধা ও ঔষধালয়ের নিদানস্বরূপ সকল প্রকার ঔষধের গাছ গাছড়া যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করিয়া একত্র রক্ষা করিবার জন্য 'ভৈষজ্য-কানন' নামে একটী রীতিমত উদ্যান প্রস্তুত ও প্রত্যেক গাছের নাম, গুণ ও ব্যবহার

ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ কোনরূপ দীর্ঘস্থায়ী নিদর্শন-পত্রিকা দ্বারা সেই সমস্ত গাছের উপরে বা সম্মুখে প্রদর্শিত রাখা।

চিকিৎসা-সম্মিলনী-সভা।—চিকিৎসাশাস্ত্র কখন একেবারে সম্পূর্ণ হইতে পারে না। সময়ের গতির সহিত উহা যতই অনুশীলন করা যায় ততই উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি ও প্রচারের জন্য নানা চিকিৎসা-শাস্ত্র-বিশারদ সুবিজ্ঞ চিকিৎসকমণ্ডলীর সমিতি অর্থাৎ চিকিৎসা-সম্মিলনী-সভা (Medical Board) সংস্থাপন এবং সেই সভার পরামর্শ মতে উপরিউক্ত চিকিৎসা-বিদ্যালয় সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করা। দেশীয় বিজ্ঞ কবিরাজ, হাকিম ও বিদেশীয় এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ইত্যাদি প্রত্যেক মতের দুই চারি জন করিয়া বহুদর্শী চিকিৎসকের একত্র সম্মিলন হইলে এবং চিরদিন এ প্রথা প্রচলিত থাকিলে অসীম ফললাভ হইবে সন্দেহ নাই।

স্ত্রী-চিকিৎসক।—সমাজ হইতে স্ত্রী-শিক্ষার সম্যক উন্নতি সাধিত হইলে স্ত্রী-চিকিৎসকেরও প্রচলন বিচিত্র হইবে না। ফলতঃ এরূপ প্রথার প্রচলনে দেশের ও সমাজের বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা।

চিকিৎসালয়।—রোগগ্রস্ত অনাথ, অতুর ব্যক্তিদিগের জন্য উক্ত চিকিৎসা বিদ্যালয় সংসৃষ্ট 'দাতব্য-চিকিৎসালয়' সংস্থাপন। তথায় চিকিৎসা-কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত ইহবার জন্য দুই চারি জন বিজ্ঞ, বিচক্ষণ চিকিৎসকের নিয়োগ ও তাঁহাদের সতত ঐ স্থানেই উপস্থিতি এবং অবস্থিতি।

শান্তি-স্বস্ত্যয়ন।—রোগীদিগের রোগশান্তির কারণ সদা চণ্ডীপাঠ এবং ঈশ্বরের নাম সঙ্কীর্ত্তন। অপিচ রোগীদিগকে অন্যমনস্ক রাখিবার জন্য নৃত্য, গীত, বাদ্য এবং তাহাদিগের মধ্যে তাস, পাশা ইত্যাদি ক্রীড়ারও বন্দোবস্ত। রোগীকে অন্যমনস্ক রাখায় পীড়ার অনেক উপশম হইয়া থাকে। এ নিয়মটী অতি পবিত্র ও মঙ্গলদায়ক।

গৃহ-চিকিৎসা।—সমাজভুক্ত অক্ষম মধ্যবিত্ত লোকদিগের (যাঁহারা দাতব্য-চিকিৎসালয়ে আসিবার যোগ্য নহেন) চিকিৎসার জন্য প্রত্যেকের বাটীতে সমাজ কর্ত্তৃক নিয়োজিত চিকিৎসক প্রেরণের ও সমাজের ঔষধা-

লয় হইতে বিনামূল্যে ঔষধাদি প্রদানের ব্যবস্থা এবং বিনা চিকিৎসায় বা বিনা তত্ত্বাবধানে কেহ কোনরূপে কষ্ট না পান, তাহার সুনিয়ম।

সাধারণ-সভা-গৃহ।

সাধারণের বক্তৃতা, কথকতা এবং নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ ইত্যাদির জন্য একটী প্রশস্ত সাধারণ-সভা-গৃহ সংস্থাপন।

ইতিহাস।

আর্য্যজাতির রীতিমত ইতিহাস লিখন ও রক্ষা এবং তাঁহাদিগের পরিবারগত কুলজী, বংশাবলী; জন্ম, মৃত্যু, বিবাহাদির তারিখ; মহতের জীবনচরিত ও প্রতিমূর্ত্তি ইত্যাদি লিখন ও রক্ষা; এবং সমাজের নিয়োজিত জ্যোতিষশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত কর্ত্তৃক সমাজের কর্ত্তৃত্বাধীনেই সমাজভুক্ত লোকদিগের জন্মপত্রিকা অর্থাৎ ঠিকুজী কোষ্ঠী ইত্যাদি প্রস্তুত।

কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য।

রীতিমত বাণিজ্যার্থ নানাবিধ জলযান ও স্থলযান এবং একটী প্রধান 'বাণিজ্যাগার' নির্ম্মাণ। এদেশে যে সকল শিল্পবিদ্যা ও ব্যবসায় নাই বা কালসহকারে লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে, বিদেশীয়দিগের নিকট হইতে তৎসমুদায় শিক্ষা করিয়া স্বদেশের অভাবমোচন ও উন্নতি সাধন। সমুদ্রযাত্রা বা দেশবিদেশে গমনাগমন সম্বন্ধে 'বিলাত বা অপরাপর দেশবিদেশ গমন' শীর্ষক পরিচ্ছেদে বিস্তারিত বর্ণনা করা হইয়াছে।

মেলা।—কৃষি ও শিল্পবিদ্যার উন্নতি ও তত্ত্বাবতের প্রতি উৎসাহ প্রদর্শন জন্য বাৎসরিক মেলার (Exhibition) সৃজন ও পরীক্ষা দ্বারা পারিতোষিক প্রদান; এবং শিল্পজাত সমস্ত দ্রব্যাদি সাধারণের দর্শনার্থ বা বিক্রয়ের জন্য একস্থানে সংগ্রহ করিয়া একটী জাতীয় 'পণ্য-বীথিকা' (Fancy Fair) সংস্থাপন।

উৎসাহ।—কৃষি ও শিল্পকার্য্যের বিশেষ উন্নতি এবং কৃষক ও শিল্পীদিগকে বিশেষ উৎসাহ দিবার জন্য প্রত্যেক শাখা-সমাজকর্ত্তৃক সেই সেই সমাজের অধীনস্থ গ্রামসমূহের কৃষি ও শিল্পজাত সমস্ত শস্য ও দ্রব্য সমাজের

মূলধন হইতে ক্রয় ও সমাজ-বাণিজ্যাগারে সংরক্ষণ ; এবং সেই সমস্ত পণ্য-দ্রব্যের ব্যবসায়যোগে সমাজের বাণিজ্য-বিভাগের শ্রীবৃদ্ধি।

উন্নতি।—অসহায় কৃষক ও শিল্পীদিগকে স্থানীয় সমাজ হইতে 'কর্জ্জ-দাদন' হিসাবে সাহায্য প্রদান এবং তত্তৎস্থানীয় অনুর্ব্বরা বা পতিত জমি সমস্ত কর্ষণ দ্বারা চাষের উন্নতি। এবং দেশীয় কৃষক দ্বারা চা, নীল, রেশম ইত্যাদির চাষ প্রচুর পরিমাণে করিবার উপায় বিধান। কৃষিজাত দ্রব্যাদির সচ্ছলতা অনুসারে নগদ বা শস্যাদি ক্রয় দ্বারা কৃষকের নিকট হইতে সমাজের প্রদত্ত টাকা আদায়। এবং শিল্পীদিগের শিল্পকার্য্যের উন্নতি ও তাহাদিগের নিকট হইতে টাকা আদায় সম্বন্ধেও তদনুরূপ বন্দোবস্ত।

জলকষ্ট নিবারণ।

অনাবৃষ্টি নিবন্ধন সমাজভুক্ত দেশসমূহে জলকষ্ট উপস্থিত হইলে তাহার প্রতিকার।

পান্থশালা।

সাধারণ পথিকদিগের কষ্ট নিবারণ জন্য স্থানে স্থানে পান্থশালা সংস্থাপন এবং তথায় সকল শ্রেণীর লোকের জন্য আরামের বন্দোবস্ত।

চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের পোষণ।

সমাজের মঙ্গলার্থ চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগকে (Speculative men) এবং শাস্ত্রালোচনার জন্য পণ্ডিত অধ্যাপকদিগকে সংসার-চিন্তা হইতে বিরত রাখিয়া স্বাধীনভাবে সমাজের মঙ্গলচিন্তায় নিযুক্ত রাখিবার জন্য সমাজ হইতে তাঁহাদিগের প্রতিপালন।

[অধ্যাপক, ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতগণকে দেশীয় রাজা ও জমিদারেরা যে সকল ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন বা করিয়া থাকেন তাহারও উদ্দেশ্য ঐ সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কর্তৃক স্বাধীনভাবে শাস্ত্রাদির আলোচনা ও তত্ত্বাবতের রক্ষা; এবং সেই কারণেই বহুপুরাতন শাস্ত্রাদি আর্য্যভূমে অদ্যাপি জাজ্বল্যমান রহিয়াছে।]

দুর্ভিক্ষ-মোচন।

আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষাদির হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য 'সমাজ-শস্য-ভাণ্ডারে' প্রচুর পরিমাণে শস্য সংগৃহীত রাখা।

মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্র।

প্রস্তাবিত মতে সমাজ সংস্থাপন করিতে গেলে মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্রের বিশেষ আবশ্যকতা হইবে। সমাজভুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিনামূল্যে সংবাদপত্র প্রচারের ব্যবস্থা এবং ঐ সংবাদপত্রে সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও অপরাপর ঘটনাবলীর উল্লেখ।

ঋণদান ও ঋণগ্রহণ।

এক্ষণে ঋণদান ও ঋণগ্রহণের যে প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা অতীব কদর্য্য, ভয়ানক, প্রণয়বিরোধকারী ও পৈশাচিক। সমাজভুক্ত লোকদিগের মধ্যে ঋণদান ও ঋণগ্রহণ প্রথা একেবারে নিষিদ্ধ হওয়াই বিধেয়। এমন কি, হাটে বাজারে ব্যবসায়ীদিগের পরস্পরের মধ্যেও যাহাতে ঋণ দান ও গ্রহণের কার্য্য ক্রমে কমিয়া যায় এবং সেই কারণ-সম্ভূত অনর্থক মামলা মোকদ্দমাদিতে সমাজভুক্ত লোকে যাহাতে উৎসন্ন না যায়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা সমাজের এক প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হওয়া। কাহারও ঋণগ্রহণ আবশ্যক হইলে তাঁহার সেই আবশ্যকতার ও নিজের আনুপূর্ব্বিক অবস্থা লিখিয়া সমাজ সমীপে আবেদন পাঠাইলে সমাজ হইতেই তাঁহাকে ঋণদান। সমাজ অবশ্য সকল বিষয়ের সত্যাসত্য জানিয়া উদ্দেশ্য মত কার্য্য করিবেন। আয়ের অতিরিক্ত অযথা-ব্যয়কারীদিগকে সমাজ হইতে সাহায্য দান নিষেধ থাকা।

ধন-সঞ্চয়।

নির্ব্বিঘ্নে ও নিরাপদে সমাজভুক্ত ব্যক্তির ধনসঞ্চয় হইবার জন্য সমাজের বিশেষ দৃষ্টি ও বন্দোবস্ত থাকা।

বিপন্নের সাহায্য।

বিপন্নজনের উদ্ধার ও সাহায্য এক অতি উচ্চঅঙ্গের সদনুষ্ঠান। যথা;—ভদ্রপরিবারস্থ অনাথা স্ত্রী, অপোগণ্ড শিশু, বা নিতান্ত বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিদিগের অভাব মোচন; মাতৃ, পিতৃ বা কন্যাভার ইত্যাদি দায়গ্রস্ত ব্যক্তিদিগের উদ্ধার এবং দৈব বিপাকবশতঃ দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের যোত্রহীনতা হইলে মুক্তি দান। আবশ্যকমত বা অবস্থানুযায়ী ঋণগ্রস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের সমস্ত

বিষয় বিভব সমাজের হস্তে অর্পিত করা; এবং সমাজ হইতে তাঁহাদিগের দেনা পাওনা পরিষ্কার করিয়া তাঁহাদিগকে বজায় রাখা। পরে ক্রমে ক্রমে ঐ সমস্ত বিষয়ের আয় হইতে সমাজের প্রাপ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের বিষয় বিভব প্রত্যর্পণ। উদ্দেশ্য, সমাজভুক্ত লোকে দরিদ্রতা নিবন্ধন কোনরূপে বিনষ্ট না হয়েন, তৎপ্রতি সমাজের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা।

উপায়বিহীন শিক্ষিত ভদ্রসন্তানের অভাব মোচন।—উপায়বিহীন শিক্ষিত ভদ্রসন্তান, যাঁহাদিগের সহায়, সম্পত্তি, লোকবল বা অর্থবল কিছুই নাই, অথচ যাঁহারা লেখা পড়া শিখিয়া—পেটের দায়ে—সংসারের দায়ে—বৃদ্ধ পিতা মাতার ভরণপোষণের দায়ে—চাকরীর অন্বেষণে যথা তথা পাগলের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া থাকেন, উপায়বিহীন হইয়া—প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া—কেহ ভীষণ রণক্ষেত্রে গমন—কেহ বা একেবারে হতাশ হইয়া আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের অভাব মোচন ও যাহাতে তাঁহাদিগের সংসারযাত্রা সচ্ছলরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে, তাহার উপায় বিধান।

[শুনা গিয়াছে বোম্বাইয়ের নিকটস্থ গুজরাট প্রদেশে গুজরাটীজাতি মধ্যে স্বজাতিপ্রেম এতই প্রবল যে, তাহাদিগের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি ঘটনাক্রমে কোনরূপে বিপদগ্রস্ত বা যোত্রহীন হইয়া পড়ে, তাহা হইলে উক্ত দেশস্থ বা সমাজস্থ সমস্ত লোক প্রত্যেক পরিবারে উক্ত যোত্রহীন ব্যক্তির সাহায্যার্থ এক টাকা নগদ ও একখানি ইষ্টক দান করিয়া উহার অবস্থার উদ্ধার করিয়া থাকে। উহাদিগের বসতি প্রায় এক লক্ষ ঘর হইবে। প্রতি ঘর একটী টাকা ও একখানি করিয়া ইষ্টক দিলে এক ব্যক্তির বিশেষ সংস্থান হয়। "দশের লাঠি, একের বোঝা"; কাহারও গায়ে লাগে না, অথচ এক জনকে রীতিমত উপকার করা হয়। যদি ইহা সত্য হয়, তবে কি উৎকৃষ্ট প্রথাই উহাদিগের মধ্যে প্রচলিত! এই কারণে, শুনা যায় যে, উহাদিগের মধ্যে গরিবের সংখ্যা অতি অল্প—নাই বলিলেও হয়। আমাদের সমাজ মধ্যে এরূপ প্রথার প্রচলন নিতান্ত অভিলষণীয় সন্দেহ নাই।]

পশু-শালা।

সমাজের প্রয়োজন নির্ব্বাহ জন্য বৃষ, মহিষ, ছাগ, মেষ, অশ্ব, হস্তী ইত্যাদি পশু পালন ও তাহাদের রক্ষার্থ একটী পশু-শালা নির্ম্মাণ।

গো-শালা।—ভারতের সর্ব্বস্বধন গোজাতির পালন, রক্ষা ও পরিবর্দ্ধন জন্য, পশু-শালার অন্তর্ভূত হইলেও উহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, একটী সুবিস্তীর্ণ

গো-শালা প্রস্তুত এবং এই গো-শালায় এককালে দুই চারি শত বা ততোধিক গরু প্রতিপালন করা। এরূপ পশু প্রতিপালনে ব্যয়-বাহুল্যের বিশেষ সম্ভাবনা নাই; তাহারা যে নিজের আয়ে নিজে প্রতিপালিত হইতে পারে, সে কথা বলা বাহুল্য। গো-পালন সমাজের একটী প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য।

পশু-চিকিৎসা।—গৃহস্থের পালিত ও পশু-শালার পশুদিগের চিকিৎসার্থ একটি পশু-চিকিৎসালয় সংস্থাপন এবং পশু-চিকিৎসার উন্নতি ও প্রচার।

ইত্যাদি। এ সমস্ত সদনুষ্ঠান মূল-সমাজের জন্যই বলা হইল। শাখা-সমাজসমূহেও আবশ্যকমত ইহাদিগের শাখা সংস্থাপন হওয়া বিচিত্র হইবে না।

প্রতিনিয়ত সমাজ সমক্ষে উপরিউক্ত মতে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান ও আলোচনা প্রভৃতি হইতে থাকিলে, সমাজস্থ সমস্ত লোকেরই দেহ মন এককালে পবিত্র-রসে আর্দ্র হইবার সম্ভাবনা; কি অজ্ঞ, কি প্রাজ্ঞ, সকলেরই মনোবৃত্তি সদসৎ সংসর্গানুগামী, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত ও স্বতঃসিদ্ধ। সর্ব্বদা উক্তরূপ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে থাকিলে দেশস্থ সমস্ত লোকেরই উৎসাহ, যত্ন, আয়াস, বিশেষ পরিমাণে সংবর্দ্ধিত ও পরিস্ফুট হইবে সন্দেহ নাই। অতএব প্রাগুক্ত প্রকার সদনুষ্ঠান ব্যতিরেকে আর্য্যসমাজের সংস্করণ কোন অংশেই সুফলপ্রদ বা দীন, দরিদ্র, ইতর, ভদ্র, ছোট, বড়, অজ্ঞ, প্রাজ্ঞ সকলেরই মনঃপূত হইবার নহে। যাহাতে আবাল বৃদ্ধ বনিতা, আপামর সাধারণ সকলেরই মনোরঞ্জন বা সকলেই যাহাতে তৎপর ও অগ্রগামী হয়, এরূপ কার্য্যই সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। সুতরাং প্রস্তাবিত সৎকার্য্যগুলি সমাজ-সংস্করণের প্রধান ভিত্তি স্বরূপ বলিতে হইবে। উহারই সহযোগে সমাজস্থ লোকসমূহের মনোবৃত্তি সকল সৎপথগামী হইয়া, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সখ্য, একতা, সমতা ও সদাচারিতা দিন দিন সংবর্দ্ধিত হইবার

সম্ভাবনা। সদনুষ্ঠান ব্যতিরেকে জগতে মহতী কীর্ত্তি সংস্থাপনের আর দ্বিতীয় উপায় দৃষ্ট হয় না। কি রাজ্যশাসন, কি সমাজ-শাসন, কি ধর্ম্মশাসন সকলই সদনুষ্ঠানের বশবর্ত্তী। সদনুষ্ঠানই জগতের একমাত্র লক্ষ্মী স্বরূপা ; ইহারই সহযোগে বর্ত্তমান রাজ-পুরুষেরা নিতান্ত অসভ্য অবস্থা হইতে এতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন। অতএব হে আর্য্যকুল-তিলক কীর্ত্তিকলাপ-সংস্থাপনক্ষম দেশহিতৈষী মহোদয়গণ ! আপনারা অনতিবিলম্বে আপনাদিগের জীর্ণদেহে বলসঞ্চারের উপায় স্বরূপ ঐ একমাত্র 'সদ-নুষ্ঠানের' শরণাগত হইতে বিধিমতে চেষ্টা ও যত্ন করুন ; এবং তদ্দারা বর্ত্তমান রাহুর গ্রাস হইতে ভারত-চন্দ্রমার মুক্তিলাভের উপায় বিধান করিয়া মাতার প্রতি সন্তানের কর্ত্তব্যপালনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করুন। মাতৃভক্তিই আত্মোন্নতির একমাত্র অবলম্বন।

তৃতীয়তঃ। দেশ, কাল, পাত্র অনুসারে দেশের ও সমাজের হিতসাধন করিতে গেলে নিম্নলিখিত কতকগুলি বর্ত্তমান-প্রচলিত-সামাজিক-প্রথারও সংস্কার করা অতীব কর্ত্তব্য। যথা ;—

সমাজের মঙ্গলার্থ স্বর্গীয় মহাপুরুষদিগের প্রচারিত দোল, দুর্গোৎসবাদি ব্রত নিয়ম এবং পর্ব্ব, উৎসব, মেলা প্রভৃতি অনুষ্ঠান যথারীতি সাধন দ্বারা পূজা পদ্ধতির নিয়ম সংরক্ষণ।

এই উনবিংশতি শতাব্দীতে বঙ্গসমাজে পৌত্তলিকতা যে আকার ধারণ করিয়াছে তাহা নিতান্ত শোচনীয়। এক্ষণকার সভ্যবাবুদিগের প্রচলিত প্রথায় দেব দেবীর অর্চ্চনা যত হউক আর নাই হউক, পূজা উপলক্ষে আমোদ, প্রমোদ, রঙ্গ, তামাসা, বাই, খেমটা ও সুরা ইত্যাদিরই বিলক্ষণ প্রাচুর্ভাব! তাহারই স্রোতে প্রাঙ্গণ ভাসিতে থাকে!! দান ধ্যান ইত্যাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানের স্থলে হোটেল হইতে ম্লেচ্ছ খানসামা দ্বারা ম্লেচ্ছ-খানা পূজা বাটীতে আনয়ন পূর্ব্বক সাহেবদিগের উদরপূরণ এবং তাহাদিগেরই আরতি,

তাহাদিগেরই ষোড়শোপচারে পূজা ও অর্চ্চনা ইত্যাদি ষোল আনা হইয়া থাকে; এবং তাহাতেই তাঁহারা (সভ্যবাবুরা) ঐহিক ও পারত্রিক সকল প্রকার সুখ অনুভব করিয়া থাকেন ও চতুর্ব্বর্গ অপেক্ষা অধিক ফললাভ হইল বিবেচনা করিয়া পরম পরিতুষ্ট হয়েন। হিন্দুস্থান, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশের যেখানে আমাদিগের বঙ্গীয় বাবুদিগের অবস্থিতি আছে, তত্তৎপ্রদেশের প্রায় প্রত্যেক সহরেই তাঁহারা ধর্ম্ম কর্ম্মের বিশেষ আলোচনার জন্য সাধারণের সাহায্যে এক একটী ৺ কালীদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ সকল মন্দির "কালীবাড়ী" নামে অভিহিত। উদ্দেশ্যটী অতি মহৎ হইলেও কার্য্যে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া থাকে। সেখানেও বাবুরা ঐ বেশ্যার নাচ আর সুরাদেবীর আরাধনাতেই উন্মত্ত! কোন কোন স্থলে কালী স্থাপনার উদ্দেশ্য কলিকাতার 'কসাই-কালীর' অনুরূপ! পূজার সঙ্গে সম্পর্ক নাই, কেবল কালীর দোহাই দিয়া মদ মাংস খাইবার সদুপায়!! মায়ের পূজা বা সেবার জন্য বিজ্ঞ সেবায়েত ব্রাহ্মণ প্রায়ই নাই; যত সস্তাদরের পাচক ব্রাহ্মণ ধরিয়াই একটা 'ব্রহ্মচারী' নাম দিয়া মন্দিরে বসাইয়া দেওয়া হয়। পূজার কার্য্য যেরূপ হয় পাঠক বুঝিয়া লউন। অতিথি উপস্থিত হইলে প্রায় বহিষ্কৃত করিয়াই দেওয়া হয়। মুখে কিছু স্পষ্ট না বলুন, কার্য্যে তাহাই ঘটিয়া থাকে। ব্যয়-বাহুল্য-ভয়ে মায়ের সেবা বা অতিথি-সৎকারে বাবুরা বড়ই সাবধান! কিন্তু পর্ব্বাদি উপলক্ষে নর্ত্তকী ও সুরাদেবীর অভ্যর্থনায় বেশ দু পয়সা খরচ হইয়া থাকে! দুই শত পাঁচ শত ত গালাগাল!! সময়ে সময়ে উহার দুই তিন গুণ!!! পাঠক, এই স্থলে দেখুন দেখি কি ভয়ানক কু-প্রবৃত্তিই আধুনিক বঙ্গসমাজকে অধিকার করিয়াছে! দেবার্চ্চনায় কোথায় সমাজের কু-প্রবৃত্তি সমস্ত দূরীভূত হইবে; দেবতাস্থানে সদা সদালোচনায় সমাজের মঙ্গল সাধিত হইবে; ধর্ম্ম ও জ্ঞানের উপদেশ দ্বারা সমাজভুক্ত অজ্ঞ ও মূর্খ ব্যক্তিদিগের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইবে; সদা ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কীর্ত্তন ও গীত বাদ্য শ্রবণে ভ্রান্তের ভ্রান্তি দূর হইবে; তৎপরিবর্ত্তে কি না ধর্ম্মমন্দিরে পাপের প্রশ্রয়! কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ!! ধিক্ বাঙ্গালির বিদ্যাশিক্ষায়! ধিক্ বাঙ্গালির সভ্যতায়!! ধিক্ বাঙ্গালির ধর্ম্মচর্চ্চায়!!! এরূপ প্রথার ধর্ম্মালোচনা যত সত্বর আমাদিগের সমাজকে পরিত্যাগ করে, ততই মঙ্গল

আর যেন উহা পবিত্র আর্য্যসমাজকে কলঙ্কিত না করে!! এরূপ কদাচারে পরিবর্ত্তিত পৌত্তলিক-প্রথাকে জগৎ নিন্দা করিবে না ত কি করিবে ? ‘দেবতা-ব্যবসায়ীর দেবতা’ ‘কসাই-কালী’ আর ‘আজ কালকার বাবুদিগের পৌত্তলিক পূজার প্রথা’ এ তিনই সমান ! অতএব যাহাতে এ তিনেরই সমূলোচ্ছেদ হইয়া সকলে জ্ঞান, ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত প্রকৃত সাকার-পূজা-প্রণালী অবলম্বন করে, তাহার সদুপায় করা সমাজের নিতান্ত কর্ত্তব্য।

চির-প্রতিষ্ঠিত দেব দেবীর পূজা বা অন্যান্য পর্ব্বাদি উপলক্ষে মূর্ত্তিপূজা ও ব্রত নিয়ম পালন ইত্যাদি রীতিমত ও শাস্ত্রসম্মত করিতে হইলে যথার্থ শিক্ষিত ও শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত পুরোহিতের প্রয়োজন ; নচেৎ আজ কালের মত যে সে মূর্খ ব্রাহ্মণত্ববিহীন ব্রাহ্মণ আসিয়া পুরোহিতের আসন গ্রহণ করিলে কিছুই হয় না। তাহাদের মন ও নজর কেবল নৈবেদ্যের সন্দেশ ও রম্ভার উপর, এবং সুবিধা পাইলে যজমানের যুবতী বৌ ঝির উপর !! পূজার কার্য্য তাহাদের পক্ষে অতি সহজ। তাহারা চক্ষুমুদ্রিত করিয়া b-l-a = bla, c-l-a = cla ইত্যাদি যাহার যাহা খুসি—কেহ কেহ বা কলিকাতার বটতলার পূজার পুথি মুখস্থ করিয়া—মনে মনে, চুপি চুপি, সাপের মন্ত্র পড়ার ন্যায় বারকতক ঠোঁট নাড়িয়া গৃহস্থকে ঠকাইয়া ফাকি দিয়া চাল কলা গুলা গামছায় বাঁধিয়া প্রস্থান করে। এরূপ পুরোহিতের পূজায় ফল প্রাপ্তি কিরূপে সম্ভবে ? ইহাতে ধর্ম্ম কর্ম্ম সমাজ ও সমাজভুক্ত লোক এ সমস্তই ক্রমে ক্রমে উৎসন্ন যাইতেছে এবং আরও যাইবে। গয়া, কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থলও এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত! এ সকল স্থানও কেবল ভণ্ড, পাষণ্ড, দুষ্ট, দুরাচার, ঠগ, পাপীদিগের কর্তৃকই পরিচালিত হইতেছে, ধর্ম্ম কর্ম্মের নাম গন্ধও নাই !! কেবল যাত্রী ঠকাইয়া পয়সা লইবার চেষ্টা !!! (তীর্থাদির বিশেষ বিবরণ পর-পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।) অতএব শাস্ত্রসম্মত পূজাদি করিতে গেলে, তাহা সুশিক্ষিত গুরু, পুরোহিত কর্তৃক হওয়াই কর্ত্তব্য। এবং পূজা, পাঠ, হোম, যাগ, যজ্ঞ ইত্যাদির কার্য্য নিম্নলিখিত প্রকারে হওয়াই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

(১)—সর্ব্বসমক্ষে মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পূজা পাঠ সমাধা।

[উচ্চারণপূর্ব্বক মন্ত্রপাঠের বিষয়ে হয় ত অনেকে আপত্তি করিতে পারেন। কিন্তু ‘মন্ত্র’ ঈশ্বরের নাম, গুণ ও মাহাত্ম্য পরিচায়ক। তাহা উচ্চারণে বিঘ্ন. বাধা বা পাপ ত কিছুই

দেখা যায় না। আমাদিগের সমাজের কার্য্যবিশেষ এইরূপে গোপনভাবে ব্যক্তি বা বর্ণবিশেষের আয়ত্তাধীন থাকাতেই বর্ত্তমান সময়ে সমাজ সম্বন্ধে অনেক গোলযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। এবং এই সকল কারণেই সমাজবিদ্রোহীদিগের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। যে সময়ে শাস্ত্র ও মন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল, উহা গোপনভাবে ও মনে মনে উচ্চারণ করা তৎকালের উপযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু যখন দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় সমাজের সংস্করণ-প্রথার কথা বলা হইতেছে, তখন এক্ষণকার সময়োপযোগী কার্য্য করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।]

(২)—পূজা, পাঠ অন্তে গৃহস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতা দাস দাসী এবং অপরাপর আমন্ত্রিত লোকসমূহকে একত্র আহ্বানপূর্ব্বক ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক উপদেশ দান; দেব দেবী পূজার উদ্দেশ্য, দেব দেবীর গঠনের ও নামের অর্থ এবং মহিমা ইত্যাদি তাহাদিগকে সম্ভবমত বুঝাইয়া দেওয়া। এবং তত্তাবৎ বিষয়ে এরূপভাবে বক্তৃতা করা যাহাতে অজ্ঞ ও বিজ্ঞ উভয়েরই অন্তরে ধর্ম্ম এবং জ্ঞানের ভাব রীতিমত সঞ্চারিত হইতে পারে।

শিক্ষা।

শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রণালীর সম্পূর্ণ সংস্করণ বিশেষ আবশ্যক। আজকাল শিক্ষার ও শিক্ষাপ্রণালীর যে প্রথা বা নিয়ম প্রচলিত আছে, ইহা কখনই আমাদের দেশের ও জাতীয়-উন্নতির উপযোগী নহে, এবং ইহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষা কিছুই হয় না। অতএব এই শিক্ষাপদ্ধতির সংস্করণ করিতে গেলে শিক্ষালয়, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাপ্রণালী ও শিক্ষিতব্য বিষয় এ সমস্তেরই সংস্করণ আবশ্যক হইবে, নতুবা প্রকৃত ফল পাইবার কোন আশা দেখা যায় না। তাহা করিতে হইলে প্রথমে মূল-সমাজ সন্নিধানে একটী বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপন করা এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু শিক্ষার বিষয় আছে বা আমাদিগের দেশের ও সমাজের উপযোগী যাহা কিছু শিক্ষার আবশ্যক, তৎসমস্তই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভূত রাখা।

শিক্ষালয়।—চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত এক অতি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র মধ্যে উপরিউক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া তন্মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যা শিক্ষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষালয় প্রস্তুত করা। ইহার এক ভাগে একটী সুপ্রশস্ত 'পাঠাশ্রম' সংস্থাপন। এই পাঠাশ্রমে সকল শ্রেণীর বিদ্যার্থিগণ সমাজের ব্যয়ে অবস্থিতি পূর্ব্বক বিদ্যাধ্যয়ন করিতে পারিবে। প্রস্তা-

বিত সমাজ কর্ত্তৃক এই পাঠাশ্রমের আবশ্যকীয় ব্যয় অর্থাৎ বিদ্যার্থী-দিগের ভরণ পোষণ, শিক্ষক ও শিক্ষার ব্যয়, চিকিৎসা ও ঔষধ প্রভৃতি সমস্তই নির্ব্বাহ হওয়া। পাঠার্থিগণের কোন ব্যয়ই লাগিবে না। তাহারা নবম বৎসর বয়সে এই পাঠাশ্রমে প্রবেশ করিয়া পঞ্চবিংশতি বৎসর অর্থাৎ পাঠাশ্রমের পূর্ণকাল পর্য্যন্ত তথায় বিদ্যাধ্যয়ন কার্য্য সমাপ্ত করিবে। বালক-দিগকে নৈসর্গিক সৃষ্টি সমুদায়ের আদর্শ একস্থানে দেখাইবার ও তাহা হইতে প্রত্যক্ষ-শিক্ষা (Practical education) দিবার জন্য ইহার অপর এক বৃহৎ অংশে একটী 'আদর্শ উদ্যান' প্রস্তুত। তাহাতে বৃক্ষ, লতা, বন, উপবন, পর্ব্বত, কন্দর, খাল, বিল, হ্রদ, নদী ইত্যাদি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সকল প্রকার আদর্শই সম্ভবপর বিদ্যমান থাকা। পাঠাশ্রমের শিক্ষার সময় প্রাতে ও অপরাহ্নে নির্দ্ধারিত হওয়া।

শিক্ষক।—শিক্ষক শিক্ষার্থীর গুরু। শিক্ষকের জীবন শিক্ষার্থীর আদর্শ। শিক্ষক যেরূপ শিক্ষাদান করিবেন, ছাত্র তাহাই শিক্ষা করিবে। শিক্ষকের জীবন, গুণগ্রাম ও শিক্ষাদান প্রণালীর উপরই ছাত্রের উন্নতি বিদ্যা ও মানসিক উৎকর্ষ অপকর্ষ এবং তাহা হইতেই ক্রমে সমাজের উন্নতি অব-নতি সমস্ত নির্ভর করিয়া থাকে। অতএব ধর্ম্মনিষ্ঠ, সদাচারী, কর্ত্তব্য-পরায়ণ, কার্য্যদক্ষ, সদ্‌গুণসম্পন্ন সুশিক্ষক প্রস্তুত করিবার জন্য ঐ বিশ্ব-বিদ্যালয় সংস্পৃষ্ট একটী 'শিক্ষক-শিক্ষা-শ্রেণী' সংস্থাপন আবশ্যক। এই শ্রেণীতে উত্তীর্ণ না হইলে কেহ কোনরূপ শিক্ষকতা কার্য্য করিতে পারি-বেন না।

শিক্ষার্থী।—সংসারে লিপ্ত ও ভোগবিলাসে রত থাকিলে শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভ হয় না। লোকে যতই বাহ্যাড়ম্বর-প্রিয় হয়, ততই তাহার আভ্যন্তরিক শক্তি হ্রাস হইয়া থাকে। আভ্যন্তরিক শক্তিকে বলবতী রাখিয়া বাহ্যশক্তি সকলকে তাহার পোষকতা কার্য্যে নিযুক্ত রাখাই আর্য্য-সভ্যতার মূলমন্ত্র। কিন্তু এক্ষণে সকলই তাহার বিপরীত দেখা যায়। শিক্ষাবস্থায় বালকদিগের বসন ভূষণের পারিপাট্য, গাড়ী, পাল্কী ইত্যাদি সৌখীন চাল চলন, এবং যৌবনের ভীষণ আক্রমণ, শিক্ষার পক্ষে প্রধান অন্তরায়। অতএব সংসার হইতে নির্লিপ্ত ও সংসারের অতি ভয়ানক প্রলোভনীয়

বিবিধ ভোগবিলাস, বাহ্যাড়ম্বর এবং অন্যান্য নানা প্রকার বিঘ্ন বিপত্তি হইতে অবসৃত রাখিয়া বালকদিগের শিক্ষাদান ব্যবস্থা করাই সম্পূর্ণ কর্ত্তব্য। এবং তাহা করিতে গেলে নিম্নলিখিত মতে বালকদিগের শিক্ষা-কাল বিভাগ ও নিয়ম প্রবর্ত্তন করা উচিত।

প্রথমতঃ। পঞ্চমবৎসর বয়ঃক্রম কালে বালকদিগকে শুভদিনে, শুভলগ্নে যথানিয়মে 'হাতেখড়ি' দিয়া নবম বৎসর পর্য্যন্ত পিতা মাতার তত্ত্বাবধানে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বিদ্যার প্রথম শিক্ষা দেওয়া।

দ্বিতীয়তঃ। নবম বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবার অনতিবিলম্বে তাহাদিগের চূড়াকরণ কার্য্য সমাধা করিয়া তাহাদিগকে 'পাঠাশ্রমে' প্রেরণ করা; যথায় আচার্য্যের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিয়া তাহারা পাঠাশ্রমের পূর্ণকাল (অর্থাৎ পঞ্চ-বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম) অতিবাহন ও বিদ্যাভ্যাস করিবে। এই 'পাঠা-শ্রমের' নিয়ম, আচরণ ও কার্য্য সকলই বর্ত্তমান শিক্ষাবস্থার প্রচলিত নিয়ম, আচরণাদি হইতে বিভিন্ন হইয়া আমাদিগের পূর্ব্বপ্রচলিত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সম্পূর্ণ অনুরূপ হইবে। বিদ্যার্থিগণ এই আশ্রমে প্রবেশ করিয়া পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মচারীবেশে আচার্য্য ও শিক্ষকের সহ-বাসে থাকিয়া বিদ্যা, ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক সমস্ত প্রকার শিক্ষা লাভ করিবে। আচার্য্য ও শিক্ষকগণও সদা সাধুভাবে এই আশ্রমে বাস করিয়া শিক্ষা প্রদান করিবেন। দেব-মন্দির, উপাসনা-মন্দির, বক্তৃতা বা কথকতা ইত্যাদি স্থলে কিম্বা বায়ুসেবনে বা আদর্শ-উদ্যানে আচার্য্যের সমভিব্যাহারে ভিন্ন বালকেরা যাইতে পারিবে না। গুরুও বালকদিগের সমভিব্যাহারে থাকিয়া উহাদিগকে যখন যাহা দেখাইবেন বা শুনাইবেন, তৎসমুদায়ের অর্থ, উদ্দেশ্য ও কারণ বুঝাইয়া দিবেন এবং তৎপ্রাসঙ্গিক অন্যান্য উপ-দেশও দিবেন।

কোন নিরূপিত পাঠ সমাধা করিয়া প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, যাহার যাহাতে প্রবৃত্তি আছে তাহাকে সেই বিদ্যাশিক্ষায় নিয়োজিত করা; এক ব্যক্তিকে বিবিধ বিদ্যার সামান্য মাত্র আস্বাদন দেওয়া অপেক্ষা ব্যক্তি-বিশেষকে বিদ্যাবিশেষ পূর্ণমাত্রায় শিক্ষা দিলে ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্ন-তির বিশেষ সম্ভাবনা।

শিক্ষাবস্থার মধ্যভাগে অর্থাৎ সপ্তদশ, অষ্টাদশ বা ঊনবিংশ বৎসর-বয়ঃক্রম কালে বালকগণের একবার কিয়দ্দিবসের জন্য পিতা মাতার সন্নিধানে যাইয়া বিবাহ কার্য্য সমাধা করা এবং পুনরায় 'পাঠাশ্রমে' প্রত্যাবৃত্ত হওয়া। পরে পাঠাশ্রমের নির্দ্ধারিত পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কাল পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি পূর্ব্বক উদ্দেশ্য মত বিদ্যাশিক্ষা কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আচার্য্যের 'সম্মতি-পত্র' ও বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রশংসাপত্র' লইয়া সংসার বা গৃহস্থাশ্রমে আসিয়া, শ্বশুরালয় হইতে সহধর্ম্মিণীকে আনয়ন পূর্ব্বক সস্ত্রীক দীক্ষিত হওয়া ও সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা। এই স্থানে বা এই সময়ে দ্বিতীয়বিবাহ এবং দ্বিরাগমন ইত্যাদির কার্য্যও সমাধা হওয়া।

শিক্ষাপ্রণালী ও শিক্ষিতব্য বিষয়।—

মাতৃভাষা।—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সংস্কৃত, ভারতবাসী আর্য্যজাতির মাতৃভাষা; ভাষার আদি এবং শ্রেষ্ঠ। উহার বিশেষ অনুশীলন ও বহুল প্রচার জন্য অদ্যাবধি যে সকল টোল বা চতুষ্পাঠী বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায়ের উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ যত্ন ও সাহায্য; এবং প্রত্যেক সমাজ সন্নিধানে আরও এক একটী টোল বা চতুষ্পাঠী সংস্থাপন করা।

সাধারণ শিক্ষা।—অপরাপর ভাষা এবং সাহিত্য ইতিহাসাদি শিক্ষার জন্য আজ কাল আমাদিগের দেশে স্থানে স্থানে যে সকল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে, তত্তাবতের পুষ্টিবর্দ্ধন দ্বারা শিক্ষা বিভাগের ভার সম্পূর্ণরূপে দেশীয় লোকেরই হস্তে ন্যস্ত থাকা; উহা এক্ষণে নিতান্ত বিদেশীয়দিগের হস্তেই আবদ্ধ আছে।

ধর্ম্ম ও নীতি।—বিদ্যালয় সমূহে যাহাতে আমাদিগের জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রাদির ও সমাজনীতির রীতিমত আলোচনা এবং ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে বক্তৃতা, উপদেশ ইত্যাদি হয় তাহার বন্দোবস্ত। কেন না, এক্ষণকার শিক্ষাপ্রণালী স্বতন্ত্র; তাহা নিতান্ত বিজাতীয় ও বিদেশীয়; এবং যে ভাবে তাহা এক্ষণে চলিতেছে, তাহাতে নাস্তিক ও সমাজবিদ্বেষীদিগেরই সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। যাহাতে বাল্যকাল হইতে ঈশ্বরের প্রতি ভয়, ভক্তি, প্রীতি ও বিশ্বাস জন্মে এবং সমাজকে মান্য করিবার ও সমাজের মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা

সকলের হৃদয়ে জাগরূক হয়, তাহাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। ধর্ম্মের উন্নতি না হইলে সমাজ বা দেশের প্রকৃত উন্নতি কখনই হইবার নহে।

বিজ্ঞান।—বিজ্ঞানের বিশেষ চর্চ্চার জন্য একটী স্বতন্ত্র ‘বিজ্ঞান-বিদ্যালয়’ স্থাপনা নিতান্ত আবশ্যক। বিজ্ঞান আলোচনাই সকল শুভকর্ম্মের মূলস্বরূপ। এই পরিদৃশ্যমান জগতে যে সমস্ত ব্যক্তি বা জাতি উন্নতি, স্বাধীনতা ও সভ্যতার গৌরবময় সোপানে আরোহণ করিয়াছেন, বিজ্ঞানই তাঁহাদের প্রধান সহায় ও নেতা।

জ্যোতিষ।—জ্যোতিষশাস্ত্র এই ভারতবর্ষে যেরূপ সম্পূর্ণতা ও স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল, ভূমণ্ডলে আর কোথাও তদ্রূপ হয় নাই, এবং হইবে কি না সন্দেহ। কিন্তু সেই ভারতেই এক্ষণে জ্যোতিষ লুপ্ত প্রায়! অতএব তাহার পুনরুদ্ধার ও অনুশীলন যে নিতান্ত কর্ত্তব্য তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

মানমন্দির।—জ্যোতিষের কার্য্য সুনির্ব্বাহ জন্য বিজ্ঞান-বিদ্যালয়ের সংসৃষ্ট একটী ‘মানমন্দির’ নির্ম্মাণও বিশেষ আবশ্যক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

শিল্প।—শিল্পবিদ্যা শিক্ষার জন্য একটী ‘শিল্প বিদ্যালয়’ এবং তৎসংসৃষ্ট একটী ‘যাদুঘর’ ও একটী ‘চিত্রশালিকা’ (Museum and Art-Gallery) সংস্থাপনপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে ভারতীয় পূর্ব্বঘটনাবলী মৃত্তিকা, প্রস্তর ও কাষ্ঠ বা ধাতুনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তির এবং চিত্রপটের দ্বারা সাধারণের পরিদর্শন কারণ সংরক্ষণ; এবং তৎসহ ভারতীয় ও পৃথিবীস্থ অন্যান্য দেশজাত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দ্রব্যাদির সংগ্রহ।

ব্যায়াম।—সমাজান্তর্গত প্রত্যেক বিদ্যালয়ে নির্দ্দোষ ক্রীড়াসহ ব্যায়াম শিক্ষার ও চর্চ্চার সুন্দর বন্দোবস্ত থাকা।

সঙ্গীত।—সঙ্গীত বিদ্যা সর্ব্বত্র সকলেরই আদরণীয়। এক সময়ে ভারত সঙ্গীত-বিদ্যার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। এক্ষণে তাহা দুর্দ্দশাগ্রস্ত। অতএব উহার রীতিমত শিক্ষা, আলোচনা ও উন্নতির নিমিত্ত স্বতন্ত্র বিদ্যালয় সংস্থাপন এবং বিশুদ্ধ ভাবে তাহার কার্য্যাদি নির্ব্বাহ।

শিল্প, জ্যোতিষ ইত্যাদি কতকগুলি বিদ্যা সম্প্রদায় বা ব্যক্তিবিশেষের আয়ত্তাধীন থাকাতে এবং তত্তৎসম্প্রদায় বা ব্যক্তিগণ স্বীয় গর্ব্ব ও মূঢ়তা বশতঃ সেই সমস্ত বিদ্যা

অপরকে যথারীতি শিক্ষা না দেওয়ায় উহা এক্ষণে বিলুপ্ত প্রায়। এই কারণটীই এদেশে ঐ সকল বিদ্যাশিক্ষার একটী প্রধান অন্তরায়।

শিক্ষাদান-প্রথা সম্বন্ধে যাহা কিছু উপরে দেখান হইল, যথা টোল, চতুষ্পাঠী, স্কুল, পাঠশালা ইত্যাদি, এ সমস্তের মধ্যে 'পাঠাশ্রমের' শিক্ষাদান-প্রথাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও পবিত্র। পাঠাশ্রমে ব্রহ্মচারিবেশে থাকিয়া শিক্ষা সমাপ্ত করিলে বালকেরা প্রকৃত মনুষ্যপদে বাচ্য হইয়া সাংসারিক, সামাজিক, ধর্ম্মনৈতিক, ঐহিক, পারত্রিক সর্ব্বপ্রকারেই সুখী হইতে পারিবে। অপর কোন প্রথা বা প্রণালীমতে সেরূপ শুভ ফলের আশা করা যাইতে পারে না। এ কারণ বক্তব্য যে, ভবিষ্যতে আমাদের সমাজ মধ্যে শিক্ষাদান জন্য যেন ঐ একমাত্র 'পাঠাশ্রম-প্রথাই' বলবতী হয়। উহাতে ফল অতি শুভ ও অসীম। এবং উহাই আমাদের প্রস্তাবিত সমাজ সংস্করণের প্রধান ভিত্তি।

বিবাহ-প্রথা।

বাল্যবিবাহ।—'ভারতবাসী আর্য্যদিগের দৈহিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা' শীর্ষক প্রস্তাবে বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তাহাতে বাল্যসহবাসই সকল অনিষ্টের মূল বলিয়া প্রতিপন্ন করা গিয়াছে। অতএব যে পর্য্যন্ত বাল্যবিবাহ প্রথা আমাদিগের সমাজ হইতে একেবারে উঠিয়া না যাইতেছে, সে পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত মতে বিবাহকার্য্য নির্ব্বাহ করিলে, বোধ হয়, কাহারও কোনদিকে কোনরূপ বিঘ্ন, বাধা বা বালক বালিকাদিগের বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে কোন প্রকার অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা থাকে না; বরং তাহাতে মঙ্গলেরই সম্পূর্ণ আশা করা যাইতে পারে।

বালকদিগের শিক্ষা ও বিবাহকাল বিষয়ে পূর্ব্বে যেরূপ সংস্কারের প্রস্তাবনা করা হইয়াছে, তদ্রূপ বালিকারাও, বেশ ভূষার পারিপাট্য হইতে বিরত হইয়া পিতৃগৃহে থাকিয়া কুমারী অবস্থা হইতে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশকাল পর্য্যন্ত, পিতা, মাতা ও স্ত্রী-শিক্ষয়িত্রীদিগের নিকট সংসার, ধর্ম্ম, ব্রত,

পরিবারবর্গের প্রতি যথাযোগ্য আচরণ, সন্তান প্রতিপালন ইত্যাদি সাংসারিক সমস্ত কর্ত্তব্য বিষয়ে শিক্ষালাভ ও তৎসহ বিদ্যাভ্যাস করিবে; পরে স্বামীর পাঠ্যাবস্থা সমাপ্ত হইলে, গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশকালে উভয়ে দীক্ষিত ও যথাসাধ্য বসন ভূষণে ভূষিত হইয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকিবে। এরূপ প্রথায় অসীম শুভফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা সন্দেহ নাই। বালক ও বালিকা উভয়েই রীতিমত বিদ্যা, রীতি, নীতি, সংসার, কর্ত্তব্য ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা ও ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশলাভ করিয়া—সংসারের উপযোগী হইয়া—সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিলে আমাদের সমাজের প্রকৃত সংস্কার নিশ্চয়ই হইবে। নিতান্ত জ্ঞানশূন্য অপরিণত বয়স্ক বালক বালিকাদিগকে পরিণয় দ্বারা জন্মের মত সংসার-কারাগারে বদ্ধ করিয়া, অর্থাৎ অযোগ্য বয়সে সংসারাশ্রমে প্রবেশ করাইয়া উন্নতির পথ অবরোধ করিলে সমাজের অধঃপতন ভিন্ন উন্নতি কখনই সম্ভবে না। উহাতে কেবল অপক্ক বয়সে কতকগুলা রুগ্ন এবং অকর্ম্মণ্য সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া সমাজকে আরও দুর্ব্বল করিতেছে। এই সমাজ-সংস্করণ প্রস্তাবে বিবাহের যে প্রথা অবলম্বনের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে সপ্তদশ, অষ্টাদশ অথবা ঊনবিংশতি বর্ষ বয়স্ক বালকের সহিত অষ্টম, নবম, বা দশম বর্ষীয়া বালিকার পরিণয় হইলেও কার্য্যতঃ পঁচিশ বৎসরের পুরুষ ও ষোল বৎসরের যুবতীর সম্মিলন হইতেছে। উহাতে বাল্যবিবাহ জনিত দোষ সংস্পর্শ করিতেছে না অথচ পরিপক্ক বীজে সবল, সুস্থকায়, সুবুদ্ধি সন্তানোৎপাদন হইয়া সমাজ ও সংসার উভয়ই সুখময় হইতে পারিবে। সন্তানোৎপাদন সম্বন্ধে প্রাচীন সুশ্রুত গ্রন্থে লিখিত আছে।—

> "ঊনষোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিম্।
> যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃস বিপদ্যতে॥
> জাতো বা নচিরং জীবেৎ জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।
> তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ॥"

অর্থাৎ পঁচিশ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক পুরুষের ঔরসে ষোল বৎসরের ন্যূন বয়স্কা স্ত্রীর গর্ভসঞ্চার হইলে, জরায়ুস্থ সন্তান গর্ভেই মরিয়া যাইবে। তাহা

না হইলে, জন্মগ্রহণ করিয়া অধিক দিন বাঁচিবে না। তাহাও যদি না হয় তবে সে দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হইয়া বাঁচিয়া থাকিবে।

বিবাহের বর্ত্তমান প্রথা।—আজকাল বিবাহকালে দান পণ ইত্যাদি গ্রহণের যে প্রথা প্রচলিত হইয়াছে তাহা অতি জঘন্য, হেয় ও ঘৃণিত। এখন আর কুলীনের কুল নাই—মৌলিকের মৌলিকত্ব নাই—কুরূপের রূপ বিচার নাই—সুন্দরের সৌন্দর্য্য নাই। 'পাশকরা' ছেলেই এখন রূপ, গুণ, কুল, মান, ধন! উহাদিগেরই দর বাজারে ভয়ানক গরম!! ফলতঃ এরূপ প্রথায় যে বিষময় ফল ফলিতেছে, কন্যাভারগ্রস্ত ব্যক্তিগণ যে উৎসন্ন যাইতেছেন ও বিরলে বসিয়া অশ্রুজল ফেলিতেছেন, তাহার বিশেষ বর্ণনা করিয়া অনর্থক পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে চতুর্দ্দিকেই সেই আন্দোলনের রোল উত্থাপিত হইয়াছে। পরন্তু এরূপ প্রথাকে পদদলিত করিয়া একেবারে সমাজ-বিতাড়িত করাই সমাজের কর্ত্তব্য।

বিবাহকালে স্ত্রী-আচার।—বিবাহ রাত্রিতে 'বাসর-ঘর' ও দ্বিতীয়-বিবাহ উপলক্ষে অশ্লীল পাঁচালি ইত্যাদি এক্ষণে পারিবারিক অপবিত্রতার এক ভয়ানক আদর্শস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কুলকামিনীগণ ঐ সকল স্থলে স্বাধীনভাবে যথেচ্ছ আচরণ করিয়া থাকেন। তাহাতে তাঁহাদের পবিত্র অন্তঃকরণে অপবিত্র ভাবের উদয় হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। একারণ এ প্রথার উচ্ছেদ নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

বিধবা-বিবাহ।—বিধবা-বিবাহ-প্রথা প্রচলন সম্বন্ধে এদেশে অনেক আন্দোলন হইয়াছে ও হইতেছে। এস্থলে তাহার কোনরূপ উল্লেখ অনাবশ্যক। তবে এই প্রস্তাবের লিখিত মত বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হইলে, বলা যাইতে পারে যে, বিবাহকাল হইতে স্বামী সহ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশকাল মধ্যে যদি কোন বালিকা বিধবা হয়, তাহা হইলে সেরূপ বিধবা কন্যার বিবাহ হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য।

বিধবার প্রতি আচরণ।—আজকাল আমাদের সমাজে বিধবার প্রতি অতি কদর্য্য নিন্দনীয় ব্যবহার প্রচলিত দেখা যায়। আমরা প্রায়ই তাঁহাদিগকে দাসী বা পরিচারিকার ন্যায় বিবেচনা করিয়া প্রতিপালন করিয়া

থাকি। কিন্তু ইহা একটী মহৎ পাপ! ভয়ানক অত্যাচার!! এ প্রথারও অপনোদন নিতান্ত কর্ত্তব্য।

শাস্ত্র অনুসারে বিধবাগণ প্রকৃত ব্রহ্মচারিণী। সদা তপ, জপ, পূজা, আহ্নিক ও দেবসেবায় রত থাকাই তাঁহাদের ধর্ম্ম। সধবা অপেক্ষা বিধবা স্ত্রীলোক শুচি, পবিত্র ও পূজ্য। সংসারের সমস্ত মঙ্গল কার্য্য তাঁহাদিগের কর্তৃকই নির্ব্বাহ হওয়া প্রশস্ত এবং সকলের তাঁহাদিগকে দেবীবৎ আচরণ করাই বিধেয়। এইরূপ ভাবে ও এইরূপ অবস্থায় তাঁহাদিগকে রাখিতে পারিলে, বোধ হয়, সংসার আশ্রম অতি তুচ্ছ তাঁহাদিগের মনে এই প্রতীতি জন্মে; এবং পুনরায় বিবাহ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবার প্রবৃত্তিও তাঁহাদিগের রুচি-বহির্ভূত হয়।

স্ত্রী-শিক্ষা।

স্ত্রী-শিক্ষা নিতান্ত আবশ্যক সন্দেহ নাই। কিন্তু আজ কাল স্ত্রী-শিক্ষার যেরূপ ধরণ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেরূপ স্ত্রী-শিক্ষা বাঞ্ছনীয় নহে। তাহাতে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট নাই। প্রবাসী স্বামীকে প্রণয়-পূরিত পত্র লেখা, অনবরত নাটক, উপন্যাস পাঠে আসক্তি, বেশ বিন্যাসে সতত নিযুক্ত থাকা, সংসারে দৃষ্টি নিক্ষেপের অনবকাশ, অপত্য প্রতিপালনে অমনোযোগ, এবং গৃহকার্য্য ও পরিশ্রমের মধ্যে কার্পেট বোনা ইত্যাদি এক্ষণকার স্ত্রী-শিক্ষার চরম উন্নতি। কিন্তু আমরা এরূপ স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষ সমর্থন করিতে পারি না। স্ত্রী গৃহ-লক্ষ্মী, গৃহিণী; গৃহকার্য্যে রত থাকাই স্ত্রীলোকের পরম ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অতএব যাহাতে স্ত্রীগণ সেই ধর্ম্মে দীক্ষিতা ও সেই কর্ত্তব্য পালনে অনুরক্তা হয়েন, এরূপ স্ত্রী-শিক্ষা দেওয়াই সমাজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পূর্ব্বে ঠাকুরমার রূপকথা শ্রবণ; 'যমপুকুর' 'অমাবস্যা' ইত্যাদির ব্রত, এবং পুতুলের সংসার সাজাইয়া পুতুলের অন্নপ্রাশন, বিবাহ, যজ্ঞ-রন্ধন, নিমন্ত্রণ, ভোজন, সন্তানপালন ইত্যাদির খেলা যাহা কিছু প্রচলিত ছিল, তাহার উদ্দেশ্য কি? রূপকথাচ্ছলে উপদেশ দান, ব্রত ছলে ধর্ম্মে মতি আনয়ন ও পুত্তলিকার (আদর্শ) সংসার সাজাইয়া সংসার-শিক্ষা দেওয়াই তাহার প্রধান ও প্রকৃত উদ্দেশ্য। এবং তাহা হইতেই বালিকারা সংসার-শিক্ষায়

শিক্ষিতা হইত। কিন্তু এক্ষণকার সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সে সকল খেলা অসভ্যতায় পরিগণিত হইয়া কার্পেট বুনন, হারমোনিয়ম্ বাদন ইত্যাদি তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। অধিক কি, সন্তান প্রতিপালন এখন এতই অযত্নের সামগ্রী হইয়াছে যে, শিশুদিগের গাত্রে 'হলুদতেল' 'রশুন-তেল' ইত্যাদি লাগান এক প্রকার ঘৃণাকর হইয়া পড়িয়াছে, এবং তাহা-দিগের চক্ষুতে কজ্জল পর্য্যন্ত দিবার প্রথাও উঠিয়া যাইতেছে; কিন্তু ইহা-রই ফলে যে এখনকার পঞ্চমবর্ষীয় বালক পর্য্যন্ত দৃষ্টি-শক্তি-বিহীন হইয়া চসমাধারী হইতেছেন তাহা কাহারও খবর নাই! নব-প্রসবিনী সুন্দরীগণ এখন আর 'আলুই' প্রস্তুত করিতে জানেন না; সন্তানের অসুখ হইলে 'আলুই' খাওয়ান রীতির পরিবর্ত্তে এক্ষণে প্রতি কথায় ডাক্তারের ঔষধ খাওয়ান হইয়া থাকে। কাজেই সেই তেজস্কর বিলাতি ঔষধে ভারতীয় নব-জাত-সন্তানের পাকস্থলী আরও বিকৃত করিয়া তুলে ও তাহাদিগকে জন্মের মত নানা রোগের আধার করিয়া চিররোগী করে। অতএব এরূপ প্রথার স্ত্রী-শিক্ষা আমাদের সমাজের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। ইহার সংস্কার নিতান্ত প্রয়োজন। যে শিক্ষায় স্ত্রীলোকের ধর্ম্মভাবের উন্নতি, পতিভক্তি, গুরুভক্তি, কর্ত্তব্যপালনে আসক্তি, গৃহ-কলহে বিরক্তি, সাংসারিক কার্য্যে অনুরক্তি ইত্যাদি জন্মে; এক কথায়, যাহাতে আর্য্য-নারী-চরিত্র সুন্দর-সংগঠিত হয়, এরূপ শিক্ষাই, প্রকৃত স্ত্রী-শিক্ষা। এবং সেইরূপ স্ত্রী শিক্ষা প্রদা-নের জন্যই 'বিবাহ প্রথা' শীর্ষক প্রস্তাবের অন্তর্গত 'বাল্যবিবাহ' প্রবন্ধে স্ত্রী-শিক্ষার সংস্করণ বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে।

বালিকা-বিদ্যালয়।—প্রাগুক্তমতে স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য প্রত্যেক নগরে ও গ্রামে এক একটী বালিকা-বিদ্যালয় সংস্থাপন। এবং উহা সম্পূর্ণ স্ত্রী-শিক্ষয়িত্রী কর্ত্তৃকই চালিত হওয়া। এ বিদ্যালয়েও শিক্ষার সময় প্রাতে ও অপরাহ্নে প্রচলন হওয়া।

স্ত্রী-স্বাধীনতা।

আজকাল সমাজ-সংস্করণ-আন্দোলন স্থলে প্রায়ই স্ত্রী স্বাধীনতার উল্লেখ শুনিতে পাওয়া যায়। অনেকেই বলিয়া থাকেন, বর্ত্তমান সমাজের সংস্কার

করিতে গেলে, স্ত্রী-স্বাধীনতা-প্রথা প্রচলন নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু যদিচ এক্ষণে আর্য্যসমাজ মধ্যে স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচলনের প্রয়োজন হয় নাই, তথাপি সমাজ-সংস্করণ বিষয়ক প্রস্তাব মধ্যে (প্রথা-সংস্করণ উদ্দেশ্যে নহে) তৎসম্বন্ধে কিছু উল্লেখ আবশ্যক বিবেচনায় এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, স্ত্রী-চরিত্র, মানবের মনোবৃত্তি, ইন্দ্রিয়-প্রভাব, সতীধর্ম্ম-রক্ষা, গৃহকার্য্যের ব্যাঘাত ইত্যাদি যে কোন কারণেই হউক, স্ত্রী-স্বাধীনতা আমাদিগের সমাজের কখনই উপকারী বা উপযোগী হইবে না। এ সম্বন্ধে এ স্থলে অধিক বলিয়া প্রস্তাব বাহুল্য করা অভিপ্রেত নহে।

সূতিকা-গৃহ।

যে প্রণালীতে আজকাল আমার্দিগের দেশে—বিশেষ বঙ্গদেশে—প্রসব-গৃহ নির্ম্মাণ করা হইয়া থাকে, তাহা স্বাস্থ্য রক্ষার নিতান্ত অনুপযুক্ত। এ বিষয়টীকে এদেশীয় কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই যে পরিমাণে ঘৃণা করিয়া থাকেন, বাস্তবিক ইহা ততদূর ঘৃণাজনক বিষয় নহে। এই ঘৃণা তাঁহাদের মহৎ ভ্রম; এবং সেই ভ্রম বশতঃ অনেক সময়ে তাঁহাদিগের নিজের এবং প্রসূত সন্তানের বহুল অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। এ কারণ সূতিকাগার নির্ম্মাণ প্রথারও সংস্করণ নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিতে হইবে।

পরিচ্ছদ।

পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বঙ্গবাসীই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া থাকেন। ভারতের অন্যান্য সকল প্রদেশেই জাতি বিশেষের পরিচ্ছদের ঐকমত্য (Uniformity) আছে; পৃথিবীর সকল স্থানেই ঐরূপ। এমন কি, পরিচ্ছদের দ্বারাই জাতি বিশেষের পরিচয় পাওয়া যায়। জাতীয় পরিচ্ছদ জাতীয়তার পরিচায়ক। পরিচ্ছদের বিভিন্নতা জাতীয় জীবনের নিতান্ত বিরোধী। সমতন্ত্রতা জাতীয় জীবনের বন্ধন। কিন্তু বঙ্গবাসী এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ও পশ্চাদ্গামী। এখানকার প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছদ। অতএব এরূপ প্রথার সংস্কার করিয়া বঙ্গবাসীর পরিচ্ছদের ঐকমত্য অবলম্বন অর্থাৎ এক প্রকার পরিচ্ছদ পরিধানের প্রথা প্রচলিত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এবং সেই সঙ্গে বঙ্গীয় ললনাকুলের পরিচ্ছদেরও উৎকর্ষ বিধান একান্ত

বাঞ্ছনীয়। ইহাঁদিগের জন্য বোধ করি, বোম্বাইবাসী 'পার্শী' স্ত্রীলোক-দিগের পরিধান অনেকের মনোনীত হইতে পারে।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, আমাদিগের রীতিমত পোষাক বা পোষাকের ঐকমত্য কিছুই নাই। সে তাঁহাদের ভ্রম; কেন না আমাদিগের দেশীয় বহুপুরাতন এবং বর্ত্তমান রাজাদিগের 'দরবারী-পোষাকই' আমাদিগের দেশীয় 'দরবারী-পোষাকের' দৃষ্টান্ত। ব্যয়-বাহুল্য হেতু সকলে ব্যবহার করিতে অপারগ বিধায় আমাদিগের মধ্যে উহা সাধারণতঃ প্রচলিত নাই। বাস্তবিক আমাদিগের দেশীয় 'দরবারী-পোষাক' অতিশয় ব্যয়-বহুল ও জাঁকাল (Costly and Princely)। অতএব সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় আমাদের দেশীয় 'দরবারী-পোষাক' চোগা, চাপকান, পায়জামা ও পাগড়ী বা টুপী হওয়াই উচিত; তাহাতে বোধ হয়, কেহ কোন কথাই কহিতে পারিবে না এবং দশ জনের মধ্যস্থলে আর আমাদিগকে হাস্যাস্পদ হইতেও হইবে না। ধুতি, চাদর, পিরাহান আমাদিগের 'গৃহ-পরিচ্ছদ' বলিয়াই জানা উচিত।

এই পুস্তকের এই অংশ মুদ্রাঙ্কন কালে 'বঙ্গবাসী' নামক সুবিখ্যাত সংবাদ পত্রিকায় দেখিলাম যে, কলিকাতার 'ভারত সভার' (Indian Association) সভ্যগণ নূতন গবর্ণর জেনেরল লর্ড ডফারিণকে ১০ ই পৌষ, ১২৯১ (২৪ শে, ডিসেম্বর ১৮৮৪,) তারিখে যখন অভিনন্দন পত্র দিতে যান, তৎকালে তাঁহাদের দলমধ্যে জনকয়েক বিলাত-ফেরত হ্যাট-কোট-ধারী 'বাঙ্গালী সাহেব' থাকায় আমাদিগের নবাগত বিজ্ঞ, বিচক্ষণ গবর্ণর জেনেরল কথাপ্রসঙ্গে বলেন যে, "তাঁহারা এইরূপ বিদেশীয় পোষাক পরিয়া কেবল আত্মগৌরব নষ্ট করিতেছেন; এদেশের পোষাক দেখিতে বেশ সুন্দর ও সুখপ্রদ। দেশীয় লোককে দেশীয় পোষাকে দেখিলেই আনন্দ হয়"। উপদেশচ্ছলে বড় লাট আরও বলেন, "চীন অতি প্রাচীন জাতি, সভ্য বলিয়া পরিগণিত, অথচ চীনেরা এপর্য্যন্ত জাতীয় পরিচ্ছদের বিন্দুবিসর্গও ত্যাগ করে নাই। তুর্কি, ইউরোপের ঘোর সংঘর্ষণেও জাতীয় পোষাক ছাড়ে নাই।" ('বঙ্গবাসী' ১৩ই পৌষ, ১২৯১ সাল)। দেখুন দেখি, একজন বিদেশীয়, বিজাতীয়, বিধর্ম্মাক্রান্ত লোক এদেশীয় লোকের রুচির প্রতি কি ভয়ানক

ঘৃণা প্রকাশ করিলেন। ইহাতেও কি 'কালা আদ্‌মি' সাহেবদিগের চৈতন্য হইবে না?

আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরল লর্ড ডফারিণ সাধারণ ব্যক্তি নহেন। ইনি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া—নানা স্থানে অবস্থিতি করিয়া—নানা জাতীয় লোকের সহিত সহবাস করিয়া—বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। ইনি সকল স্থানেই দেখিয়াছেন, কোন জাতিই জাতীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করে নাই। সকলেরই হৃদয় জাতীয় জীবনে সংগঠিত। সকলেই জাতীয় আচার, জাতীয় ব্যবহার, জাতীয় চরিত্র, জাতীয় পরিচ্ছদ এবং জাতীয় সমাজকে মান্য করে। কেবল এই ভারতে—এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে—আসিয়া দেখিলেন, এখানকার লোক জাতীয় পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়াছে! ইহাদের হৃদয়ে জাতীয় জীবনের পিপাসা নাই!! ইহারা জাতীয় আচার—জাতীয় ব্যবহার—জাতীয় চরিত্র—জাতীয় পরিচ্ছদ—জাতীয় সমাজ—সকলই পরিত্যাগ করিয়া বিজাতীয়ের অনুকরণে—বিজাতীয়ের সহবাসে মিশ্রিত হইতে—প্রবৃত্ত হইয়াছে ও হইতেছে !!! উদারনীতিক, মহদন্তঃকরণ-বিশিষ্ট লর্ড ডফারিণের নয়নে এ জঘন্য অনুকরণপ্রিয়তা সহ্য হইল না, তিনি মুখ ফুটিয়া বলিয়া ফেলিলেন। ধন্য ডফারিণ! তোমাকে শত ধন্যবাদ, সহস্র ধন্যবাদ! তুমি ঠিক কথা বলিয়াছ! তুমি যথার্থ ভারতহিতৈষীর কার্য্য করিয়াছ!! তোমার অমৃতময় বাক্যগুলি বঙ্গের—ভারতের—প্রতি ঘরে সুবর্ণ অক্ষরে খোদিত হইয়া চিরস্মরণীয় থাকুক!!! এখন দেখা যাউক, মূঢ় অনুকরণপ্রিয় হ্যাট-কোট-ধারী বাঙ্গালী কি করেন! দেখা যাউক, এরূপ মিষ্ট ভৎর্সনাতেও ইহাঁদের লজ্জা হয় কি না—জ্ঞান জন্মায় কি না!!

পরীক্ষা।

আচার্য্য, শিক্ষক, গুরু, পুরোহিত প্রভৃতিরা সংসার-জগতে আদর্শ-জীবন। ইহাঁদেরই উপদেশ, ইহাঁদেরই বাক্য, ইহাঁদেরই পদানুসরণ সংসারাশ্রমীদিগের জীবনাকাশে ধ্রুব নক্ষত্র। অতএব এরূপ ব্যক্তিগণের প্রকৃত ধর্ম্মপরায়ণ, নিষ্ঠাপরতন্ত্র, সত্যব্রত, জিতেন্দ্রিয় হওয়াই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ও শাস্ত্রোক্ত বিধি। কিন্তু এক্ষণকার কালে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীতই দেখিতে পাওয়া যায়। যে সে ব্যক্তি এখন পণ্ডিত নামে বাচ্য,

পুরোহিতের আসনে আসীন, গুরু-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত। তাহাতে যে বিষময় ফল ফলিতেছে, তাহা বোধ হয়, কাহাকেও বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে না। অতএব এরূপ প্রথার সংস্কার নিতান্ত আবশ্যক। পরীক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তনই ইহার প্রকৃষ্ট উপায়। শিক্ষক শ্রেণীর পরীক্ষার বিষয় আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। গুরু, পুরোহিত প্রভৃতির আচার, ব্যবহার, কার্য্যদক্ষতা, শাস্ত্রদর্শন, চরিত্র ইত্যাদি বিষয়েও তদ্রূপ পরীক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহ উক্ত কঠোর ব্রত সমূহে ব্রতী হইতে পারিবেন না বা সমাজে মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইবেন না।

আচার্য্য, গুরু, পুরোহিতদিগের বিষয়ে যাহা বলা হইল, সমাজভুক্ত অপর সকল শ্রেণীর কর্ম্মজীবীদিগের কর্ত্তব্যপালন বিষয়েও ঐ নিয়ম অবলম্বিত হইতে পারে। জ্ঞানী হইলে, নিম্ন শ্রেণীর লোকও সমাজে মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইবেন।

দীক্ষা-গুরুর কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বে গুরুগণ কর্ত্তব্যপরায়ণ, ধর্ম্ম-নিষ্ঠ ব্যক্তি ব্যতিরেকে অপর কাহাকেও মন্ত্র দিতেন না। এবং সদ্‌গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র লইবার জন্য শিষ্যগণ দীর্ঘকাল গুরুর সেবা ও পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিতেন। এই অবস্থায় উভয়েরই একত্র সহবাস হেতু পরস্পরের স্বভাব ও কার্য্য পরীক্ষা হইত। ইহা শিষ্যের ভবিষ্যজীবনের এক প্রধান সুখের কারণ স্বরূপ হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু এক্ষণকার দীক্ষাপ্রণালী সচরাচর যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে গুরু এবং শিষ্য কাহারই রীতিমত কর্ত্তব্য পালন হয় না। গুরু শিষ্যের একত্র সহবাস প্রথা এখন আর প্রচলন নাই। কর্ত্তব্য পালন বিষয়ে এক্ষণকার গুরু ও শিষ্য উভয়েই মূর্খ; দীক্ষার অভিপ্রায় উভয়েই অনভিজ্ঞ। আজ কাল দীক্ষা নামে মাত্র; কার্য্যে কিছুই হয় না। বিশেষতঃ গুরুর চেষ্টা ও লক্ষ্য কেবল পয়সার দিকেই ষোল আনা! মন্ত্র দিবার কালে গুরু, শিষ্যের আলয়ে আসিয়া যথারুচি একটা কথা শিষ্যের কানে কানে বলিয়া দিয়া নিজের প্রাপ্য বিষয় রীতিমত বুঝিয়া লইয়া, সেই দিবসেই শিষ্যের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান; পরে সময়ে সময়ে স্বার্থ সাধন মানসেই সাময়িক বৃত্তি ইত্যাদি আদায় জন্য এক একবার

শিষ্যালয়ে আসিয়া থাকেন মাত্র! শিষ্য উপদেশ পাইয়া উপদেশের অর্থ, মর্ম্ম, ও উদ্দেশ্য রীতিমত বুঝিতে পারিল কি না, উপদেশের উদ্দেশ্য মত কার্য্য করিতেছে কি না, কিম্বা তাহাতে তাহার বিশেষ রুচি বা প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে কি না, এ সমস্ত বিষয়ে গুরুর ভ্রূক্ষেপ নাই! শিষ্যের স্বভাব চরিত্র ভাল হউক আর মন্দ হউক, তাহাতে তাঁহাদিগের কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই; তাঁহারা সময়ে সময়ে কিছু পাইলেই সন্তুষ্ট! এরূপ প্রথার মন্ত্র-দানের সংস্কার অতীব আবশ্যক। এবং তাহা করিতে গেলে নিম্নলিখিত মতে দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হওয়াই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

(১)—শুভ দিনে, শুভ লগ্নে, যথানিয়মে, বিদ্বান, ধর্ম্ম-নিষ্ঠ, সচ্চরিত্র কুলগুরু বা তাঁহার অভাবে সমাজ হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণ ও সমাজ কর্ত্তৃক নিয়োজিত স্থানীয় গুরু কর্ত্তৃক মন্ত্র দান।

(২)—দীক্ষার দিবস হইতে কিছু দিনের জন্য গুরু ও শিষ্য একত্র সহবাস করা; শিষ্যকে উপদেশের বা মন্ত্রের অর্থ, মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য রীতিমত বুঝাইয়া দেওয়া; উপদেশ প্রতিপালনের ও উপদেশানুসারে চলিবার নিয়ম ইত্যাদি দেখাইয়া দেওয়া; এবং শিষ্য উপদেশানুযায়ী ঠিক চলিতে পারিয়াছে কিনা ইত্যাদি স্বচক্ষে দেখিয়া গুরুকে শিষ্য-সঙ্গ পরিত্যাগ করা। যে কোন প্রকারে বা উপায়ে হউক, গুরু কর্ত্তৃক সংসারাশ্রমীদিগের জীবন সাধুভাবে সংগঠিত হওয়া।

(৩)—শিষ্যদিগের কর্ত্তব্যপালনের উপর তত্ত্বাবধান জন্য গুরুর সময়ে সময়ে শিষ্যালয়ে আসা ও কিয়দ্দিবসের জন্য তথায় অবস্থিতি করা। এবং কোন বিষয়ে শিষ্যের ত্রুটী দেখিলে তাহার যথোচিত প্রতিকার বিধানে যত্নবান হওয়া ইত্যাদি।

(৪)—নিতান্ত অবাধ্য ব্যক্তিদিগের স্বভাব সম্বন্ধে গুরু সমাজ সমীপে আবেদন পাঠাইলে সমাজ হইতে তাহাদিগের শাসন।

আচার ভ্রষ্টতা।

এক্ষণে ব্যক্তিগত বা বর্ণগত আচারভ্রষ্টতা দোষ বলিয়া গণ্য হয় না। সমাজ তাহা দেখিয়াও দেখেন না। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব নাই; সাধুর সধুতা নাই; ধার্ম্মিকের ধর্ম্মজ্ঞান নাই; কুলীনের কৌলীন্য নাই। ত্রিসন্ধ্যাহীন,

ব্রাহ্মণত্ব বিহীন ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বলিয়া সম্বোধন ও পূজা, এবং কুললক্ষণ-বিবর্জ্জিত কুলীনের সম্মাননা, আর পিত্তলকে স্বর্ণ বলিয়া মূল্য দিয়া গ্রহণ, উভয়ই সমতুল্য। অতএব কর্ত্তব্যবিহীন আচারভ্রষ্ট, ক্রিয়াকলাপ-লোপকারী ব্যক্তিদিগের শাসন এবং যথার্থ লক্ষণাক্রান্ত না হইলে তাহাদিগকে হতাদর করা সমাজের অবশ্য কর্ত্তব্য।

সমাজভুক্ত লোকের উৎসাহ বর্দ্ধন জন্য কর্ত্তব্যপালনে অর্থাৎ সামাজিক এবং সাংসারিক রীতি নীতি ও নিয়ম ইত্যাদি প্রতিপালনে সম্পূর্ণ পারগ ব্যক্তিদিগকে (স্ত্রী, পুরুষ উভয়কেই) সমাজ হইতে উপাধি, পদক (Medal) ও পুরস্কার প্রদান।

কর্ত্তব্য পালনের তত্ত্বাবধান জন্য দীক্ষা-গুরু মহাশয়দিগের উপরই এক এক নির্দ্ধারিত স্থানের ভারার্পণ থাকা।

চরিত্র-শোধন।

আর্য্য কুলনারীদিগের ধর্ম্ম বা চরিত্রগত দোষ স্পর্শিলে সমাজের যেরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও তীব্র শাসন বিদ্যমান আছে, অভক্ষ্য-ভোজী, অপেয়-পায়ী, যথেচ্ছগামী, অত্যাচারী পুরুষদিগের জন্যও তদ্রূপ সমাজ-শাসনের বিশেষ প্রয়োজন। স্ত্রীজাতির সামান্য দোষ হইলেই বিশেষ দণ্ডের ব্যবস্থা আছে; কিন্তু পুরুষ জালা জালা মদ্যপান করুন, অহোরাত্র বেশ্যালয়ে পড়িয়া থাকুন, ম্লেচ্ছের উচ্ছিষ্ট ভোজন করুন, সমাজ তাহা দেখিয়াও দেখেন না; সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। কিন্তু এরূপ একদেশদর্শী বিচারপ্রণালী সঙ্গত নহে। এই হেতু সমাজের মঙ্গলার্থ নারী-শাসনের অনুরূপ পুরুষশাসন প্রথা প্রচলন নিতান্ত বিধেয়।

গো-পালন।

ভারতের সর্ব্বস্বধন—ভারতবাসীর জীবন স্বরূপ—গো-জাতির রক্ষা, প্রতিপালন ও পরিবর্দ্ধন জন্য আজকাল নানা স্থানে নানা প্রকার সভা, আন্দোলন, বক্তৃতা ও পুস্তক প্রকাশ হইতেছে। গরু জগতের প্রত্যেক ব্যক্তিরই উপকার করিয়া থাকে; অতএব মনুষ্য মাত্রেরই গরুকেও রক্ষা ও যত্ন করা অতীব কর্ত্তব্য। এই হেতু সমাজভুক্ত প্রত্যেক গৃহস্থকে অবস্থা-নুযায়ী, অর্থাৎ পরিবারস্থ সমস্ত লোক যাহাতে নিজ বাটীর গো-সেবা হইতে

অকৃত্রিম দুগ্ধ ঘৃত ব্যবহার করিতে চিরদিন সমর্থ হয়েন, এরূপ সংখ্যার গরু প্রতিপালনে বাধ্য করা উচিত। ইহাতে ফল অনেক; গো-জীবন রক্ষা হেতু ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য পালন, অকৃত্রিম দুগ্ধ ঘৃত আহার দ্বারা স্বাস্থ্য রক্ষা এবং গোময় ও গোমুত্র ব্যবহার দ্বারা সাংসারিক অপরাপর বহুবিধ অভাব মোচন ইত্যাদি হইতে পারে।

সমাজের অনভিমতে গরু ক্রয় বিক্রয় কার্য্য নিষিদ্ধ থাকা; সমাজের নিয়োজিত লোকের দ্বারা গৃহস্থ কর্তৃক গো-পালন ও গোপনে গরু ক্রয় বিক্রয় ইত্যাদির অনুসন্ধান রাখা; এবং গরুর জন্ম, মৃত্যু ও স্বাস্থ্যের মাসিক বা সাময়িক গোচর-পত্রিকা (Report) প্রতি গৃহস্থের নিকট হইতে সমাজ সদনে প্রেরিত হওয়া। গো-পালন ও গো-সেবা আর্য্যের একটী প্রধান ধর্ম্ম; ইহা ব্যতীত 'আর্য্য' নাম সম্পূর্ণ নহে। গো-পালনে পরাঙ্মুখ ব্যক্তি অনার্য্য মধ্যে পরিগণিত।

শস্য-সংগ্রহ।

প্রত্যেক গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য জ্ঞানে নিজ নিজ সংসার নির্ব্বাহ জন্য প্রাচীন প্রথানুসারে এক বা দুই বৎসরের উপযোগী আবশ্যকীয় শস্য সংগ্রহ রাখা।

জাতিভেদ।

জাতিভেদ প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিতে আজকালকার সমাজ সংস্কারকগণ সতত উদ্যত। সমাজ সংস্করণের কথা উঠিলেই জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ সাধন একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রস্তাব বলিয়া পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আমরা এ প্রথার সংস্করণের কোন আবশ্যকতা দেখি না। এ বিষয়ের আলোচনা আমাদিগের অনভিমত হইলেও আমরা প্রসঙ্গচ্ছলে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, যখন এক শ্রেণীর অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ সমুদায়ের মধ্যে —অর্থাৎ রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক ব্রাহ্মণ এবং বঙ্গজ ও রাঢ়ীয় বৈদ্যে—পরস্পর মিল নাই, তখন অসংখ্য জাতির পার্থক্য বিদূরিত হইয়া একত্ব সম্পাদন কিরূপে সম্ভবে? উক্তরূপ বৃথা চেষ্টা অপেক্ষা যাহাতে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, এবং রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ বৈদ্য ইত্যাদির মধ্যে পরস্পর মিলন ও

আহার, ব্যবহার, আদান, প্রদান প্রচলন হয়, অগ্রে তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগের মিলন আরম্ভ হইলে, তবে যদি কখন ক্রমে ক্রমে পরস্পরের ভিন্ন ভাব ও জাতিভেদের তিরোভাব হয়। কিন্তু সে বহুদূরের কথা।

পারিবারিক অসচ্ছন্দতা।

যাহাতে সমাজভুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে পারিবারিক অসচ্ছন্দতা, বিবাদ, বিসম্বাদ, ঝগড়া, কলহ ইত্যাদি অকল্যাণকর ঘটনা কোন মতে না হয়, সে পক্ষে সমাজের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা। ঘটনাক্রমে কোন পরিবারের মধ্যে গৃহ-বিচ্ছেদ উপস্থিত হইলে সমাজ কর্ত্তৃকই তাহার নিষ্পত্তি হওয়া। পারিবারিক বিষয় বিভব পৃথক্ পৃথক্ অংশিদারদিগের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ অংশে বিভক্ত করা আবশ্যক হইলে তাহা বর্ত্তমান প্রচলিত-প্রথায় না করিয়া নিম্নলিখিত প্রকারে করাই শ্রেয়ঃ। যথা ;—

(১)—মূল্যবান বিষয় বিভাগকালে বিষয়টী ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত না করিয়া বিষয়ের উপস্বত্ব মাত্র ভাগ করা। বিষয় বজায় রাখা।

(২)—বিষয় সামান্য হইলে বিবাদকারীদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কৃতী ও সচ্ছল অবস্থাপন্ন হইলে তিনি মূল্য দিয়া উহা ক্রয় করিবেন ; বিষয় বজায় রাখিবেন। অবশিষ্ট ব্যক্তিরা মূল্য মাত্র লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবেন। জ্যেষ্ঠ অক্ষম হইলে দ্বিতীয়, তাঁহার অক্ষমতায় তৃতীয় ভ্রাতা ইত্যাদি জ্যেষ্ঠানুক্রমে সক্ষম ব্যক্তি উহা ক্রয় করিবেন।

(৩)—বংশের কেহ সমর্থ না হইলে বিষয় সমাজ হস্তে অর্পিত হওয়া। সমাজ মূল্য দিয়া বিষয় ক্রয় করিবেন, এবং তাহার উন্নতি সাধনে বিশেষ যত্নবান থাকিবেন। দীর্ঘকাল মধ্যে যদি সেই বংশে কেহ কৃতী না হয়েন, তাহা হইলে, যে সময়ে বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে সমাজের প্রাপ্য টাকা আদায় হইবে, সেই সময়ে সেই বংশের তৎকালীন-জ্যেষ্ঠ-উত্তরাধিকারীকে তাহা প্রত্যর্পণ করা। কোন বংশ একেবারে লোপ প্রাপ্ত হইলে এবং তাহার কেহ উত্তরাধিকারী না থাকিলে বিষয় সমাজের অধিকারভুক্ত হওয়া। সমাজের প্রাপ্য টাকা আদায় হইবার পূর্ব্বে যদি কেহ কৃতি হইয়া তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি প্রতিগ্রহণের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহা

হইলে, বিষয়ের তৎকালীন অবস্থানুযায়িক মূল্য দিয়া তিনি তাহা প্রতি-গ্রহণ করিতে পারিবেন।

মূল কথা, যে কোন প্রকারে হউক, বিষয় বজায় রাখা ও তাহার উন্নতি করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কি বৃহৎ, কি ক্ষুদ্র সম্পত্তি নানা ভাগে বিভক্ত হইলে অল্পদিনের মধ্যেই তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। এবং তৎসঙ্গে অধিকারি-গণও একেবারে উৎসন্ন যাইয়া দরিদ্র দশায় নিপতিত হয়েন।

শান্তি-নিকেতন।

ভারতের অনেক স্থানে—বিশেষতঃ বঙ্গদেশে—মুমূর্ষু ব্যক্তিদিগকে তীরস্থ করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। সেই উদ্দেশে স্থান বিশেষে অর্থাৎ ভাগিরথী ইত্যাদি নদীতীরে বয়োবৃদ্ধ রোগীদিগকে, উপযুক্ত সময়ে তীরস্থ করিবার জন্য পরিষ্কার, হাওয়াদার ও প্রশস্ত উদ্যান সহ গৃহ ও অট্টালিকা ইত্যাদি প্রস্তুত থাকা, এবং সেই নিকেতনে সর্ব্বদা অন্তিম কালোপযোগী ঈশ্বর বিষয়ক সংকীর্ত্তনাদি হওয়া। যথায় ক্ষমতাপন্ন ও অক্ষম সকল ব্যক্তিরই সমভাবে পারলৌকিক কার্য্য সাধিত হইতে পারিবে।

যে সকল স্থানে তীরস্থ করিবার প্রথা প্রচলিত নাই সে সমস্ত দেশেও আসন্ন-মৃত্যুভাবাপন্ন বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের অন্তিম কালের শান্তির জন্য কোন নির্ব্বাচিত স্থানে উক্তরূপ শান্তি-নিকেতন নির্ম্মিত হওয়া।

মৃতদেহ রক্ষা ও মৃত্যুকালীন সাহায্য।

অধুনা মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই দেহের সৎকার প্রথা প্রচলিত দেখা যায়। তদপেক্ষা পূর্ব্বের ন্যায় দ্বাদশদণ্ড বা কোন নিরূপিত সময়ের জন্য দেহরক্ষা করা অত্যন্ত আবশ্যক।

মৃত্যুকালে সাহায্যের প্রথা আমাদের দেশে (বঙ্গদেশে) অতি জঘন্য ভাব ধারণ করিয়াছে। এই সময়ে আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব ও প্রতিবেশিগণের সকলের উপস্থিত থাকা, সময়োচিত সাহায্য করা নিতান্ত প্রয়োজন। হিন্দুস্থান, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে এ বিষয়ে অতি সুনিয়ম দেখা যায়। তাহারা নিঃশঙ্কচিত্তে উৎসাহের সহিত কর্ত্তব্যজ্ঞানে পরস্পরের সাহায্য করিয়া থাকে, এমন কি, অর্থের দ্বারা সাহায্য করিতেও ত্রুটী করে না।

যবনকে আমরা ঘৃণা করি, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যেও এই সময়ের জন্য অতি পবিত্র নিয়ম প্রচলিত আছে। এবিষয়ে আমাদিগের অপেক্ষা তাহারা শ্রেষ্ঠ। মৃতদেহ লইয়া সৎকার করিতে যাইতে দেখিলে তাহার সমভিব্যাহারী হওয়া ও কবর স্থানে এক মুষ্টি মাটি দেওয়া তাহাদিগের ধর্ম্ম; অযাচিত হইয়াও তাহাদিগকে ইহা পালন করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের মধ্যে অপর দূরে থাকুক, কোন আত্মীয় লোকেরও মৃত্যুকালে আমরা কোনরূপ সাহায্য করি না। কেহ সাহায্য প্রার্থী হইলে, আমরা প্রায়ই লেপ মুড়ি দিয়া শয়ন করি; 'অসুখ করিয়াছে', 'পরিবার গর্ভবতী হইয়াছে' ইত্যাদি বলিয়া মিছা ওজর করিতে ক্রুটী করি না। তখন আমরা ভাবি যে, আমাদিগকে আর মরিতে হইবে না; অথবা মরিলে বুঝি আপনা আপনিই সমাধিস্থানে উপস্থিত হইব! এ ঘৃণিত প্রথার পরিবর্ত্তন প্রার্থনীয় সন্দেহ নাই। যাহাতে বঙ্গবাসী মৃত্যুকালে অযাচিত হইয়া পরস্পরে সাধ্যমত সাহায্য করিতে শিক্ষা করেন, তৎপ্রতি সমাজের দৃষ্টি থাকা অতীব কর্ত্তব্য।

পরিবার অন্তঃসত্ত্বা হইলে স্বামীকে মৃতদেহ স্পর্শ করিতে নাই বলিয়া বঙ্গবাসী যে ওজর করিয়া থাকেন, বাস্তবিক তাহার কোন অর্থ নাই; তাহাতে অনিষ্টের আশঙ্কা কেবল বাঙ্গালিজাতিই করিয়া থাকেন। জগতের অপর সমস্ত জাতি—জগতের কেন—এই ভারতের হিন্দুস্থান, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশের লোকেও ত এ বিষয়ে কোন অমঙ্গলের চিন্তা করে না!

যদি কখন আমাদিগের বর্ত্তমান দুঃখনিশার অবসান হইয়া সমাজ-সংস্কাররূপ সুখ-সূর্য্যের উদয় হয় এবং সমাজস্থ সভ্যগণ এক সহানুভূতি-সূত্রে সম্বদ্ধ হইয়া স্বাধীনতা ও সমতা সহ সমাজের অধিবেশনে ও সামাজিক কার্য্যের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে সক্ষম হয়েন, তাহা হইলে উল্লিখিত কয়েকটী প্রথার প্রস্তাবিতমত সংস্কার হওয়া নিতান্ত অসম্ভব হইবে না।

এই অধ্যায়ে কোন নূতন মত নাই; সমস্তই পুরাতন। কিন্তু এ সকল একত্র সংগ্রহ করিয়া দেশীয় লোকদিগের সমক্ষে উপস্থিত

করিবার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহারা দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় তৎসমুদায়ের বিশেষ প্রতিকার বিধানে যত্নবান হইবেন।

এতদ্ব্যতিরেকে আরও কত শত প্রকার সদনুষ্ঠান, সামাজিক প্রথা পরিবর্ত্তন ও সমাজ-সংস্করণ বিষয়ক বিধি ও কর্ত্তব্য আবশ্যক আছে, যাহা সমাজের অধিবেশন হইলে আপনা হইতেই প্রচারিত হইতে পারিবে। স্বদেশহিতৈষী প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ যদি সমাজ সংস্করণ বিষয়ে অন্যান্য বিবিধ সদনুষ্ঠানের বা সামাজিক প্রথাদির আবশ্যক মত পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব আমাদিগের নিকট প্রেরণ করেন, আমরা আহ্লাদ সহকারে তাহা গ্রহণ ও এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে সন্নিবেশিত করিব।

মাদৃশ স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তির মনোমধ্যে সমাজ-সংস্করণ-বিধি-বিষয়ক প্রস্তাবের যেরূপ ধারণা ছিল, তৎসমুদায় শ্রদ্ধাস্পদ দেশহিতৈষী মহোদয়গণ সমক্ষে এক প্রকার প্রকাশিত হইল। এক্ষণে ভরসা করি যে, তাঁহারা বর্ত্তমান অদূরদর্শী নব্য-সভ্য-সম্প্রদায়ের মত এ সমস্ত বিষয় নিতান্ত অলীক বা বাতুলের প্রলাপবাক্য জ্ঞান না করিয়া, যথার্থ দেশহিতৈষী মহানুভবের ন্যায় অন্তঃকরণের-সহিত উদ্দেশ্য বিষয়ের আদ্যোপান্ত বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা দ্বারা মর্ম্মগ্রাহী হইবেন; এবং উৎসাহিত হৃদয়ে সকলে সমবেত হইয়া, সাধারণের সাহায্য একত্রিত করিয়া, মৃতকল্প আর্য্যসমাজকে পুনর্জ্জীবিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইবেন। অতঃপর যে উপায়ে প্রস্তাবিত সুমহৎ কার্য্যগুলি সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে পারিবে, তাহা পরপরিচ্ছেদে বিশেষরূপে বর্ণিত হইতেছে।

"Nothing is impossible to Diligence and Perseverance."

সোপান ও পরিণতি।

——oo——

"চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবনযৌবনং।
চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য সজীবতি॥"

সুখ দুঃখ পরিপূরিত, জরাজন্ম বিজড়িত, এই বিনশ্বর সংসারে চিরজীবী কে? কোন্ মহাত্মা চিরজীবী হইয়া চিরদিন আপনার নাম লোকের হৃদয়-ফলকে অঙ্কিত রাখিতে পারেন? প্রভুত-ক্ষমতাবান রাজা, অতুল বিভবশালী ধনী, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, কদন্নে পরিতৃপ্ত দীন দরিদ্র, আস্তিক, নাস্তিক, পণ্ডিত, মূর্খ, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক কেহই চিরস্থায়ী নহে। কর্ম্মভূমি ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সংসার-রঙ্গভূমিতে অভিনয় করিয়া একদিন এ জীবনের পরিসমাপ্তি হইবেই হইবে। অতি সাধের—অতি যত্নের দেহ, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পুত্র, পরিবার, আত্মীয় স্বজন কেহই চিরস্থায়ী নহে। রাজার রাজ্য, ধনীর ধন, মানীর মান, রমণীর প্রেম, জীবনের যৌবন, দেহের লাবণ্য, সুরম্য হর্ম্ম্য, সুন্দর বসন, মণিময় ভূষণ ইত্যাদি কিছুই চিরস্থায়ী নহে। সমস্তই অবিরত-ঘূর্ণায়মান-

কাল-চক্রে নিষ্পেষিত ও নিলীন হইয়া যায়। যে অর্ব্বাচীন ব্যক্তি এই পরীক্ষা-ভূমি সংসার-ক্ষেত্রে ভোগবিলাসিতা ও সুখ লাভের আশাকে চিরস্থায়ী জ্ঞান করিয়া, ধর্ম্মাধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া, ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, সত্যের অবমাননা করিয়া, ধন সঞ্চয় করিতে—বিভব বৃদ্ধি করিতে—অবিরত চেষ্টা করে, সে নিতান্ত ভ্রান্ত !! তবে কি সংসারে চিরজীবী কেহ নাই ?—আছে। যাঁহার জীবনে প্রকৃত মনুষ্যত্ব আছে ; স্বদেশের উন্নতির আশায় যিনি অনায়াসে স্বার্থকে বিসর্জ্জন দিতে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে পারেন ; ধর্ম্মের জন্য নিজ জীবনকে তুচ্ছ করিতে পারেন ; শত সহস্র বিপদে পরিবেষ্টিত হইয়া যিনি পরের দুঃখ দর্শনে আপন দুর্দ্দশার বিভীষিকায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, পরার্থে স্বার্থ ঢালিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারেন ; মৃত্যু-শয্যায় শয়ান হইয়াও যিনি স্বদেশের হিতসাধন করিতে ও অন্যের চক্ষের জল মুচাইতে ব্যাকুল ; যাঁহার পবিত্র নাম স্মরণে অন্যের হৃদয় ও মন আলোড়িত হইয়া ক্ষণ মুহূর্ত্তে কত অচিন্ত্যপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয় ; যাঁহার পতনে এক দিকে শোকের ঝড়, দুঃখের তরঙ্গ, হৃদয়-বিদারক হাঁহাকার-ধ্বনি, অন্য দিকে আপামর সাধারণের মুখে যশঃসৌরভের ঢক্কা নিনাদ নির্ঘোষিত হয় ; তাঁহার দেহ ও প্রাণ সময়-গহ্বরে চির লুক্কায়িত হইলেও তিনি চিরজীবী ; তাঁহার মৃত্যু কখনই নাই। মনুষ্য-হৃদয়ে তিনি কখন মৃত নহেন। মনুষ্যচক্ষের অদৃশ্য হইলেও তাঁহার জীবন তৎপ্রণীত কার্য্য-কলাপে বিচরণ করিয়া থাকে। সংসার-সাগরের অনন্ত বুদ্বুদ অনন্তদিনের জন্য অনন্তভাবে মিশাইয়া গেলেও তাঁহার জীবন অনন্তকাল জীবন্ত থাকে। মৃত্যু অন্তেও তাঁহার পবিত্র জীবন অপরের জীবনকে অনুপ্রাণিত করে। কীর্ত্তিই তাঁহাকে চিরজীবী করিয়া রাখে। কীর্ত্তিমান মহাত্মার পবিত্র

নাম জগতে অনন্তকাল বিঘোষিত থাকে। অতএব হে কীর্ত্তিকলাপ-সংস্থাপনক্ষম দেশহিতৈষী আর্য্যকুলতিলক মহোদয়গণ! আপনারা ক্ষণভঙ্গুর শরীরের নিঃসন্দেহ নশ্বরতা সতত স্মরণ রাখিয়া, অসার বিষয়-বুদ্ধির বিষম প্রলোভনে প্রতারিত এবং অর্থ শূন্য—ছেলে ভুলান—উপাধির জন্য লালায়িত না হইয়া, প্রকৃত হৃদয়বানের ন্যায়—মনুষ্যের ন্যায়—মহতের ন্যায়—সংসারে সৎকীর্ত্তি সংস্থাপন পূর্ব্বক অক্ষয় সম্মান ও উপাধি লাভের জন্য বিধিমতে চেষ্টা ও যত্ন করুন। আপন শিক্ষায়, আপন চেষ্টায়, আপন সদ্দৃষ্টান্তে অন্যের হৃদয় ও মন বিলোড়িত করিয়া আপন মহত্ত্ব তাহাতে চিরপ্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নবান হউন। তাহা হইলে আপনাদিগের পবিত্র নাম অনন্তকাল লোকের অন্তরে নিরন্তর নৃত্য করিবে। আপনাদিগের সদ্‌গুণ কল্পান্তস্থায়ী হইয়া আপনাদিগকে অমর—চিরজীবী—করিবে। "শরীরং ক্ষণবিধ্বংসি কল্পান্তস্থায়িনো গুণাঃ।"

মনুষ্য মাত্রকেই যে স্বস্ব প্রধান হইয়া কীর্ত্তি সংস্থাপন করিতে হইবে এমত নহে; এবং ব্যক্তি বিশেষ যে সমগ্র দেশের হিত সাধন ও উন্নতি করিতে সক্ষম, তাহাও নহে। একের বহু আয়াসেও যাহা না হয়, একতায় তাহা সহজেই সংসাধিত হইতে পারে। এক জনে স্বয়ং প্রধান হইয়া যে কীর্ত্তি সংস্থাপন করিবেন, দশজনে একত্র হইলে, তাহা অপেক্ষা শত সহস্র গুণে মহৎ ও সৎ কীর্ত্তি অতি স্বল্পায়াসেই সংস্থাপিত হইতে পারে। এমন কি, আন্তরিক ইচ্ছা এবং অভিলষিত বিষয়ে ঐকান্তিক যত্ন থাকিলে ও দশ জনে একত্র মিলিত হইলে, মনুষ্য কর্ত্তৃক অতি দুঃসাধ্য বিষয়ও সংসাধিত হইয়া থাকে। অতএব আমাদিগেরও এই সামান্য সমাজসংস্করণ কার্য্য, সাধারণের যত্ন ও চেষ্টা থাকিলে, প্রস্তাবিত মতে

সাধিত হওয়া যে নিতান্ত দুরূহ হইবে তাহা কখনই নহে। দেশস্থ সমস্ত আর্য্যসন্তান একত্র মিলিত হইয়া যদি আপন আপন সাধ্যমত যে কোন পরিমাণে হউক না, (মাসিক, বাৎসরিক বা এককালীন) কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য দ্বারা প্রস্তাবিত বিষয়গুলিকে কার্য্যে পরিণত করিবার সোপান সংস্থাপন করিয়া দেন, তাহা হইলে আর, কোন অংশেই ভাবিবার বিষয় থাকে না। আয়ের এইরূপ কোন একটী অবধারিত সোপান সংস্থাপন করাই প্রথমতঃ আবশ্যক ও কর্ত্তব্য। কেন না, এরূপ সুমহৎ ব্যাপার সম্পন্ন করিবার জন্য ধনই প্রধান উপাদান। যদি দেশীয় মহোদয়গণ এ ব্যাপারটীকে কোনরূপে উপেক্ষা না করিয়া, প্রত্যুত উৎসাহ প্রদান করেন, এবং "দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ" মনে করিয়া, কিঞ্চিৎ অগ্রসর হয়েন, তাহা হইলে যেরূপ তৃণ-সমষ্টির যোগে মত্ত হস্তী বন্ধন করা যায়, তদ্রূপ দশের সাহায্যে, আয়ের ও কার্য্যের নিশ্চয়তা বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ থাকিবে না।

এক্ষণে সাধারণের যত্ন ও একতা সহযোগে ধনাগম হইয়া মলিনীভূত আর্য্যসমাজের যেরূপে উদ্ধার সাধিত হইতে পারিবে, তাহার উপায় নিরূপণ জন্য নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার আয়ের সোপান দেখান যাইতেছে। জানি না, ইহাতে আর্য্য ভ্রাতাদিগের মনের গতি কিরূপ ভাব ধারণ করিবে। (সমস্ত আশার মূল এই স্থলেই না নির্ম্মূল হয়!)।—

প্রথমতঃ।—ধনাগমের সুগমতা জন্য যে কয়েকটী বিশেষ বিশেষ উপায় অবলম্বিত হইতে পারে, তন্মধ্যে শ্রীমান মহারাজাধিরাজ, রাজা এবং অন্যান্য মহোদয়গণ কর্ত্তৃক এক কালীন ও মাসিক কিম্বা বাৎসরিক দান একটী প্রধান উপায়। আন্তরিক

ইচ্ছা থাকিলে সমাজস্থ রাজা, মহারাজাধিরাজ বাহাদুরগণ যে এরূপ সুমহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান জন্য এককালীন অন্যূন লক্ষ টাকা দান করিতে না পারেন, এমত কখনই নহে। যখন বঙ্গদেশবাসী প্রভূত ধনরাশি শ্রীযুক্ত রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুর স্বদেশে একটী কলেজ অর্থাৎ ইংরাজী বিদ্যালয় সংস্থাপন উদ্দেশে এককালীন দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়া বঙ্গভূমির তিলকরূপে পরিগণিত হইতে পারিয়াছিলেন; যখন অদ্বিতীয়া দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়া কি স্বদেশে কি বিদেশে রাশি রাশি টাকা সৎকার্য্যের জন্য দান করিয়া জগন্মণ্ডলে প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়াছেন; যখন এই ভারতবাসিগণই ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-বিদ্যালয়ে প্রায় দুই লক্ষ টাকা দান করিয়া বিজ্ঞানানুরক্তির পরিচয় দিয়াছেন; যখন ভারতীয় নৃপতিগণ আলবার্ট হলের জন্য সহস্র সহস্র মুদ্রা দান করিয়া বিদ্যালোচনার অনুরাগ দেখাইয়াছেন; যখন ভারতস্থ সাধারণ ব্যক্তিগণ আয়র্লণ্ড প্রদেশের—পৃথিবীর এক প্রান্তস্থিত বহুদূর প্রদেশের—দুর্ভিক্ষ মোচন জন্য রাশি রাশি অর্থ দান করিয়া দানশীলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন; তখন যে ভারতবর্ষীয় স্বাধীন নৃপতিগণ এবং মহারাজা, রাজা, জমিদার ও ধনাঢ্য দেশহিতৈষী মহোদয়গণ তাঁহাদিগের জাতীয়-ধর্ম্ম প্রচার ও রক্ষা করিবার জন্য এবং যাহাতে আর্য্যসমাজের মূল দৃঢ়রূপে গ্রথিত, রক্ষিত ও তৎসূত্রে নানারূপে ভারতের ভূয়সী শ্রী ও গৌরব বৃদ্ধি হয়, তৎপক্ষে যত্নের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে—প্রত্যেকে অন্যূন এক লক্ষ টাকা এককালীন দান করিতে—পরাঙ্মুখ হইবেন, এমত কখনই বিবেচনা করা যাইতে পারে না। অতএব এইরূপে প্রত্যেক মহারাজা লক্ষ, এবং প্রত্যেক রাজশ্রীযুক্ত মহোদয়গণ অর্দ্ধ লক্ষ ও অন্যান্য মহোদয়গণ

সহস্রাধিক ক্বচিৎ সহস্র টাকা পরিমাণ দান করিলে এই পুস্তকের উদ্দেশ্য বিষয় সাধন পক্ষে কোন মতে ভাবনার বিষয় থাকিবে না।

দ্বিতীয়তঃ।—এতাদৃশ সর্ব্বগৌরবান্বিত ভারতবর্ষীয় আর্য্য-মহা-সভার গঠন, ব্যয় ও কার্য্যাবলী প্রচলন জন্য যদি সমগ্র ভারতবর্ষীয় অর্থাৎ বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড় ও পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি প্রদেশের আর্য্যজাতিরা প্রতি ঘরে, কি ধনী, কি নির্ধন সকলেই আপন আপন অবস্থানুযায়ী সাধ্যমত, মাসিক যে কোন পরিমাণে হউক না কেন, দান করিয়া মনুষ্য-জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করেন, তাহা হইলে যে ভারত মধ্যে এই মহতী কীর্ত্তি অতি সহজে সংস্থাপিত হইবে ও তৎসূত্রে দিন দিন ভারত-মাতার দুঃখভারের লাঘব হইয়া, তাঁহার সন্তান সন্ততিগণ অধিক-তর সুখী ও জগত মধ্যে মান্য এবং গণ্য হইতে থাকিবেন, সে পক্ষে আর কিছু মাত্র সংশয় নাই। এবম্প্রকারে যদি সমস্ত আর্য্যজাতি একমত হইয়া সমাজ সংস্করণের অভিপ্রায়ে অগ্রসর এবং উপরি-উক্ত মতে সাহায্য করিতে সমর্থ হয়েন, তাহা হইলে ঐ সমস্ত দান সংগ্রহের ভার প্রত্যেক গ্রামের মান্য, গণ্য, ভদ্র ব্যক্তি বিশেষের উপর অর্পণ করিলে, ঐ ব্যক্তি মাসে মাসে তত্তাবৎ রীতিমত সংগ্রহ করিয়া প্রত্যেক জেলার বা নিকটস্থ গণ্ডগ্রামের শাখা-সমাজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট অনায়াসে পাঠাইতে পারিবেন। এইরূপে বিভিন্ন স্থানীয় সমস্ত আয় একত্রিত হইয়া মূল সমাজের হস্তে আসিয়া উপস্থিত হইলে, সামাজিক কার্য্যাবলী প্রস্তাবিত মতে অবিবাদে প্রচলিত ও নির্ব্বাহিত হইতে পারিবে। আর আয়ও যে নিতান্ত অল্প হইবে এরূপ বোধ হয় না। এই সমস্ত দান সমষ্টি নির্ব্বিঘ্নে আদায় এবং প্রেরণের নিয়মাবলী পরে মুদ্রিত

হইতে পারিবে ; ও সেই নিয়মাবলী অনুসারে আদায় ওয়াশিলের ব্যয় ইত্যাদি সম্পাদিত হইবে।

তৃতীয়তঃ।—সমাজের ধর্ম্মবিভাগের কার্য্যাদি নির্ব্বাহ জন্য তীর্থাদি সাধারণ দেবালয় সমূহের আয়।

সাধারণ আর্য্যজাতির ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ ফল প্রাপ্তির জন্য আর্য্যসমাজ মধ্যে যে সকল তীর্থস্থানের স্থাপনা ছিল ও আছে, সেই সকল তীর্থস্থান এক্ষণে কাল-মাহাত্ম্যে সাধারণের অভীষ্ট সাধনের বিপরীতে কেবল ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইয়া সাধারণ-হিতসাধনে সম্পূর্ণ বিমুখ হইয়াছে, এবং এক মাত্র কার্য্যাধ্যক্ষ মহাপুরুষদিগেরই ইষ্ট সাধন করিতেছে। পূর্ব্বে ঐ সকল পবিত্র তীর্থস্থানে সাধারণের হিতার্থ সদা সর্ব্বক্ষণ ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ, নৃত্য, গীত, বক্তৃতা, বেদ, পুরাণ, মহাভারত পাঠ ইত্যাদি বহুবিধ সদনুষ্ঠান সাধিত হইত ; এবং আপামর সাধারণ সকলেই আপদ, বিপদ, সম্পদ, সচ্ছল, অসচ্ছল সকল অবস্থাতেই বিশেষ উপকার বা উদ্ধার প্রাপ্ত হইত। আজ কাল এই সকল মহাতীর্থে সৎকার্য্যের বা সদনুষ্ঠানের চর্চ্চা যতদূর থাকুক বা না থাকুক, অভক্ষ্য ভক্ষণ, অপেয়-পান, পরস্ত্রী হরণ ও ভ্রূণ হত্যা ইত্যাদি যত কিছু অপকৃষ্ট ও সমাজবিগর্হিত পাপ কর্ম্মের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব !!!

ভারতবর্ষ মধ্যে আর্য্যধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যে কোন তীর্থ বা পীঠস্থান এবং গ্রাম্য দেবতা ইত্যাদি স্থানে স্থানে স্থাপিত আছেন, তৎসমুদায়ই সমাজের অধীন ও সাধারণ সম্পত্তি। উহাতে সমাজস্থ সমস্ত লোকেরই সমান অধিকার। উহা কাহারই নিজ সম্পত্তি নহে। পূর্ব্বকালে ঐ সমুদায় সাধারণ তীর্থস্থানের আয় সমাজস্থ সমস্ত লোকেরই হিতার্থে ব্যবহৃত হইত, এবং চির দিন তাহাই হওয়া উচিত। আক্ষেপ ও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান সময়ে তৎসমুদায় আয়, আমাদিগের সমাজ-বন্ধন-শিথিলতা প্রযুক্ত এবং তত্ত্বাবতের উপর সমাজের রীতিমত শাসনাভাবে একেবারে, কার্য্যাধ্যক্ষ মহান্ত বা পাণ্ডা মহাপুরুষদিগেরই হস্তগত হইয়া রহিয়াছে ! এবং তাঁহারাও উহা নিতান্ত স্বোপার্জ্জিত বা পৈতৃক সম্পত্তি জানিয়া তাহার সমস্ত উপস্বত্ব নিজ

নিজ আরাম, বিরাম ও সুখ সচ্ছন্দতার জন্য যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেছেন। একবার ভাবিয়া দেখেন না যে, এ সকল সম্পত্তি কাহার, কোথা হইতে আসিয়াছে, কি উদ্দেশে সমাজভুক্ত লোক কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে এবং কেনই বা তাঁহারা ইহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইয়াছেন, আর তাঁহাদের কর্ত্তব্যই বা কি? সাধারণ হিতসাধনের ভাব তাঁহাদের মনোমধ্যে একেবারেই উদয় হয় না !! তাঁহারা দণ্ডী, মহান্ত ও পাণ্ডা ইত্যাদি নামে খ্যাত বটেন, কিন্তু কার্য্যে সম্পূর্ণ বিপরীত; তাঁহাদের বিলাসিতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও সুখভোগেচ্ছা নিতান্ত বলবতী। বড় বড় রাজা অপেক্ষাও অধিক! তাঁহাদের উপর যে সকল কার্য্যের ভারার্পণ আছে, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার কিছুই সমাধা হয় না। তাঁহারা কেবল " খাবার বেলা নবার মা " প্রবাদটীর উপমাস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছেন! আয়ের উপরই ষোল আনা নজর ও দখল; কার্য্যের দিকেও ঘেঁসেন না!! এদিকে সমাজের বিশৃঙ্খলতা নিবন্ধন তাঁহাদিগের উপর কোন রূপ শাসনও হইতেছে না। তাঁহারা এক্ষণে 'সেবায়েত' বা 'কার্য্যাধ্যক্ষের' পরিবর্ত্তে বিষয়ের সম্পূর্ণ 'অধিকারী' হইয়া দাঁড়াইয়াছেন; এবং ' সাধারণ ' শব্দ লোপ পাইয়া ' নিজ ' নাম অভিষিক্ত হইয়া সেই সমস্ত বিষয় তাঁহাদিগেরই পুরুষানুক্রমিক ভোগ দখলের সামগ্রীতে পরিণত হইয়াছে। তাঁহারাই এখন সর্ব্বে সর্ব্বা কর্ত্তা।

ভারতবর্ষ মধ্যে আর্য্যসমাজভুক্ত সমস্ত তীর্থস্থানের কার্য্যভার সমাজ কর্ত্তৃক দণ্ডী, পাণ্ডা, মহান্ত ইত্যাদি সংসারত্যাগী, নিষ্প্রয়াসী ও জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষদিগের হস্তেই ন্যস্ত হয়। তাহার কারণ, উক্ত তীর্থাদির বা সাধারণ সম্পত্তির আয় ব্যয় ও ক্রিয়া কলাপ ঐ সকল বৈরাগ্যাশ্রমধারী নিস্পৃহ লোকদিগের দ্বারা সুচারুরূপে সম্পাদন হইয়া, চির দিন সমভাবে সমাজের মুখ উজ্জ্বল এবং সমাজভুক্ত লোক সমূহের মনোরঞ্জন করিতে থাকিবে; সাধারণ সম্পত্তির কখনই লোপ হইবে না। অহরহ বেদ পুরাণ পাঠ, ঈশ্বরের নাম সঙ্কীর্ত্তন, দীন দরিদ্রের অভাব মোচন, দান ধ্যান ইত্যাদিই ঐ সকল তীর্থস্থানের প্রধান ও প্রথম উদ্দেশ্য; এবং তদুদ্দেশ্য সাধন ও ধর্ম্ম প্রচার জন্যই সমাজস্থ ব্যক্তিগণ দেবোদ্দেশে দেব সেবার নামে অকাতরে চক্ষু মুদিয়া রাশি রাশি অর্থ ঐ সকল তীর্থস্থানে ঢালিয়া

থাকেন। এখানে 'দেব' শব্দের অর্থ যে দুর্গা, কালী, নারায়ণ, মহাদেব বা জগন্নাথই বুঝাইবে এমন নহে। দেব অর্থ—মঙ্গল। সাধারণের মঙ্গল হইবে বলিয়াই লোকে, সাধারণ ভজনালয়—সাধারণ ভোজনালয়—সাধারণ ধর্ম্মালয়—সাধারণ বিশ্রামালয়—তীর্থস্থানেই অর্থরাশি ঢালিয়া থাকেন। কেহ বা অল্প কেহ বা অধিক দিয়া থাকেন। এক ব্যক্তি স্বয়ং সামান্য মাত্র অর্থ ব্যয় করিতে সমর্থ; কিন্তু তিনি হয়ত তাহাতে সমাজের এক বৃহৎ বা সামাজিক কোন কার্য্যের বিশেষ কিছু উপকার করিতে পারেন না। তিনি তীর্থস্থানে তাঁহার অভীপ্সিত অর্থ প্রদান করিলেন। তাঁহার ন্যায় আরও দশ জনে কিছু কিছু দিলেন। লক্ষপতি—সহস্র দিলেন, ক্রোড়পতি—লক্ষ দিলেন; এই রূপে দশ জনের—বিশ জনের প্রদত্ত অল্প ও বহুল অর্থে ক্রমে ক্রমে বিপুল অর্থ সংগ্রহ হইল। সেই মূলধন অথবা তাহার আয় হইতে সেই তীর্থস্থানে দেবসেবা হইয়া দেব-প্রসাদ দীন জনে বিতরিত হইতে থাকে। সেই অর্থে প্রতিপালিত হইয়া ধাম্মিক, সমাগত ব্যক্তিগণকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে থাকেন; পণ্ডিত, শিক্ষা বিতরণ করিতে থাকেন; বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, বেদ পাঠ করিয়া শুনাইতে থাকেন; পৌরাণিক, পুরাণ পাঠ করিতে থাকেন; বক্তা, ব্যাখ্যা করিতে থাকেন; গায়ক, ঈশ্বর-গুণ গান করিতে থাকেন। ইহাই তীর্থস্থানের উদ্দেশ্য—ইহাই তীর্থস্থানের ধর্ম্ম—ইহাই তীর্থস্থানের কর্ম্ম—ইহাতেই তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য। তীর্থস্থানের সে মূল ধন কখনই ক্ষয় হইবার নহে। প্রত্যহ যেমন ব্যয় তেমনি আয়। এক দিনের পথ হইতে—দুই দিনের পথ হইতে—দশ দিনের পথ হইতে—শত ক্রোশ, সহস্র ক্রোশ হইতে—দেশ দেশান্তর হইতে, যাত্রী তীর্থস্থানে আসিতেছে। দুর্ভেদ্য পর্ব্বত পার হইয়া—দুরবগাহ নদী উত্তীর্ণ হইয়া—যাত্রী তীর্থে আসিতেছে। ধনী, নির্ধন, রাজা, মহারাজা, সকলেই আসিতেছেন। ধার্ম্মিক, ধর্ম্ম-কথন শুনিতে ও কহিতে আসিতেছেন; পণ্ডিত, শিক্ষা দিতে আসিতেছেন; শিষ্য, শিক্ষা করিতে আসিতেছেন; ভক্ত, ভক্তি প্রকাশ করিতে আসিতেছে; সংসারাশ্রমী, সংসার-চিন্তায় জর্জ্জরীভূত হইয়া শান্তিসুখ লাভ করিতে আসিতেছে; ধনী, ধন দিতে আসিতেছেন; ভিক্ষুক, ভিক্ষা করিতে

আসিতেছে। তীর্থস্থানই সমাজের সভা; এখানে সকল জাতি, সকল অবস্থা ও সকল শ্রেণীর লোকের একত্র সমাবেশ হইয়া থাকে। এখানে অর্থদান করিলে সকলেই তাহার ফলভোগী হইতে পারেন। সমাজের প্রতিপালন ও উন্নতির জন্যই এই সকল তীর্থস্থানের প্রতি লোকের এতাদৃশ যত্ন ও ভক্তি। পাপী কোথাও আশ্রয় না পাইলে তীর্থস্থানে আশ্রয় পায়; তাহার কারণ, তীর্থস্থানে সদা ধর্ম্মালোচন দেখিয়া শুনিয়া ও সৎসহবাসে থাকিয়া তাহার মন ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইবে। যে, সকল সমাজ হইতে দূরীভূত হইয়াছে, সে এই তীর্থ-সমাজে স্থান পায। কারণ ইহা একরূপ কারাগার। সকল সমাজ হইতে বিদূরিত হইয়া—সকল গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া—সে এই তীর্থ-গৃহে আশ্রয় পায়। এই আশ্রয় ব্যতিরেকে তাহার আর কোথাও যাইবার স্থান নাই। সে এখানে দেব-প্রসাদ খাইতে পায়; বিতরিত বস্ত্র পরিতে পায়। সাধারণ সমাজই এই তীর্থ-কারাগারের সৃষ্টি করিয়াছেন। রাজা দণ্ডিত ব্যক্তিকে প্রাচীর-বেষ্টিত অট্টালিকা মধ্যে লৌহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া খাইতে ও পরিতে দেন। আমাদের আর্য্যসমাজরূপ রাজা পাপ-দণ্ডিত ব্যক্তিগণের নিমিত্ত তীর্থ-কারাগার সৃজন করিয়া সেইখানেই তাহাদের অশন ও বসনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য ইংরাজ সম্রাটের মত ব্যক্তিবিশেষকে মাসে মাসে খরচ যোগাইতে হয় না। সাধারণ আর্য্যসমাজ সাধারণের অশন বসনের ভার বহন করেন। ইহা কতদূর সুনিয়ম পাঠক বলুন দেখি! রাজকারাগারে দণ্ডিত ব্যক্তি কোন শিক্ষাই প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু আর্য্য-সমাজ-সৃজিত তীর্থ-কারাগারে পাপী চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মকথা শুনিতে পায়; ধর্ম্মকার্য্য দেখিতে পায; সৎশিক্ষা পাইতে পারে; সৎকার্য্য শিখিতে পারে। ইহাতে ক্রমে তাহার চরিত্রও সংশোধন হইতে পারে। দরিদ্র কোথাও আহার না পাইলে তীর্থস্থানে আহার পায়। এইহেতু একটী প্রবাদ আছে, 'তীর্থস্থানে কেহই অভুক্ত থাকে না।' পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে সাধারণ আর্য্যসমাজস্থিত ব্যক্তিগণ তীর্থস্থানে দেবোদ্দেশে যে অর্থ দান করেন তাহার একটী প্রধান উদ্দেশ্য—এবং তীর্থস্থানের একটী প্রধান ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনাহারীকে আহার দান। এ উদ্দেশ্য সংসাধিত

হইলে কেহই অভুক্ত থাকিবে না। অতএব সাধারণ আর্য্যসমাজই যে ঐ সমস্ত তীর্থস্থানের মূল, সাধারণ আর্য্যসমাজই যে ঐ সকল তীর্থস্থানের অঙ্গ, সাধারণ আর্য্যসমাজই যে ঐ সকল তীর্থস্থানের নেতা, তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ঐ সকল তীর্থস্থানের আয় ও ব্যয় যে সাধারণ আর্য্যদিগের দ্বারা এবং আর্য্যদিগের জন্যই হইতেছে, তদ্বিষয়েও মতদ্বৈধ দেখা যায় না। অতএব যখন তীর্থস্থান সকলের উন্নতি ও অবনতি, উৎকর্ষ ও অপকর্ষ, উৎপত্তি ও নিবৃত্তি সমস্তই আর্য্যদিগের ও আর্য্যসমাজের সহিত গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে নিহিত রহিয়াছে, তখন আর্য্যগণ এবং আর্য্যসমাজই যে তীর্থস্থান সকলের মাহাত্ম্য রক্ষা ও শাসনাশাসনের একমাত্র মূল—একমাত্র অধিনায়ক ও একমাত্র নিয়ন্তা তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু কালমাহাত্ম্যে আমাদিগের সামাজিক ক্ষমতা হ্রাস হইয়াছে; ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন ও অধর্ম্মশাসন-প্রবৃত্তি নিস্তেজ হইয়াছে এবং ধর্ম্মপথাসীন ব্যক্তিগণের নামের মহিমাও এককালে লোপ পাইয়াছে। দণ্ডী, পাণ্ডা ও মহান্ত ইত্যাদি নাম কেবল শব্দ মাত্রে প্রচলিত আছে; সে সকল শব্দের অর্থ, মহিমা বা কার্য্য সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছে। দণ্ডী, পাণ্ডা, মহান্ত নামধারী মহাত্মারা এক্ষণে জিতেন্দ্রিয়ের পরিবর্ত্তে সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়াছেন! বৈরাগ্যাশ্রম ত্যাগ করিয়া সংসারাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন!! সংসারচিন্তায় মগ্ন হইয়া দেবকার্য্য একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন!!! কেহ বা বিবাহ করিয়া—গৃহস্থ হইয়া—পত্নীপ্রেমে আবদ্ধ হইয়া পরম-প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়াছেন!!!! সমাজ-শাসন অভাবে তাঁহাদেব প্রকৃতি এতই বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে যে, লেখনী সে দুরপনেয় কলঙ্কভার লিখিতে সম্পূর্ণ অশক্ত। সমাজশাসন অভাবে তাঁহাদের যথেচ্ছাচার ক্রমশঃ প্রশ্রয় প্রাপ্ত হওয়াতে আর্য্যসমাজের—আর্য্যধর্ম্মের—আর্য্যজাতির পূর্ব্ব গৌরব-রবি অস্তমিত হইয়া এক্ষণে অবনতি সাগরে নিমগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে। দণ্ডী, পাণ্ডা ও মহান্ত উপাধিধারী মহাত্মগণ এক্ষণে দুরাত্মরূপে পরিণত হইয়াছেন।

কোন কোন তীর্থস্থানে ঐ সকল ইন্দ্রিয়পরবশ, পাষণ্ড, পামর, পাণ্ডা মহান্তগণ কর্ত্তৃক সময়ে সময়ে এতদূর ভয়ানক, কদর্য্য, জঘন্য, ঘৃণিত, বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে যে, তাহার নামমাত্র শুনিলে

অতি নির্দ্দয় পাষাণহৃদয়কেও নিদারুণ ব্যথিত হইতে হয়। তৎসমুদায়ের বিস্তারিত বিবরণ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। এক সময়ে তীর্থস্থানের পবিত্রতা, মহান্ত পাণ্ডাদিগের সাধুভাব এতই উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, অসূর্য্যম্পশ্য-রূপা কুলকামিনীগণ পর্য্যন্ত নিঃশঙ্কচিত্তে তথায় ধর্ম্মসাধনে যাইতে দ্বিধা করিতেন না। সেই প্রথা যদিচ এখনও প্রচলিত আছে, কিন্তু কালের,. কার্য্যের ও সাধুভাবের এতই পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, ভদ্রপরিবারদিগের পক্ষে এক্ষণে তীর্থযাত্রা একেবারে নিষিদ্ধ হওয়াই উচিত হইয়াছে। কারণ সেই পবিত্র তীর্থস্থানে আজ কাল দুর্ব্বৃত্ত মহান্তগণ কর্ত্তৃক সতীর সতীত্ব বিনষ্ট হইয়া থাকে!!! উঃ! কি ভয়ানক অত্যাচার! কি মহাপাপ!! শুনিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়; কর্ণে অঙ্গুলি দিতে হয়!!!

আমাদিগের সমাজের উচ্চপদবীস্থ ব্যক্তিরা অনেকে চিরপ্রচলিত প্রথা-নুসারে তীর্থ পর্য্যটনে গিয়া অনেক স্থলে বহু পরিমাণে অর্থ ব্যয় এবং স্বর্ণ রত্নাদির আভরণ দেব দেবীর উদ্দেশে অর্পণ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা অনেকেই জানেন না যে, কি উদ্দেশে তাঁহারা ঐ সকল কার্য্য করিয়া থাকেন, এবং কিরূপেই বা সেই সমুদায় অর্থ বা রত্ন দেব-মন্দির ও দেব অঙ্গ হইতে পরিণামে কার্য্যাধ্যক্ষ মহাপুরুষদিগের গৃহ-সাহগ্রী মধ্যে পরিণত হয়! এক্ষণে তীর্থস্থানে শাস্ত্রসম্মত পূজা অর্চ্চনা প্রায়ই হয় না। কেবল পাণ্ডা-মহাশয়দিগের উপদেশমতেই তীর্থাদির পুণ্যকর্ম্ম সমাধা হইয়া থাকে। আমরা আদৌ দেখি না, আমাদিগের কার্য্য শাস্ত্রসঙ্গত বা উদ্দেশ্যমত সম্পন্ন হইল কি না। কাজেই তীর্থাদিতে অর্থ ব্যয় "না হোমের না যজ্ঞের" হইয়া থাকে। বার ভূতেরই উদর পূরণ হয় মাত্র! এদিকে তীর্থস্থানের সেবায়েত বাবুগণ লোভপরবশ হইয়া এতদূর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন যে, যাত্রী আসিলে তাঁহারা যেন 'পাকা কলা' পান। যাত্রিগণ সুবিধামত স্থান বা আহ্বান পাইল কি না তাহা কেহই দেখেন না। কেবল তাহাদিগের নিকট হইতে কি রূপে ফাকি দিয়া অর্থ বাহির করিয়া লইবেন, এই চিন্তাতেই ব্যতিব্যস্ত! যাত্রী ঠকাইয়া পয়সা লওয়াই এখনকার তীর্থস্বামীদিগের এক প্রধান ব্যবসায় হই-য়াছে!! কি ধনী, কি নির্ধন, প্রচুর অর্থ ব্যয় না করিলে কাহারই দেব দেবীর নিকট ঘেঁসিবার যো নাই! যাত্রীদিগের অর্থ ব্যয়টা 'কর্ত্তব্য' (Compulsory)

করিয়া তুলিয়াছেন। ইহা যে কতদূর অন্যায় ও অত্যাচারমূলক তাহা সমাজস্থ বিজ্ঞ মাত্রেই অনুভব করিতে পারিবেন। ধর্ম্মের স্থানে—ধর্ম্ম উপার্জ্জনের স্থানে অর্থব্যয় মনুষ্যের সাধ্যাধীন অথবা "শ্রদ্ধেয় দেয়ং" থাকাই উচিত। বলপূর্ব্বক বা বাধ্য করিয়া আদায় নিতান্ত অত্যাচার। যত দিন তীর্থধারী-দিগের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তত দিন উল্লিখিত বিবিধ অত্যাচার কখনই প্রতিহত হইবে না; বরং দিন দিন বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইবে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, তীর্থাদির কার্য্যের, আয় ব্যয়ের এবং তীর্থ-ধারী মহান্তদিগের উপর সমাজের হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। তীর্থসমূহ সমাজ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন থাকাই উচিত। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে সপ্রমাণ করিয়াছি, তীর্থস্থান সকল আর্য্যদিগেরই জন্য আর্য্যদিগেরই অর্থে প্রতি-পালিত হইতেছে, এবং উহা আর্য্যদিগেরই জাতীয় সম্পত্তি। আর্য্য সমাজই ঐ সকল স্থানের রীতি, নীতি, ধর্ম্ম ইত্যাদি রক্ষার একমাত্র নেতা। অতএব তীর্থস্থানের অত্যাচার নিবারণ আর্য্যসমাজেরই কর্ত্তব্য। এই হেতু প্রস্তা-বিত আর্য্য মহাসভার হস্তে তীর্থসমূহের ভার অর্পিত হওয়া, তীর্থসমূহ উক্ত সমাজেরই একটী অংশরূপে পরিগণিত হওয়া এবং সমাজ কর্ত্তৃকই ঐ সকল স্থানের আয় বিবিধ সৎকার্য্যে ব্যয়িত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় ও সুযুক্তিসঙ্গত সন্দেহ নাই। নতুবা এক জন সাধু উদ্দেশ্যে অর্থ দান করিবে, অপর জন তাহা নিজ ভোগবিলাসিতায় ব্যবহার করিবে—এক জন দেব-অঙ্গের নিমিত্ত রত্নাভরণ দান করিবে, অপর জন তাহা নিজ প্রণয়িনীর অঙ্গে শোভ-মান করিবে, অথচ সমাজ সে বিষয়ে দৃষ্টি করিবেন না, তৎপ্রসঙ্গে কোন উচ্চবাচ্য করিবেন না, ইহা কোন্ শাস্ত্র ও কোন্ যুক্তিমূলক, তাহা দেখিতে পাই না। অশাস্ত্রীয়, অযৌক্তিক হইলেও সাধারণ-বুদ্ধি ইহাই বলিয়া দিতেছে যে, তীর্থস্থান সমূহ আর্য্যজাতিরই সামাজিক ও সাধারণ সম্পত্তি; মহান্ত, দণ্ডী বা পাণ্ডাদিগের নিজস্ব নহে; সমাজই তীর্থস্থানের পরিপোষণ করিতেছেন; উহার রক্ষণাবেক্ষণ ও কার্য্যাকার্য্য দর্শন সমাজেরই কর্ত্তব্য; সমাজই তত্তৎস্থানের শাসনকর্ত্তা এবং সমাজই তাহাদের অধিপতি।

ব্রাহ্মণদিগের উপর সাধারণ সমাজের কর্ত্তৃত্বের বিধি না থাকাতে যেমন ব্রাহ্মণগণ স্বেচ্ছাপরতন্ত্র হইয়া নিজেও উৎসন্ন যাইতেছেন ও সমাজকেও

উৎসন্ন করিতেছেন, তদ্রূপ তীর্থাদি সাধারণ দেবালয়ের সেবায়েত ও কার্য্যাধ্যক্ষ দণ্ডী, পাণ্ডা, মহান্তদিগের উপর সাধারণ সমাজের কর্ত্তৃত্বের অভাব হেতু তাঁহারাও উৎসন্ন যাইতেছেন এবং বিশুদ্ধ আর্য্যসমাজকে যৎপরোনাস্তি অপবিত্র ও বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিতেছেন। এই সকল ধূর্ত্ত, প্রতারক ব্যক্তির ভণ্ডতা, খলতা ও বিবিধ অত্যাচার বশতই তীর্থাদির মাহাত্ম্য বিলুপ্ত হইতেছে; আর্য্যজাতির পবিত্রতা বিনষ্ট হইতেছে; সমাজ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইতেছে এবং আর্য্য ধর্ম্ম কর্ম্ম একেবারে জগতের অশ্রদ্ধেয় হইয়া পড়িতেছে। এই অত্যাচার স্রোত এইরূপে প্রবাহিত হইতে থাকিলে ঐ সমস্ত তীর্থাদি বিলুপ্ত হইবে; ব্রাহ্মণ জাতির ও ব্রাহ্মণত্বের ধ্বংস হইবে; দণ্ডী, মহান্তদিগের নামের মহিমা জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইবে; এবং ধর্ম্ম কর্ম্ম পূজা আরাধনা সমস্তই অতীত ঘটনায় পর্য্যবসিত হইবে! তৎসহ সাধারণ সমাজও বিষম বিপ্লবে বিপর্য্যস্ত হইবে।

এতদ্ভিন্ন আয়ের অপরাপর বহুল প্রকার উপায় আছে, যাহা কার্য্যকাল ব্যতিরেকে প্রদর্শিত হইতে পারে না। যথা;—শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য, পঞ্জিকা, ঠিকুজী, কোষ্ঠী, মেলা, উৎসব এবং সমাজভুক্ত লোক সমূহের বিবাহাদি সংস্কার কার্য্য উপলক্ষে দান ইত্যাদি।

উপরিউক্ত মতে এককালীন, মাসিক ও বাৎসরিক দান ইত্যাদি সংগৃহীত হইতে থাকিলে, ভারতবর্ষীয় আর্য্য-মহাসভার নামে নানা প্রকার জমিদারী ইত্যাদি বিষয় বিভব ক্রয় করা আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না। ব্যবসায় বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রকারে মূলধন বিনিয়োগ দ্বারা তত্তাবতের আয় হইতে সমাজ সম্বন্ধীয় এবং সমাজভুক্ত লোক সমূহের মঙ্গলার্থ যাহা কিছু আবশ্যক ব্যয় সকলই নির্ব্বাহ হইতে পারিবে; এবং সমস্ত বিষয় সুচারুরূপে নির্ব্বাহের জন্য যথাযোগ্য নিয়মাবলী প্রস্তুত ও প্রকাশিত হইয়া আবশ্যক 'সেরেস্তা' বা কার্য্যালয় নির্ম্মাণ ও কর্ম্মচারী নিযুক্ত হও-

য়াও বিচিত্র হইবে না। আর তৎসূত্রে দেশস্থ অনেক নিরুপায় ও নিঃসহায় ব্যক্তির জীবিকা-নির্ব্বাহের চিন্তা দূরীভূত হইবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা। আপনাদিগেরই দশের সাহায্য একত্রিত করিয়া আপনারা প্রতিপালিত হওয়া অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

এতাদৃশী মহতী কীর্ত্তি সংস্থাপন জন্য আর্য্যজাতির মূল-সমাজের অধিবেশন-স্থান কোথায়, কোন প্রদেশে বা কোন নগরে সর্ব্ববাদিসম্মত হইবে, তাহার মীমাংসা পরে হইতে পারিবে। কলিকাতা ভারতের রাজধানী বলিয়া যদি উহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে উক্ত মহাসভা সংস্থাপন জন্য সকলে ঐকমত্য অবলম্বন করেন, তাহা বোধ হয়, কোন ক্ষতি বা আপত্তির জন্য হইবে না; অথবা ভারতবর্ষীয় অধিকাংশ মহারাজাধিরাজগণ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় বলিয়া যদি ঐ অঞ্চলের কোন নগর (যথা কাশীধাম) সেই 'ভারতীয় আর্য্য-মহা-সভা' সংস্থাপনের জন্য মনোনীত হয়, তাহাতেও বিশেষ আপত্তি বা হানি নাই। শাখা-সমাজ স্থাপন সম্বন্ধেও তদ্রূপ; শাখা-সমাজগুলি আদি-সমাজের হস্ত পদ সদৃশ বিশেষ বিশেষ অংশ বা অঙ্গবৎ প্রতীত হইবে। কেন না, আদি-সমাজের নিয়মাবলী ও কর্ত্তৃত্বে যেমন শাখা-সমাজ সকল পরিচালিত হইবে তদ্রূপ আবার শাখা-সমাজ সমূহের নানা প্রকার সাহায্য দ্বারা আদিসমাজ সংরক্ষিত হইবে সন্দেহ নাই। শাখা-সমাজ সংস্থাপন ব্যতীত সমগ্র ভারতের সুচারুরূপে ইষ্টসাধন সম্ভব নহে। যদি কখন প্রোক্ত মহা-সভা সংস্থাপিত হইয়া ভারতের ক্ষীণদেহ পুষ্ট করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে ঐ সভা সম্বন্ধীয় যাহা কিছু নিয়মাবলী বা কার্য্যের প্রণালী আবশ্যক, সকলই আপনা হইতেই সংগৃহীত ও প্রণীত হইয়া শাখা-সমাজ সহযোগে ভারতের সর্ব্বত্র

প্রচারিত হইবে সন্দেহ নাই। তত্তাবতের রচনা দ্বারা এক্ষণে প্রস্তাব পরিবর্দ্ধন অনাবশ্যক।

"সজ্জন সমাজ প্রতি করি নিবেদন,
উৎসাহ-বারিধি-বারি করিলে সেচন,
আশুতর আশালতা উপচিতা হবে,
ফলবতী হইবার বিলম্ব কি রবে?"
অতএব বলি শুন, আর্য্য ভ্রাতৃগণ!
ত্যজি মোহ-নিদ্রা সবে, হয়ে সচেতন,
সাধিতে স্বদেশ-হিত কর প্রাণপণ;
'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।'
সাধিলে অবশ্য সিদ্ধ হবে তব পণ,
(কিন্তু)
'শুভস্য শীঘ্রম্' যেন থাকে হে স্মরণ!

উপসংহার।

——00——

"প্রারভ্যতে ন খলু বিঘ্নভয়েন নীচৈঃ
প্রারভ্য বিঘ্নবিহতা বিরমন্তি মধ্যাঃ।
বিঘ্নৈঃ পুনপুনরপি প্রতিহন্যমানাঃ
প্রারদ্ধমুত্তমগুণা ন পুনস্ত্যজন্তি।"

অস্মদ্দেশে বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক প্রভৃতি অনেক প্রকার সংস্করণের সুত্রপাত হইতেছে সত্য, কিন্তু সমাজ-সংস্করণ অভাবে কিছুই সুফলপ্রদ হইবার নহে। শারীরিক বল, মানসিক বীর্য্য, জাতীয় একতা, স্বজাতি-প্রেম, সাধারণ বিভব প্রভৃতি সমুদায়েরই বীজ সমাজ-গর্ভে নিহিত। অতএব সমাজ-সংস্করণ ব্যতিরেকে কোন কালে যে আমাদের দেশের পুনরভ্যুদয় হইবে, এরূপ কখনই বিবেচিত হয় না। এক্ষণে আমাদিগের যথোচিত চেষ্টা ও যত্ন সহকারে প্রস্তাবিত মতে আর্য্যসমাজের সংস্করণ-ব্রতে ব্রতী হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তাহাতে আমাদিগের দেশের ও জাতীয় অবস্থার বিবিধ প্রকারে উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই। এবং যদি দেশীয় সমস্ত অধ্যবসায়শালী ভদ্র-মহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত প্রণালীমতে সমাজ সংস্থাপনের কোন-রূপ সদুপায় অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে যে, তদ্দারা প্রচুর পরিমাণে ধনাগম হইয়া প্রস্তাবিত কার্য্যাবলী

অতি সুপ্রণালী সহযোগে নির্ব্বাহ এবং বাণিজ্যাদি কার্য্য দেশ, বিদেশ ব্যাপিয়া প্রচলন হওয়া নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না ; এবং তৎসহ ভারতের জীর্ণদেহে বলসঞ্চার হওয়ার পক্ষেও কোন-রূপ ভাবিবার বিষয় থাকিবে না। বরং তদ্দ্বারা ইংলণ্ডের "পার্লিয়া-মেণ্ট" মহাসভা অপেক্ষা মহতী কীর্ত্তি সংসাধিত হইবে। ঐ পার্লি-য়ামেণ্ট সভা কেবল সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্য্য সম্পাদনে নিয়ত নিরত আছেন, কিন্তু আমাদিগের 'ভারতীয় আর্য্যমহা-সভা' একবার সংস্থাপিত হইলে, ভারতবাসীদিগের সনাতন-ধর্ম্ম-পথের কণ্টক দূরীভূত ও সর্ব্বনৈতিক এবং সর্ব্বলৌকিক হিত সাধিত হইয়া কতই যে মহোপকার সম্পাদিত হইতে থাকিবে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আহা ! যেরূপ একটী বীজ হইতে অঙ্কুর ও সেই অঙ্কুর হইতে পরিণামে বহুজন-মনোরঞ্জন বিস্তৃত শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট অতি সুবিশাল বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ যদি ভারতের কোন স্থানে অধ্যবসায়ারূঢ় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক অতি ক্ষুদ্র আকারেও উক্ত মহতী সভার সূত্রপাত হয়, তাহা হইলে অনায়াসে আশা করা যাইতে পারে যে, কালসহকারে উক্ত সভা ভাবী "ভারত পার্লিয়ামেণ্ট" মহা-সভায় পরিণত হইয়া দেশের ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইবে। অহো ! তাদৃশ সভা প্রতি-ষ্ঠাপিত হইলে, যে যে মহৎ, কার্য্য সংসাধিত হইবে, তত্তাবতের কল্পনা যখন মনোমন্দিরে উদয় হইতে থাকে, তখন কি এক মনোহর অনির্ব্বচনীয় আনন্দ হৃদয়কে আশ্রয় করে ! এরূপ সমাজ-গ্রন্থির দ্বারা ভারতবাসী কি রাজা, কি মহারাজা, কি ভদ্র, কি ইতর, কি বিদ্বান, কি মূর্খ, কি ধনী, কি নির্ধন, সমস্ত লোককেই যে এক সৌহার্দ্য-সূত্রে বদ্ধ থাকিতে হইবে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এক্ষণে ভারতবর্ষীয় মহারাজা, রাজা, জমিদার,

ধনাঢ্য, ধর্ম্মাত্মা, সাধু, বিদ্বান, বিষয়ী ও দেশহিতৈষী মাত্রেরই নিকট করযোড়ে ও বিনয় সহকারে নিবেদন যে, তাঁহারা ভারতের ও নিজের নিজের গৌরব রক্ষিত এবং ভারত-সৌভাগ্য-লক্ষ্মীকে প্রসন্না করিবার নিমিত্ত ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল কামনায় আর্য্য-সমাজের ও সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্দীপনার্থে যাঁহার যাহা কিছু ক্ষমতা আছে, ইহাতে নিয়োজিত করুন। অর্থ, সামর্থ্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, পরা-ক্রম, উপদেশ অথবা সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক সাধারণকে উত্তে-জনা দ্বারা, যিনি যে কোন উপায়ে হউক, প্রস্তাবিত সমাজ-সংস্করণের এবং সনাতন ধর্ম্মের বহুল প্রচারের সহায়তা করুন। তাহা হইলে ক্রমশঃ তাঁহাদিগের, তাঁহাদিগের দেশের এবং সমস্ত আর্য্যজাতির চিত্তোৎকর্ষ-সম্পাদন হইয়া গার্হস্থ্য, সামাজিক, রাজনৈতিক, শারীরিক, আধ্যাত্মিক, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কুশল ও সুখ সম্বর্দ্ধন নিশ্চয়ই হইবে। এবং পুনঃ পুনঃ বিঘ্ন বাধা-দিতে প্রতিহত হইলেও সমাজের স্থায়িত্ব পক্ষে ভাবনার বিষয় থাকিবে না।

এক সময়ে ঐশ্বর্য্যশালী থাকিয়া গাড়ী, ঘোড়া চড়িয়াছি বলিয়া —সুন্দর অট্টালিকায় বাস করিয়াছি বলিয়া—সুখসেব্য দ্রব্য আহার ও দুগ্ধফেণনিভ-শয্যায় শয়ন করিয়াছি বলিয়া—যে, দরিদ্র অবস্থাতেও সেই সমস্ত উচ্চ-চাল ব্যতীত জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারিবে না, বা এক সময়ে যোত্রহীনতা বশতঃ পর্ণকুটিরে পত্র-শয্যায় শয়ন করিয়াছি বলিয়া—জীর্ণ কৌপীন পরিধান করি-য়াছি বলিয়া—বন্য ফলে জীবন ধারণ করিয়াছি বলিয়া—যে, সচ্ছল অবস্থাতেও সেই দরিদ্র-চালেই চলিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। অবস্থাভেদে সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্তন আছে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর প্রভৃতি যুগ সকলও নৈসর্গিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের পরিচয়-

স্থল মাত্র। এবং সেই সকল বিভিন্ন যুগে নৈসর্গিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও সাংসারিক অবস্থারও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। অতএব সত্য ত্রেতাদি যুগ-প্রচলিত সামাজিক নিয়ম বা প্রথাদি কলিযুগেও যে অবিকৃত অবস্থায় সমভাবে প্রচলিত থাকিবে, তাহা যুক্তিপথের বহির্ভূত—নৈসর্গিক প্রমাণেও অসঙ্গত। নৈসর্গিক কারণ-পরম্পরা বলিয়া দিতেছে যে, কোন কোন অংশে তাহার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী ; এবং তাহা না হইলে সমাজের প্রকৃত সংস্কার কখনই হইবে না। এই হেতু বলিতেছি যে, দেশ, কাল, পাত্র অনুসারে বর্ত্তমান বিশৃঙ্খলাবদ্ধ আর্য্যসমাজের সামাজিক নিয়মাদির আবশ্যকমত হ্রাস বৃদ্ধি ও সামঞ্জস্য দ্বারা সমাজের প্রকৃত সংস্কার বিধান করিতে সকলে প্রাণপণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউন।

কলিকাতা বা অপরাপর দেশস্থ ভদ্র সম্প্রদায় মধ্যে যে কয়েকটী জাতীয় সভার সূত্রপাত দেখা যাইতেছে, তাহাদিগের সকলেরই উদ্দেশ্য অতি শুভকর সন্দেহ নাই। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, উক্ত সভাসমূহের সভ্যগণ এক দেশীয়, এক জাতীয় ও এক ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও, তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত, স্বস্ব প্রধান এবং সমাজের এক এক অঙ্গ মাত্র অবলম্বন করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সমগ্র সমাজের প্রতি কাহারও দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয় নাই। সেই সমুদায় স্বদেশানুরাগী মহোদয়গণ যদি কিঞ্চিৎ চেষ্টা ও যত্ন সহকারে সকলে একস্থানে সমবেত হইয়া এক মত অবলম্বন করিয়া উদ্দেশ্য বিষয় সংসাধনে বিশেষ সমুদ্যোগী হয়েন, এবং সমাজস্থ সভ্যগণ প্রত্যেকেই যদি সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ, দেশহিতৈষী ও পক্ষপাতশূন্য হয়েন, তাহা হইলে, এই প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য সম্পাদিত হওয়া যে নিতান্ত দুরূহ বা আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে,

এরূপ কখনই বিবেচিত হয় না। [illegible] তাহাদিগের যেরূপ উৎসাহ ও যত্ন, তাহাতে তাঁহাদিগেরই সাহায্য যে এতাদৃশ গুরুতর ব্যাপারে সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়ান্, তাহা বলা বাহুল্য। আরও একটী আক্ষেপের বিষয় এই যে, উপরিউক্ত জাতীয় সভাগুলিকে কোনরূপে স্থায়ী হইতে দেখা যায় না। এ পর্য্যন্ত কত স্থানে কত সভার অধিবেশন হইল ও হইতেছে, কিন্তু কতগুলি স্থায়ী আছে? কলিকাতা মহানগরীস্থ 'সনাতন-ধর্ম্ম-রক্ষিণী সভা' যাহাতে দেশস্থ অনেক মহামহোপাধ্যায় ভদ্রসন্তান বিশেষ পৃষ্ঠপূরক ছিলেন, তাহাই বিলুপ্ত হইয়া গেল! এতাদৃশ আরও দুই একটি সভা একেবারেই সমূলোৎপাটিত হইয়া সভাস্থ সভ্যদিগকে কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। কি কারণে আমাদের দেশের সভাগুলির এরূপ দুরবস্থা, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। গঠন প্রণালীর দোষ, উপযুক্ত অধ্যবসায় ও আন্তরিক যত্নের অভাবই যে উহার প্রধান কারণ তাহা বলা বাহুল্য। উপস্থিত জাতীয়-সভা সমূহের মধ্যে কলিকাতাস্থ 'ভারতসভা' ও কাশীস্থ 'ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভা' প্রভৃতি কয়েকটীর যেরূপ দেশহিতৈষা ও জাতীয়-চরিত্র রক্ষা বিষয়ে যত্ন ও আয়াস দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয়, কাল সহকারে ইহাঁরাও 'ভারত-মহাসভার' এক এক বিশেষ অঙ্গরূপে পরিণত হইয়া, ভারতীয় আর্য্যসমাজের সংস্কার কার্য্যের সাহায্য ও দিন দিন আর্য্যজাতির পূর্ব্বগৌরব সর্ব্বত্র বিস্তৃত করিতে সক্ষম হইবেন। আদৌ, যেমন পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, বীজ হইতে কালক্রমে বৃহৎ বৃক্ষের উৎপত্তি হয় ও সেই বৃক্ষ ফলভরে অবনত হইয়া ছায়া ও ফলদান পূর্ব্বক বহুলোকের তৃপ্তি সাধন করিতে পারে, তদ্রূপ কালসহকারে প্রস্তাবিত সমাজ সম্বন্ধেও সকলই ফলিবার সম্ভব। অতএব হে বঙ্গবাসী, পশ্চিমাঞ্চলনিবাসী ও

[illegible] কীর্ত্তিকলাপ-সংস্থাপনক্ষম মহামহিম মহা-রাজাধিরাজ রাজশ্রী সম্পন্ন দেশহিতৈষী মহোদয়গণ! আপনারা সকলেই 'ভারত-মহাসভা' সম্বন্ধীয় এই প্রস্তাবটীর প্রতি কৃপাদৃষ্টি বিতরণ পূর্ব্বক ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া, আপনাপন দেশের ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে সুদৃঢ়চিত্তে কৃতসঙ্কল্প হউন।

সমাজ সমীপে মম পুনঃ নিবেদন,
সাধিতে স্বদেশ-হিত না কর হেলন।
একমাত্র মূলমন্ত্র একতার বলে,
অসাধ্য সাধন হয় এ মহীমণ্ডলে।
অতএব বলি শুন আর্য্যসুতগণ,
বৃথায় ক'রনা কাল কথায় ক্ষেপণ।
হ'য়ে জগতে ঘৃণিত, কুল মানে হত,
দাসত্ব যাতনা বল সবে আর কত?
হও বদ্ধ পরিকর, তাজ অভিমান,
স্বজাতি স্বদেশ প্রতি দেখাও সম্মান।
যা কিছু বলিনু, হৃদে করিয়া ধারণ,
করহ মনের মত সমাজ গঠন;
অগৌরব-যবনিকা করে উত্তোলন,
আর্য্যের গৌরব কর সর্ব্বত্র ঘোষণ।

"The surest way not to fail is to determine to succeed."

Sheridan.